যায়নুল আবেদীন রাহ্‌নোমা

# রসূলে মুহাম্মাদ

# রসূল মুহাম্মদ (দঃ)

যায়নুল আবেদীন রাহ্‌নুমা

আবু জাফর অনূদিত

সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড

www.pathagar.com

RASUL MUHAMMAD (Sm.)
Translated by ABU ZAFAR
from English translation of the
original book in Persian

রসূল মুহাম্মদ (দঃ)
যায়নুল আবেদীন রাহ্‌নুমা

অনুবাদঃ
আবু জাফর

সপ ১৩ জ ১

প্রকাশক ঃ
সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড
করিম চেম্বার (৫ম তলা)
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ ঃ
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫
নভেম্বর, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ঃ
অশোক বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
পেপার কনভার্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

[redacted]

সংশোধিত মূল্য : এক শত টাকা
১৬০/=

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবদুল গফুর
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

## সৃজন প্রকাশনীর অন্যান্য বইঃ

**উপন্যাস/ছোটগল্পঃ**

১। নাতাশা/আসাদ বেলাল—৩৫.০০
২। মেঘলামতীর দেশ/জাসেদ আলী—৪০.০০
৩। প্রতিপক্ষে সেনাপতি/বুলবুল সরওয়ার—৩৫.০০
৪। নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান/সানাউল্লাহ্ নূরী—৩০.০০
৫। মুক্ত অভ্র/নূরহাসনা লতিফ—৩০.০০
৬। সে এবং যাবতীয়/রাবেয়া খাতুন—৩৫.০০

**স্মৃতিকথাঃ**

১। হে প্রভু আমি উপস্থিত/সৈয়দ আলী আহসান—১৫.০০
২। আত্মার সংলাপ/আব্দুস সাত্তার—৪০.০০
৩। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর/আবুল মনসুর আহমদ—৫৫.০০

**প্রবন্ধ/আলোচনাঃ**

১। ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি/আহমদ ফন ডেনফার—২০.০০
২। ইসলামী আইনের মুখবন্ধ/ডঃ আহমদ আনিসুর রহমান—৩০.০০
৩। শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লহার উপন্যাস/আবু রুশ্‌দ্—২৫.০০
৪। Our Cultural Heritage/Abul Mansur Ahmad—৩৫.০০

**অন্যান্য বইঃ**

১। রেক্লিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং/মাহবুবুর রহমান—৬০.০০

www.pathagar.com

## প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর সব ভাষা ও সাহিত্যই সীরাত গ্রন্থের দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশ্বসাহিত্যে সীরাত গ্রন্থ রচনার একটি ধারাবাহিকতাও স্পষ্ট। যায়নুল আবেদীন রাহ্‌নুমা রচিত 'পায়াম্বার'-ও সেই ধারার অমর সংযোজন।

এই অনবদ্য গ্রন্থটির প্রথমাংশের অনুবাদ ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে নবুয়ত থেকে শুরু করে হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। এ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে তার পরের জীবন। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেছিলেন 'সিন্দাবাদ প্রকাশনী'। আগামীতে 'সৃজন'ই গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করার আশা রাখে।

জনাব আবু জাফর তার কর্মজীবনের নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও এ কাজটির জন্য যে পরিশ্রম করেছেন—তার পুরস্কার নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে দেবেন। আমরা এই বিশ্বখ্যাত 'সীরাত গ্রন্থটিকে' বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে হাজির করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

# একটি ক্ষুদ্র মরু যাত্রী দল

"আর যে নগর (বাসী) তোমাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কত নগর (বাসীকে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউই তাদের সাহায্যকারী হয় নাই। যে ব্যক্তি আপন প্রভু হতে স্পষ্ট দলিলের উপর আছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত যার কাছে তার কু-কর্ম সকল সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা আপন ইচ্ছার অনুসরণ করছে?" [কুরআন ৪৭ঃ ১৩-১৪]

সূর্যাস্তের সময় চার জনের একটি ক্ষুদ্র মরুযাত্রীদল তাঁদের গন্তব্য পথে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের কাছে দুটো উট, কয়েকটা খেজুর ও রুটি ছাড়া জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় ছিল না। রাত্রি আগমনের সাথে বসন্তের চাঁদের আলো তাঁদের পথকে আলোকিত করে দিল এবং তাঁরা দ্রুত পথ চললেন। চাঁদ অস্তমিত হলে গভীর অন্ধকারে তাঁরা তারার বিবর্ণ আলোয় এগিয়ে চললেন। তাঁদের ক্লান্ত দেহে রাতের মৃদু-মন্দ বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল এবং দিনের বেলায় তাঁরা যে তৃণহীন ও পানি শূন্য মরু-ভূমি অতিক্রম করেছিলেন সেই মরুভূমির ঝলসানো তাপকে ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করছিল।

মাঝে মাঝে ইবন উরিকাত-এর সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠ মরুভূমির নীরবতাকে ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর উটের গান এবং গীতিধর্মীমূলক ভালবাসার বিলাপ যেন অদৃশ্য শক্তি হয়ে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার আহবান জানাচ্ছিল।

আরববাসীদের জীবনে রাত্রির গভীরতার মধ্যে গোপন কিছু লুকিয়ে আছে। তাদের পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ কবিতা ও গান সাধারণতঃ রাতকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। তাদের হৃদয়ের কল্পনা, গোপন কামনা, আনন্দ ও দুঃখ, তাদের ভালবাসা, ভাবাবেগ এবং আশা নিরাশা সব কিছুই তারা রাতে

www.pathagar.com

আলোচনা করে এবং রাতকে নিয়েই আলোচনা করে। তারা রাতের সাথে এমন ভাবে কথা বলে যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথেই কথা বলছে। তারা রাতের কথা ও প্রত্যাদেশ শোনে---রাতে তাদের মন ও অন্তর জাগ্রত ও আলোকিত হয়। তারা অন্ধকার রাতের সীমাহীন আকাশে গোপন লেখা দেখতে পায়। তাদের আত্মীক ও ধর্মীয় জীবন প্রবাহে এটা একটা ব্যবস্থা। এ কারণেই সাধারণত তাদের সুমধুর গানের কথা হয় "ইয়া লাইল—হে আমার রাত!"

আরববাসীদের কাছে জুলাই ও আগস্ট মাস সুখ ও দুর্দশার চরম সময়। রাতের শীতলতা ও দিনের ঝলসানো তাপ সুখ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তৃণহীন মরুভূমিতে তারা যখন উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে তখন তারা দিনের অগ্নিবৎ শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করে—দোজখের আগুনে মানুষের মাংস গলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেন তারা প্রত্যক্ষ করে। নযদ্ ও হিযাযের মরুভূমির উপর দিয়ে এ ধরনের অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়। এই হাওয়া তরবারির মত কেটে ফেলে এবং আগুনের মত পুড়িয়ে দেয়। আরবরা একে বলে 'মৃত্যুর বাতাস'। কিন্তু রাতের আগমনে মরুভূমিতে শীতল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং দিনের সেই ভয়াবহ তাপ মাটিতে চাপা পড়ে যায়। ফলে জীবনের অধিকারী সৃষ্ট জীব পুণরায় জীবনের আনন্দ অনুভব করে। এখন মরুভূমির এই বন্য পশুরা তাদের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে রাতের শীতল সাগরে নিজেদেরকে মগ্ন করে রেখেছে।

চার জন লোক হয়ত দিনের একটি অংশ কাটা ঝোপের পাশে বা ছোট পাহাড়ের ধারে বা এমনকি তাদের উটের পাশে গাদাগাদি করে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সূর্য তার প্রচণ্ডতার কিছু অংশ হারিয়ে ফেলার পর এবং সূর্যাস্তের লক্ষ্যে আকাশের নীচের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে নিম্নগামী হতে শুরু করার পর মুহাম্মদ এবং আবু তালিব একটা উটের উপর এবং ইবন উরিকাত ও আমীর অন্য একটা উটের পিঠে উঠে য়াছরিবের পথে যাত্রা শুরু করলেন। য়াছরিব যাওয়ার এই পথ চিহ্নিত হয়ে ছিল আকাশে, মাটিতে নয়; তারকাপুঞ্জের মধ্যে, পাথরের মধ্যে নয়। এ পথ কেবল মাত্র পথ প্রদর্শকের পক্ষেই চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল—অন্য কারও পক্ষে নয়।

ক্ষুদ্র এই মরুযাত্রীদল আট বার সূর্য ও চন্দ্রকে উঠতে ও অস্ত যেতে দেখেছে এবং প্রতিবারই তারা প্রত্যক্ষ করেছে চন্দ্র না উঠা পর্যন্ত রাতের

www.pathagar.com

বেশীর ভাগ অংশ গভীর অন্ধকারে ঢাকা। একই সাথে আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গীদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে এবং তা উজ্জলতায় পূর্ণ হয়েছে।

বনি সাহাম গোত্রের এলাকায় তাঁরা পৌঁছাবার পর গোত্র প্রধান তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। চার জন লোকের মন থেকে উদ্বিগ্ন দূর করে দিতে এবং তাঁদের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিতে এই সাদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। য়াছরিব থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত কু'বা নামক গ্রামটি এখান থেকে খুব দূরে ছিল না। বেশ কয়েকদিন ধরে সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিত য়াছরিবের ধর্মান্তরিত ও হিজরতকারী ব্যক্তিসহ কু'বা ও য়াছরিবে মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মক্কা-গামী রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। প্রতি দিন তারা তাল জাতীয় তরুবীথি তলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসে থাকত এবং রাস্তার দিকে আশাপূর্ণ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য এসে উপস্থিত হলে তারা বাড়ীতে ফিরে যেত। এই কয়দিনের মধ্যে তারা বেশ কয়েকবার দূর থেকে অশ্বারোহীদের আসতে দেখে তাদের উত্তেজনা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু বেশ দূর থেকেই তারা দেখতে পেয়েছে অশ্বারোহীরা অন্য পথিক। তাদের হিসাব মতে মহানবীর আগমন বিলম্বিত হয়েছে। এই বিলম্বের কারণ তাদের জানা ছিল না। তাই তারা উদ্বিগ্ন ও সন্দেহের মনে সময় অতিবাহিত করছিল।

অভ্যর্থনা দলের মধ্যে আসাদ বিন জুরারা, আমর বিন আউফ, উসা-য়েদ বিন হুদায়ের, কুলসুম বিন হাদাম এবং সাদ বিন' খুসিমা রাস্তার ধারে যতদূর পর্যন্ত গাছের ছায়া ছিল ততদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। সূর্যের তাপ অসহনীয় হওয়ার পর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসের বারই তারিখে দিগন্ত রেখা থেকে এক তীর পরি-মাণ উঁচুতে সূর্য উঠার পূর্বেই দূর থেকে একখণ্ড ধূলার মেঘ তাদের দৃষ্টি গোচর হলো।

অপেক্ষারত লোকরা তা দেখে বলল, "ইনিই আল্লাহর নবী।" কিন্তু পথিকরা নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেল যে, সেটা ছিল য়াছরিবমুখী আরববাসীদের একটি বড় মরুযাত্রী দল। ফলে তারা সূর্য মধ্য গগনে না যাওয়া পর্যন্ত এবং তাদের ছায়া ক্রমে মাটি থেকে বিলীন হয়ে না যাওয়া

www.pathagar.com

পর্যন্ত অপেক্ষা করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। গৃহে ফেরার পথে কুলসুম বিন হাদাম সাদ বিন খুসিমার সাথে কথা বললেনঃ

'আমাদের মধ্যে যদি ঝগড়া হয় তাহলে তা হবে খুবই দুঃখ জনক। আল্লাহর নবী আমাদের সাথে থাকবেন এতে আপনার মত আছে?'

এই ধরনের একটা প্রতিযোগিতা বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশ কিছু দিন থেকেই চলে আসছিল। প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ভাবে আশা করে ছিলেন যে, মহানবী তাঁর সাথেই থাকবেন।

উত্তরে সাদ বললেন, 'আমাদের বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে রেখেছি। যাহোক, তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ না করাই উত্তম এবং এ সম্পর্কে মহানবীকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তাঁকে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে দিন।'

অভ্যর্থনাকারী দল গৃহে প্রত্যাবর্তন করার অল্পক্ষণ পরেই দূর দিগন্তে দুটি উটকে দেখা গেল। তারা ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং খুব নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে য়াছরিবের একজন য়াহুদী শহরের একটা দেওয়ালের উপর উঠে চীৎকার করে বলতে শুরু করল, 'হে আরববাসী, ওহে আউস ও খযরয গোত্রের কাইলার পুত্রগণ, সুখ ও সৌভাগ্য তোমাদের উপর পতিত হয়েছে। তোমরা যে লোকটির জন্য অপেক্ষা করছিলে, তিনি এসেছেন।'

কয়েক মিনিট পর উট যাত্রীগণ এসে উপস্থিত হলেন এবং একটা গাছের নীচে উটের উপর থেকে অবতরণ করলেন। আল্লাহর নবী এসেছেন— এ সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল। হিজরতকারী এবং সাহায্যকারীগণ দ্রুত তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা ক্ষুদ্র দলটির দিকে এগিয়ে গেলেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী তারা প্রথমে মুহাম্মদ এবং তারপর আবু বকরের হাত চুম্বন করতে চাইল। কিন্তু মহানবী এই প্রথার প্রতি মনোযোগী না হয়ে যারা তাঁর হাতে চুম্বন দিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের কাছে থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। অভ্যর্থনা দলের সব কয়জন সদস্য মহানবীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল এবং অতঃপর তারা মহানবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। আউস গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী আওফ-এর পুত্র আমরের গোত্রের লোকজনও তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিল। সর্বমোট প্রায় এক'শ লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

'আল্লাহর নবী এসেছেন আল্লাহর নবী এসেছেন'---তারা চীৎকার করতে থাকল।

মহানবী কুলসুমের গৃহকে তাঁর বাসস্থান এবং সা'দ-এর গৃহকে অভ্যর্থনার স্থান হিসেবে পছন্দ করলেন। এ ভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও আগ্রহী সমর্থক দুই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করলেন। তাঁরা দুজনেই আল্লাহর নবীকে খেদমত করার সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

২

## দুই ধরনের সাহস

**'আল্লাহ আমার অন্তরে যে আস্থা ও দৈহিক সাহস দিয়েছিলেন তা আমার গত চব্বিশ বছরের জীবনে প্রত্যক্ষ করি নাই।'**

**—আলী**

য়াছরিব শহরের সম্ভবতঃ পাঁচ 'শ মুসলমান আল্লাহর নবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কু'বায় আসল এবং তেরই রবিউল আউয়াল তারা সা'দ-এর বাড়ীতে এসে জমায়েত হলো।

তাদের প্রত্যেকেই মুহাম্মদের বিকশিত উজ্জল মুখমণ্ডল, তাঁর শান্ত ও দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ কথা ও তাঁর চোখের তীক্ষ্ণতায় মন্ত্রমুগ্ধ হলো। সব কিছুর সমন্বয়ে তারা তাদের নিকট ও দূরবর্তী বন্ধু বান্ধব ও ভালবাসার লোকদের জন্য উত্তম সংবাদ বহণ করে নিয়ে গেল। মুহাম্মদ তাঁর অনুগত এই দলকে সাথে নিয়ে রানুনা উপত্যকায় গেলেন এবং সকল মুসলমানের সহায়তায় সেখানে তিনি প্রথম মসজিদের-আল্লাহর প্রথম ঘর—ভিত্তি স্থাপন করলেন।

তিনি নিজ হাতে কাজ করে তাঁর অনুসারীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি কিবলার দিক তথা প্রার্থনার দিক নির্দেশ করার জন্য নিজের হাতে প্রথম পাথর বসালেন। তাঁর অনুসারীরা লক্ষ্য করল যে, পাথর তুলতে তাঁর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু তারা যখন তাঁকে সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে এলো তিনি তাদের ভর্ৎসনা করলেন।

তিনি বললেন, 'আমাকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজের হাতে আরও পাথর নিয়ে এসো।' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা নিজের হাতে এবাদতের যে স্থানটি নির্মাণ করলেন সেটাই প্রথম মসজিদ এবং এই স্থানেই মুসলমানরা তাদের প্রথম নামাজ আদায় করেন। মহানবীর কু'বা ত্যাগ করার সামান্য

www.pathagar.com

পূর্বে আবু তালিবের পুত্র আলী মক্কা থেকে আগমন করেন। সাফ-এর গৃহে তিনি প্রবেশ করে দেখেন, জানালা, দরজা ও বড় উঠানটি লোকে পূর্ণ। তিনি মানুষের মধ্য দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন এবং কামরার পূর্ব কোণে বসা আল্লাহর নবীকে দেখতে পেলেন।

'আমার যুবক চাচাত ভাই-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'-- আল্লাহর নবী তাঁকে স্নেহ আলিঙ্গন করে বললেন,'তুমি কি সকল আমানত তাদের মালিকদের কাছে ফেরৎ দিয়েছ?'

আলী উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, ওহে আল্লাহর নবী। আমি নিজের হাতে করেই সব কিছু ফেরৎ দিয়েছি।'

আলী মক্কা থেকে পাঁয়ে হেটে কুবায় আসেন। তিনি সাধারণভাবে রাতে ভ্রমণ করেন, তবু দিনের বেলায়ও তিনি পথ অতিক্রম করেছেন। তাঁর পদদ্বয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল। মুহাম্মদ তাঁর পায়ের ক্ষত দেখলেন। যুবক আলীর আচরণ ও মুখায়বে পরিস্ফুটিত তাঁর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা দেখে তিনি গভীর ভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। আবেগে অভিভূত হয়ে তিনি আঙ্গুল দিয়ে তা আলতোভাবে মুছে ফেললেন, নিজের মুখের থু থু নিয়ে তিনি ক্ষত স্থানে মলমের মত করে লাগিয়ে দিলেন।

আলী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। আল্লাহর নবীর হাত চুম্বন করার সময় তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মহানবী তাঁকে মক্কার ঘটনা, কুরাইশদের কার্যকলাপ এবং তাঁর ভ্রমণের ক্লেশ ও অসুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অকপট ও আন্তরিকতার সাথে আলী এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তাঁদের চারপাশে বসেছিল মহানবীর অনুসারীরা। তারা তাদের কথা-বার্তা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিল; কখনও তারা আলীকে এবং কখনও তারা মহানবীকে নিরীক্ষণ করছিল। মহানবীকে যে সব তথ্য জানানোর প্রয়োজন ছিল আলীর বক্তব্যে তার সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আপনি যখন গৃহ ত্যাগ করেন", আলী বললেন, "আমি তখন আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। গৃহের চারপাশে তখন অস্ত্র সজ্জিত কুরাইশরা ছিল। কিন্তু তাদের কথা মনে হওয়ায় আমার মনে ভীতির উদ্রেক হলো না। আল্লাহ এ সময় আমার হৃদয়ে যে প্রশান্তি ও

www.pathagar.com

সাহস দিয়েছিলেন তা আমার চব্বিশ বছরের জীবনে কোনদিন অনুভব করি নাই। হঠাৎ অস্ত্রসজ্জিত লোকগুলো ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। তারা বিছানায় আমাকে দেখে অবাক হলো। তারা ক্রুদ্ধভাবে আমাকে আল্লাহর নবীর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি অত্যন্ত সাহসের সাথে তাদের প্রশ্নের জবাব দিলাম। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর ওপর। প্রধান চক্রান্তকারী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে রক্তপিপাসু ও অস্ত্রসজ্জিত ছোট এই দলটি আমার কাছে এমনই তুচ্ছ ও অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে হলো যে, আমি আমার তরবারি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম বলে মনে হলো। একমাত্র আল্লাহই আমাকে এই তেজস্বীতা প্রদান করেন এবং তাদেরকে আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলেন। আমার কাছ থেকে তীক্ষ্ণ এবং অনমনীয় জবাব পাওয়ার পর আবু সুফিয়ান তার জোয়ানদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সরাসরি আবু বকরের বাড়ীতে যাওয়ার নির্দেশ দিল। তারা নিশ্চিত ছিল যে, সেখানেই তারা মহানবীকে খুঁজে পাবে।"

শ্রোতাদের মুখে বিজয় ধ্বনি উচ্চারিত হলোঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।"

ক্ষণিক বিরতির পর আলী বললেন, "মক্কা শহরে এই মর্মে ঘোষণা জারী করা হলো, যে কেউ মুহাম্মদকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আনবে, তাকে এক'শ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। কুরাইশ প্রধানরা পরিষদ হলে মিটিং-এর আয়োজন করল। সুরাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনাকে ধরার কাজে এগিয়ে এলো। সকলেই নিশ্চিত ছিল যে, এই লোকটি তার দুর্ধর্ষ কালো ভৃত্যসহ আল্লাহর নবীকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হবে। কুরাইশ প্রধানরা আশা ও আনন্দে মেতে থাকল। কিন্তু তাদের আশার আলো কয়েক দিনের মধ্যেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। কয়েক দিন ও রাত মরুভূমিতে অবস্থান করে সুরাকা ফিরে এলো। সে তার ব্যর্থতার কথা যে ভাবে ব্যাখ্যা করল তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, সে যেন আল্লাহর নবীর একজন পক্ষভুক্ত লোক। কুরাইশ প্রধানদের ওপর জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। মূর্তি পূজার প্রতি তাদের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা অনুভব করে যে, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো-কচ্ছটায় তারা যেন ক্রমেই ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে।"

www.pathagar.com

আলীর এই বর্ণনায় শ্রোতারা বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত হলো। এমনকি মহানবীর নিজের মধ্যেও মোহাবিষ্টের মত অবস্থার সৃষ্টি হলো। আলী এই অবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি জানতেন ওহী আসার পূর্বে মহানবীর সব সময় এ ধরনের অবস্থা হয়। উথলে পড়া হৃদয়ের অবাধ্য আবেগ ও স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত চিন্তাধারার অবিরত সংঘাতে মুহাম্মদের মন উত্তেজনায় ভরে উঠল।

মুহাম্মদ তাঁর কালো তীক্ষ্ণ চোখ দুটো আকাশমুখী করে আবৃত্তি করলেনঃ "করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। যা কিছু আসমান সমূহে ও যা কিছু জমিনে আছে সকলেই আল্লাহর প্রশংসা করছে, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই, যিনি তোমাদের সৃজন করেছেন তথাপি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফির এবং কেউ কেউ মোমেন হয়েছে, কিন্তু তোমারা যা কিছু করে থাক আল্লাহ তা দেখছেন। তিনি আসমান সমূহ ও যমিনকে সঠিক ভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে (সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে) উত্তম করে গড়েছেন এবং তারই কাছে শেষকালে ফিরে যেতে হবে। আসমান সমূহ ও যমিনে যা আছে, তিনি তা জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর তা-ও জানেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্য অন্তরের কথাও জানেন। তোমাদের কাছে কি ঐ সব লোকের সংবাদ পৌঁছে নাই যারা পূর্বে কাফির হয়েছিল? ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কুফল আস্বাদন করেছিল, আর তাদের জন্য (আখেরাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও রয়েছে। ইহাও এজন্য যে, যখনই তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিলসহ উপস্থিত হত তখন তারা বলত, 'সে কী! মানুষ আমাদের ঠিক পথ দেখাবে?" অবশেষে তারা কাফের হলো ও মুখ ফিরাল আর আল্লাহও তাদের কোন পরোয়া করেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই অভাববিহীন, প্রশংসা ভাজন। যারা কাফের হয়েছে, তারা মনে করছে যে, তাদেরকে কখনও পুনরায় জীবিত করে উঠান হবে না। তুমি বল, 'হাঁ, নিশ্চয়ই আমার প্রভুর কছম। নিশ্চয়ই তোমাদের উঠান হবে, তৎপর তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করেছ তার সংবাদ তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আর তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। অতএব আল্লাহ, তাঁর রসূল আর আমি যে নূর (আলো) নাযিল করেছি তার ওপর ঈমান আন। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা অবশ্য অবগত আছেন। (স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন তিনি একত্রে

www.pathagar.com

জমা করার দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, উহাই হবে হার-জিতের (লাভ লোকসানের) দিন। আর যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তিনি তার সমস্ত গোনাহ দূর করে দেবেন এবং তাকে এমন বেহেশতে দাখিল করবেন যার নীচে দিয়ে নহরসকল বইছে, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তা-ই হবে মহা লাভ। কিন্তু যারা কাফির হয়েছে ও আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা গণ্য করছে তারা অবশ্যই দোজখের অধিবাসী, চিরকাল তথায় থাকবে। আর তা বড় মন্দ ঠিকানা। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ উপস্থিত হয় না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়েত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছু অবগত আছেন। আর তোমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চল ও রসূলের কথাও মেনে চল। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে আমার রসূলের কর্তব্য শুধু সংবাদকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে দেওয়া। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই, আর মোমেনগণ অবশ্যই জেনো, কেবলমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করে। (কুরআন ঃ ৬৪ ঃ ১—১৩)।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি মহানবীর আবেগভরা কণ্ঠে এমন ভাবে বাঙময় হয়ে উঠল যে, প্রত্যাদেশের অবস্থা প্রথম প্রত্যক্ষকারী লোক-গুলির মনে তা বিস্ময়কর ও গভীর রেখাপাত করল। তাদের মুখায়বে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো, যে লোকটি তাদের ভালবাসা, বিশ্বাস ও অনু-রাগের প্রতিনিধিত্ব করছে তার জন্য তারা তাদের রক্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। মহানবীর অনুগামীদের অভ্যর্থনার সমাপ্তি ঘটল আনন্দের মধ্য দিয়ে। যুবক আলীকে কাছে টেনে নিয়ে মুহাম্মদ বললেন,"আমি যে গৃহটি আমার আবাসস্থল করেছি, সেই গৃহে তুমিও থাকবে। এবং আগের মত তুমি সব সময় আমার কাছেই থাকবে।"

www.pathagar.com

৩

## প্রথম পবিত্রকরণ

"তোমরা সংযমী ও ধার্মিক হও। একজন মুসলমান অন্যের জন্য যে দোওয়া করতে পারে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে মহৎ।" —মুহাম্মদ

মুহাম্মদ কুবায় যে কয়েকদিন অবস্থান করেন, সেই ক'দিনের মধ্যে য়াছরিব ও তার আশপাশের এলাকায় এমন কোন মুসলমান ছিল না যারা তাঁর সাথে দেখা করে নাই। মহানবীর আগমনের সাথে অন্যান্য সকলের আগমন ও প্রস্থান ছোট এই শহরটার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা একটি বড় ঘটনা। সূরা তাগাবুন-এর আয়াতগুলি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল এবং তাদের অনেকেই এই সূরার অধিকাংশ আয়াত মুখস্ত করে ফেলল। বিশ্বাসীদের প্রধান অবলম্বন ছিল এই একটি মাত্র আয়াতঃ "যা কিছু আসমান সমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সকলেই আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছে; তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।" (৬৪ঃ ১)।

এই দিনগুলিতে মুসলমানদের প্রধান কাজ ছিল কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা। সন্ধ্যায় তারা সকলে মহানবীর চারপাশে বসে তাঁকে অতি ঘনিষ্টতায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। তাদের প্রশ্ন এই জগৎ ও পরবর্তী জগৎ নিয়েই আবর্তিত হত। জ্ঞানী য়াহূদীরাও মহানবীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করাবার জন্য প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে দিয়ে লোক পাঠাত। এই সব কারণে মহানবীর সময় কাটত অতি ব্যস্ততার মধ্যে। এ ভাবে কুবায় সময় অতি-বাহিত হওয়ার পর পঞ্চম দিনে শুক্রবার এসে উপস্থিত হলো। মহানবীর সাহাবীগণকে খবর দেওয়া হলো যে, সলিম গোত্রের জেলায় প্রসস্ত রানুনা উপত্যকায় উক্ত গোত্রের লোকদের দ্বারা নির্মীত মসজিদে মহানবী জুম্মার নামাজ পড়াবেন। সারাদিন ধরে সেখানে দলে দলে লোক গিয়ে উপস্থিত হলো।

www.pathagar.com

উপত্যকার এই মসজিদের চারপাশে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান সবাই এসে জমায়েত হলো। মহানবী কিভাবে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন এবং জুম্মার নামাজ পড়ান তা দেখার জন্য লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। দুপুর নাগাদ মহানবী তাঁর সাহাবীগণ সহ উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে তাঁর জন্য পূর্বেই একটি উচু স্থান নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথাগত নিয়ম এই যে, জুম্মার নামাজে মুসল্লিগণ ইমামকে অনুসরণ করেন এবং জোহরের নামাজের পরিবর্তে মাত্র দুই রাকাত নামাজ পড়া হয়। বাকী দুই রাকাত নামাজের পরিবর্তে ইমাম দুটি ভাষণ দেন। মহানবী জুম্মার নামাজ আদায় করার পর নির্মীত উঁচু স্থানের সোপানে আরোহণ করলেন। তিনি তাঁর প্রথম ভাষণ শুরু করার সাথে সাথে সর্বত্রই পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করল।

**"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নাম। স্রষ্টার প্রশংসা করা উত্তম। আমি তাঁরই ইবাদত করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি এবং তাঁরই করুণা প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে নির্দেশ কামনা করি, তাঁর প্রতি আমি ঈমান এনেছি, তাঁর কাছ থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব না এবং তাঁর কাছ থেকে যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর দাস ও বিনীত বাণী বাহক। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন লোককে পথ নির্দেশ ও তাদের অন্তরকে আলোকিত করার জন্য এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করার জন্য। যে সময় নবীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে, যে সময় জ্ঞান অন্তর্হিত হবে এবং লোক অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং যে সময় মানুষ নিয়তির দাসে পরিণত হবে সেই সময় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণকারী কেবল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে অনুগত নয় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংস হবে স্থায়ী এবং সে চিরদিন সংশয় ও হতাশার মধ্যে দিন অতিবাহিত করবে। আমি তোমাদের সংযমী ও ধার্মিক হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। এটাই সবচেয়ে বড় অনুরোধ যা একজন মুসলমান অন্যজনকে করতে পারে। সর্বদা পর জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য সে তাকে উৎসাহিত করতে পারে এবং সংযমী হওয়ার আহবান জানাতে পারে। আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন তা পরিত্যাগ কর। তোমাদের দেওয়ার মত এর চেয়ে বড় উপদেশ বা নিষেধ আমার আর কিছু নেই। এর চেয়ে আর কোন বড় উপদেশ নেই।**

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার কাজ সমাধা করে, তার কাছে সংযম সর্বোত্তম সাথী ও সহায়ক। পরজগতে যে যা কামনা করে তার সব কিছুই সংযম তাকে এনে দেবে। যে ব্যক্তি তার সকল কাজ ও চিন্তাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সমীপে উপস্থাপিত করে এবং সকল কাজের জন্য এক মাত্র আল্লাহরই সাহায্য কামনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পার্থিব বিষয়ে এবং মৃত্যুর পর পরজগতে সফলতা লাভ করবে। সে সময় কোন লোক তার জন্য আয়োজিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করে দেখবে যে তার জন্য স্বর্গীয় সম্পদেরই আয়োজন করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর। একথা মনে রেখো যে, তিনি তাঁর দাসদের প্রতি দয়ালু এবং তাঁর কথা সত্য। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করা হবে এবং তার মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকবে না। এসব সেই মহান স্রষ্টার বাক্য যাঁর কাছে কোন বাক্যই পরিবর্তিত হবে না এবং যিনি তাঁর দাসদের প্রতি কখনই অন্যায় করেন না। ওহে জনগণ! তোমরা তোমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল গোপন বা প্রকাশ্য কাজে সংযমী হও। যে ব্যক্তি সংযমী, আল্লাহ তাঁর সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাঁর পুরস্কার বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে সংযমী ব্যক্তি তার হৃদয়ের সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভ করবে। সংযম তোমাকে ক্রোধ এবং আল্লাহর অভিশাপ ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবে। সংযম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং একজন মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে বাড়িয়ে দেবে। তোমার ভরণ পোষণের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ভোগ কর এবং বাহুল্য ব্যয় ত্যাগ কর। আল্লাহ তাঁর কিতাব সম্পর্কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর পথে চলার জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন সদয় তেমনি তুমিও সদয় হও। তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের মুসলমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। যারা ধ্বংসের যোগ্য তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা বেঁচে থাকার যোগ্য তারা বেঁচে থাকবে। তিনি সকল শক্তির আধার। তোমার মনে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখবে এবং তোমার ভবিষ্যতের জন্য কাজ করবে। যে ব্যক্তি তার সকল কিছুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আল্লাহর আশ্রয় লাভ করবে। কারণ আল্লাহ মানুষের কাজের বিচার করেন এবং সে আল্লাহর

www.pathagar.com

কাজের বিচার করে না। সকল মানুষ তাঁর অধীন কিন্তু তিনি তাদের অধীন নন। সকল মহত্ত্ব আল্লাহরই এবং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।" এই ভাষণের সময় এমন এক নীরবতা বিরাজিত ছিল যা আরববাসীদের কাছে ছিল অবিদিত। পরে বিশ্বাসীরা তাদের পরিবারবর্গ ও বন্ধু বান্ধবদের কাছে এই দিনের ঘটনা বিবৃত করার সময় একটি মন্তব্য করেঃ

"আজ মহানবী তাঁর ভাষণ ও জুম্মার নামাজের মাধ্যমে আমাদের অতীত মূল্যহীন কাজ সমূহকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন এবং ঝরণার পানি দিয়ে তা ধুয়ে দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

# ৪

## আমার গৃহ, ইবাদত ও স্থায়ী বিশ্রামের স্থান

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এমন একটি শহর থেকে বের করে এনেছ যে শহরটি আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়। এখন তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমাকে তুমি এমন একটি শহরে আমার বাসস্থান করে দাও যে শহরটি তোমার কাছে সকল শহরের চেয়ে প্রিয়।"

—মুহাম্মদ

প্রথম জুম্মার নামাজ আদায় করার এবং কু'বা মসজিদে ভাষণ দেওয়ার পর মহানবী তাঁর সাহাবীগণকে ঐ দিন বিকেলে সফরের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বললেন। ১৬ই রবিউল আউয়ালের সূর্যাস্তের তিন ঘন্টা পূর্বে মহানবী তাঁর উট কাসওয়ায় আরোহণ করে য়াছরিবের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর কয়েক শত নারী পুরুষ অনুসারী কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে এবং অনেকে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করল।

আমর বিন আউফ গোত্রের সদস্যরা সর্বদাই এই আশা পোষণ করে যে, মহানবী তাদের কাছেই অবস্থান করবেন। সেজন্য তারা মহানবীর উটের সামনে এমন ভাবে ভীড় জমালো যেন উট থেমে যেতে বাধ্য হয়।

"ওহে আল্লাহ্র নবী, আপনি কি আমাদের মাঝে অবস্থান করে অস্বস্তি বোধ করছেন অথবা আপনি কি আমাদের চেয়ে অন্য কোন উত্তম বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছেন?"—তারা জিজ্ঞাসা করল।

মহানবী উত্তর দিলেন, "আমাকে এমন একটা শহরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে শহরটি অন্যান্য সকল শহরের উপর [illegible] করবে এবং সকল শহর সেই শহরের প্রতি অনুগত থাকবে।"

অতঃপর তিনি তাঁর হাতের ডালিম গাছের ডালটি দিয়ে উটের ঘাড়ে মৃদু স্পর্শ করলেন এবং লাগামে টান দিলেন।

www.pathagar.com

আমর গোত্রের প্রধান তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে দিলেন এবং খোলা রাস্তা পেয়ে উট সম্মুখ পানে যাত্রা শুরু করল। তাঁর পেছনে ছিল এক বিরাট জনতা। অশ্বারোহী ও মানুষের ভীড়ে ঘোড়াগুলি উত্তেজনায় মৃদু হ্রেষাধ্বনি করছিল এবং অশ্বারোহীদের হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ঘোড়ার মুখে প্রবিষ্ট লাগামের অংশের সাথে সংযুক্ত রশির বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। আরববাসীরা সাধারণত তাদের উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার মুখে লৌহযুক্ত লাগাম ব্যবহার করত না।

উট ও অশ্বারোহী এবং পায়ে হেটে চলা মানুষের প্রবাহ মহানবীকে অনুসরণ করে চলছিল। তারা মনে করছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সৈন্য বাহিনী। তাদের মধ্যে ছোট বড় সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তাদের নেতা স্বর্গীয় এবং তিনি অপরিজ্ঞাত জগৎ ও আল্লাহর বিশ্ব সরাসরি দেখতে পারেন। তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন, তাঁর কথা শোনেন এবং শোনা কথা মানুষের কাছে বলেন। তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। এর বিনিময়ে তারা তাদের উভয় জগতকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছে। তারা বিশ্বাস করেছে যে, তাদের ঈমান তাদেরকে অপার্থিব জগতে সুখ ও আনন্দ নিশ্চিত করবে। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে অপার্থিব জগতের অধিকর্তা তাদের নেতার বন্ধু এবং তিনি তাদের শান্তিপূর্ণ অপার্থিব জগত নিশ্চিত করবেন। তাদের কাছে তাই অপার্থিব জগতের জন্য পার্থিব জগতের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করা লাভজনক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

কুবা থেকে য়াছরিব ঘোড়ায় চড়ে যেতে সময় লাগে পৌনে এক ঘন্টা। শহরের দক্ষিণে কুবা অবস্থিত এবং এর মধ্যে রয়েছে রানুনা উপত্যকা। কুবা থেকে য়াছরিব যাওয়ার রাস্তার দু'ধারে ছিল বহু বাগান ও শাখাহীন বৃক্ষকুঞ্জ। এসব বাগানে পানি সেচের সুবিধার জন্য মাটির দেয়াল ছিল। এই এলাকার মাটি কিছুটা লবণাক্ত হলেও এখানে খেজুর গাছ ভাল জন্মে এবং উৎপাদিত ফলও হয় মিষ্টি।

বেশ কয়েক জন কৃষক খেজুর সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের কোমর ও গাছের সাথে চওড়া চামড়ার বেল্ট বাঁধা ছিল। তারা খেজুর সংগ্রহ করে তা তাদের সামনে দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা আয়তাকার ঝুড়ির মধ্যে রাখছিল। এ সময় তারা মহানবী ও তাঁর অনুসরণকারী আল্লাহর সৈন্যবাহিনীর মত বিরাট জনতাকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে অনেকে

www.pathagar.com

জনতার মধ্যে খেজুর ছুড়ে দিল এবং অনেকে খেজুরের আশ খেয়ে শুধু আঁটি ছুড়ে মারল। তাদের মধ্যে একজন খুব দ্রুত গাছ থেকে নেমে দৌড়ে গলিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। অন্যান্য কৃষকের শরীরের কর্কশ চামড়া ও রৌদ্রে পোড়া রঙের চেয়ে এই লোকটার গায়ের রং ছিল ফ্যাকাশে। তার চেহারা ছিল আরববাসীর মত। বাগানের গেটে সে পৌঁছানোর পর দূর থেকে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী একজন বৃদ্ধ তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"সালমান, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"তারা যাকে আল্লাহর নবী বলছে আমি সেই লোকটার কাছে যাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা জানাবার জন্য।"

"এখানে এসো, সালমান।"

সালমান ফিরে বৃদ্ধ লোকটার দিকে গেলেন। নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথেই বৃদ্ধ লোকটি তার কানে একটা চড় মারল, "এসব কথায় তোমার কোন কাজ নেই। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।"

সালমান তার আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। এমন কি তিনি এই নির্দয় ব্যবহারের কোন প্রতিবাদও করতে পারলেন না। কারণ সে যুগে ভৃত্য ও ক্রীতদাসরা তাদের মনিবদের সাথে বাদানুবাদ করতে পারত না। তিনি নীরব রইলেন কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণভাবে আলোকিত। তিনি মনে মনে বললেন,"নিশ্চয়ই আমি সুযোগ বুঝে এই মহৎ লোকটির সকাশে যাব যিনি আমার অন্তরকে আলোকিত করেছেন এবং আমার আবেগকে বেগবান করেছেন।" এই চিন্তা তাঁকে মনিবের ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার ধৈর্যের সাথে সহ্য করার সহায়ক হলো এবং তিনি নীরবে কাজে ফিরে গেলেন।

এই সময় কয়েকদিন ধরে মক্কা থেকে মহানবীর আসন্ন আগমন নিয়ে শহরে বেশ গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং য়াছরিব শহরের আশে-পাশের গ্রামে অধিবাসী ও বাগানের লোকজনদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। প্রত্যেকেই তাঁর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছিল।

বিশ্বাসী মরুযাত্রীদল য়াছরিবের দিকে যাত্রা শুরু করলে প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে খবরটা জানিয়ে দিল যে আল্লাহর নবী আগমন করছেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের বাইরে যাওয়া উচিত। মরুযাত্রী দলের নেতৃত্বে ছিল মহানবীর উট। উটের লাগাম ধরার জন্য সবাই সচেষ্ট হওয়ায় উটটি বস্তুতঃ আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হলো। সকল কৃষক



www.pathagar.com

নারী ও পুরুষ তাদের বাগানের ফটকে চলে আসল, তারা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে মাটির দেওয়ালের উপরে বসিয়ে দিল যেন তারা মহানবীকে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেই আল্লাহর নবীকে দেখতে চায়। মহানবীর অনুসারীদের কথা মোতাবেক তারা তাঁর মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা দু'চোখ ভরে দেখতে চায়। এই জেলার জনগণ মহানবী ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনেক অস্পষ্ট গল্প শুনেছিল। অর্ধ বর্বর এই লোকগুলি জীবনে আশা বা সাফল্যের মুখ দেখেনি। সে কারণে তাদের দৃষ্টিতে নতুন কিছু আসলেই তারা আশান্বিত হয়ে উঠত। সাম্প্রতিক কালে তাদের গোচরীভূত হয় ইসলাম ধর্ম। এই ধর্ম তাদের এই মর্মে আশান্বিত করে যে, কৃষ্ণ দাসরা মুক্তি পাবে এবং গরীবরা দারিদ্র ও হতভাগ্য জীবন থেকে মুক্তি লাভ করবে। ধনীদের ধনসম্পদ নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে, পরবর্তী জীবনেও তারা বেহেশতে স্থান পাবে —বেহেশতে থাকবে মৃদুমন্দ বাতাস, সুমিষ্ট ফল, শীতল পানি, প্রবহমান নদী, দুধ ও মধু।

কু'বা থেকে সারা পথ এবং বাগানের ফটকগুলিতে বিভিন্ন গোত্রের গোত্র প্রধানগণ তাদের যুবক যোদ্ধাগণসহ দাঁড়িয়েছিলেন। একের পর এক তাঁরা মহানবীর উটের রশি ধরেন আন্তরিকতার সাথে।

"হে আল্লাহর নবী"—তারা বললেন, "আপনি আমাদের মাঝে অবস্থান করুন। আমরা আপনাকে যোদ্ধা সরবরাহ করব, আমরা আপনাকে ধন সম্পদ দেব এবং আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেব।"

"উটকে তার আপন ইচ্ছায় চলতে দাও"—মহানবী বললেন, "সে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

মহানবীর আগমন পথে বসবাসকারী পাঁচটি গোত্রের প্রত্যেক গোত্রই তাঁকে পাঁচবার থামালো। এই গোত্রগুলি হলো—সালিম, বায়াজা, সাঈদা, হারিছ এবং আদ-ই। প্রত্যেক গোত্রই মহানবীকে উট থেকে অবতরণ করার এবং তাদের মাঝে অবস্থান করার আবেদন জানালো। মহানবী তাদেরকে একই জবাব দিলেন।

ইত্যবসরে মহানবীর উট কাসওয়া মাথা উঁচু রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো লোকগুলো তাঁকে সাদর অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল

www.pathagar.com

এবং বার বার একই কথার প্রতিধ্বনি করছিল "আপনার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।" এর উত্তরে মহানবীর ঠোঁটে মৃদু হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

জনতার মিছিল ক্রমান্বয়ে শহরের নিকটবর্তী হলো। আল্লাহর নবীর কথা-নুযায়ী সকল সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ এই শহরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কম করে হলেও সত্তর ধরনের খেজুর জন্মে। শহরটি তখনও য়াছরিব নামে পরিচিত ছিল। মহানবী তথায় হিজরত করার পর এর নাম হয় মদীনাতুন্নবী—নবীর শহর। য়াছরিব শহরটি ছিল সমতল ভূমির ওপর অবস্থিত এবং তা ছিল দু'টি অংশে বিভক্ত। দু'ই অংশের মধ্যে দক্ষিণাংশ ছিল উত্তরাংশ অপেক্ষা নীচু। দক্ষিণাংশ ছিল কু'বা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তরাংশ ছিল ওহুদ পর্যত পর্যন্ত বিস্তৃত। কু'বা থেকে ওহুদ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় দশ মাইল।

শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল কালো পাথর মিশ্রিত হারা'র অনুর্বর ভূমি। কিন্তু শহরের পূর্বাংশে অনুর্বর ভূমি ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। শহর ও অনুর্বর ভূমির মধ্যবর্তী অংশে ছিল উর্বর ভূমি। শহরের পূর্ব দিকে প্রথম সীমানা ছিল কালো পাথরের সারি। যত দূর চোখ যায়, দক্ষিণ দিক ছিল মরুভূমি। এই শহরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে পর্যাপ্ত পানি ছিল। শহরটির সব পানির প্রবাহ দক্ষিণ এবং হারার দিক থেকে প্রবহমান ছিল এবং সব প্রবাহ এক সাথে মিলিত হয় শহরের উত্তরে অবস্থিত জারগাবা জেলায়। বর্ষাকালে পানির স্রোত বন্যার রূপ পরিগ্রহ করত এবং মানাখা অঞ্চলে তা হ্রদ-এ পরিণত হত। য়াছরিবের আশেপাশে বহু পানির স্রোত ছিল এবং এসব পানি ভূমি ও বাগানে সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। শহরের চারপাশে একটি পুরাতন দেওয়াল ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় তা সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শহরের অভ্যন্তরে আনবেরিয়া অঞ্চল ছিল এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এই এলাকাটি সংরক্ষিত ছিল উটের চারণ ভূমি এবং তাদের ভরণ পোষণের ভূমি হিসেবে। ঐতিহ্যগতভাবে এলাকাটি ইবাদতের স্থান তথা 'মুসাল্লা' হিসেবে সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে 'সত্তর ধরনের খেজুরের শহর'র-এর অনুরূপ অনেক কাহিনী এই শহর সম্পর্কে প্রচলিত হয়। হিজরতের পর এই শহরের কমপক্ষে উনত্রিশটি নাম দেওয়া হয় যার প্রতিটি

www.pathagar.com

নামেরই অর্থ ভিন্ন। 'সকল শহরের ভক্ষক', 'শহরের প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যের অধিকারীর ধ্বংসকারী' ইত্যাদি নামেও একে অভিহিত করা হত। এই শহর সম্পর্কে একথাও বলা হত যে, কর্মকার যেমন হাপরে লোহা দিয়ে লোহাকে খাঁটি করে নেয় তেমনি এই শহর মানুষের মন্দ ও অসৎ মনোবৃত্তিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

মহানবী এই শহরকে অভিহিত করেন প্রীতিকর ও মনোরম শহর বলে। কারণ এখানে যাঁরা অবস্থান করেছেন, তাঁরাই এর সুমিষ্টতায় প্রীতি লাভ করেছেন। এর আবহাওয়া সব সময় নির্মল ও সতেজ এবং এখানে কখনও মহামারী বা সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটে নাই। এখানে কোনদিন কুষ্ঠরোগ দেখা যায় নাই। কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে, এখানকার মাটি এই রোগের নিরাময়ক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোক মুখে প্রচলিত এসব কাহিনী যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবু মহানবী শেষবারের মত মক্কা ত্যাগ করার সময় যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন তা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। মক্কা শহরকে পশ্চাতে রেখে য়াছরিবের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ

"হে আল্লাহ, আপনি এমন একটা শহরে থেকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন যা আমার কাছে সব শহরের চেয়ে প্রিয়। এখন আমার প্রার্থনা, আপনি এমন একটা শহরে আমার বসবাসের স্থান করে দিন যা আপনার কাছে সব শহরের চেয়ে প্রিয়।"

আল্লাহর পছন্দ করা শহর হলো য়াছরিব। পাঁচ মাইল বা তদূর্ধ ব্যবধানে শহরটি সুবজ ও পত্রবিশিষ্ট বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সময়ে এই শহরে তিনটি প্রসিদ্ধ গোত্র বাস করত। এর মধ্যে আউস ও খযরজ গোত্রের পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন ইয়েমেন থেকে। তৃতীয় গোত্রের লোকেরা ছিল য়াহুদী এবং তারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বসবাস করত। য়াহুদীরা ছিল বিভিন্ন উপগোত্রে বিভিক্ত এবং তারা অপর দুই সমন্বিত গোত্রের তুলনায় ছিল সংখ্যালঘিষ্ট। তবে সম্পদ, সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে তাদের প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। আরবের এই গোত্র দু'টি বাহ্যিকভাবে য়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু য়াহুদীদের প্ররোচনায় উভয় গোত্রের মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের পর তারা অনুরূপ চক্রান্ত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। আকাবায় যখন তারা

www.pathagar.com

মুহাম্মদের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে এবং তাঁকে য়াছরিবে আসার আমন্ত্রণ জানায় তখন তাদের মনে সম্ভবতঃ য়াহুদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করার একটা বাসনাও ছিল।

মুহাম্মদের সাথে এই চুক্তি সম্পর্কে য়াহুদীরা অবহিত ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকেই এই স্মরণীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মানসে জন সমুদ্রে মিশে যায়।

সাহাবীসহ মুহাম্মদ যখন য়াছরিবের গলি পথে ঢুকলেন তখন বা'রিদ গোত্রের এক গোত্র প্রধান তাঁর মাথার পাগড়ী খুলে একটা বল্লমে বেঁধে তা মহানবীর উটের সামনে উঁচু করে ধরলেন। তাঁর হয়ত ইচ্ছা ছিল না যে, মহানবী কোন পতাকা ছাড়াই সামনের দিকে অগ্রসর হোক। এভাবে তিনি জনগণের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন যে, ইনিই মহানবী। উটে আরোহনকারী ও পায়ে হেঁটে অগ্রসারমান সাহাবীগণও তাঁদের মাথার ওপর খোলা তরবারী ঘোরাতে থাকেন এবং বললেন, "আমরা আল্লাহর নবীকে রক্ষা করব।" তাঁরা মহানবীর মাথার ওপর তাল ও খেজুর পাতার একটি চাদোয়াও ধরে রাখলেন।

শহরের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মিছিলের পরিধিও বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে মুহাম্মদ য়াছরিবের অপ্রশস্ত গলি পথের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। আশে-পাশের বাড়ী-ঘরের জানালা ও ছাদে দর্শকের ভীড়। বিশেষ করে গরীব ও দুঃস্থদের এমনকি অমুসলিমদের জন্য এটা ছিল একটা আনন্দঘন প্রত্যাশা। এ ঘটনা তাদের কাছে নতুন আশা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের বারতা নিয়ে আসে। বলা হয়ে থাকে যে, মহানবী শহরে পদার্পন করার সাথে সাথে শহরের প্রতিটি এলাকা এক অদ্ভুত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালো চোখ ও ফর্সা রং-এর মেয়েরা ছাদের ওপর ছুটে গিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে শুরু করলঃ

উদিত হয়েছে চাঁদ
বি'দা পর্বতের উপত্যকা থেকে,
যতদিন মানুষ ইবাদত করবে আল্লাকে
ততদিন পর্যন্ত তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

www.pathagar.com

ছাদের ওপর ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি অনতিবিলম্বে এই গানের সুর ও কথার প্রতিধ্বনি করল এবং তারা এক সংগে তা সুর করে গাইতে শুরু করল।

মহানবীর উট কাসওয়া তখনও দৃঢ় পদক্ষেপে এবং রাস্তায়, ছাদের ওপর ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে সম্ভ্রমের সাথে মাথা উঁচু করে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছিল। উটের ওপর যিনি বসেছিলেন তাঁর দু'হাত এবং মাথার ভঙ্গিতে জনগণের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটছিল।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, কিভাবে য়াছরিবের প্রধান প্রধান গোত্রগুলির গোত্র প্রধানগণ ক্রমান্বয়ে মহানবীর উট থামিয়ে তাঁকে তাদের মাঝে অবস্থান করার প্রার্থনা জানিয়েছিল।

"আমরা আমাদের জনসংখ্যা সম্পদ ও যোদ্ধাদের দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব।"

কিন্তু প্রতিবারই মহানবী উত্তর দেনঃ 'উটকে তার নিজের ইচ্ছার পথ চলতে দাও, সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে।'

এমনকি আদী'র পুত্রগণের বাড়ীর সামনে, যারা মহানবীর চাচা ছিলেন, তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেও তিনি একই জবাব দেন। ফলে উটটি মালিক বিন নজ্জার-এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত পথ চলতে থাকে। এখানে উপস্থিত হওয়ার পর কাসওয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল এবং অতঃপর সামনের পায়ের হাটু ভেঙ্গে বসতে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে পুনরায় আগের স্থানে ফিরে আসল। এ সময় সে হাটু ভেঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

মুহাম্মদ উটের ওপর থেকে অবতরণ করে চারবার এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেনঃ

"হে আল্লাহ, আমাকে এমন একটি গৃহে বিশ্রামের স্থান করে দিন যে গৃহ আপনার রহমত প্রাপ্ত, কারণ আপনিই মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম।" তারপর তিনি নিকটবর্তী গৃহের দিকে হেঁটে গেলেন। এই গৃহের মালিক হলেন আবু আইউব। আবু আইউব মহানবীর জিন তুলে নিয়ে নিজের ঘাড়ে চাপালেন এবং নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ভূমিখণ্ডটি কি তোমার?"

www.pathagar.com

আবূ আইউব উত্তর দিলেন, "এখানে একটি খেজুরের গুদাম আছে। এর মালিক দুটি এতিম শিশু। নাম সাহল ও সুহায়েল। তারা আমার অভিভাবকত্বে আছে।"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, "এটাই হবে আমার গৃহ, আমার ইবাদতের স্থান এবং আমার চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান।" এবং পরবর্তীকালে তা-ই হয়েছিল। এখানে মহানবী একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর স্থায়ী বিশ্রামের স্থান হয় এবং যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের তীর্থস্থানের মধ্যমণি হিসেবে বিরাজিত রয়েছে।

www.pathagar.com

৫

## 'বল, ওহে সালমান'

"হে নবী, আমি সত্যের আলোর সন্ধানে আমার দেশ থেকে এই শহরে এসেছি। আমি আপনার মধ্যে এবং আপনার কথায় সত্যের জ্যোতি লক্ষ্য করেছি। আপনি আমার কাহিনী শুনুন। . . .

— সালমান, দি পারশিয়ান

আবু আইউবের গৃহটি ছিল দ্বিতল। মুহাম্মদ নীচের তলা পছন্দ করে-নিলেন। আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী মহানবীকে উপর তলায় থাকার অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, মহানবী নীচের তলায় থাকবেন এবং তাঁরা উপর তলায় থাকবেন, এটা অন্যায়। কিন্তু মহানবী তাঁদের কথায় সম্মত হলেন না।

রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত আবু আইউবের গৃহে বহুলোকের আনাগোনা চলতে থাকল। মহানবী খেজুরের গুদাম হিসেবে পরিচিত ভূমিখণ্ডটি ক্রয় করার এবং তার ওপর একটি আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন এবং দান হিসেবে ভূমিখণ্ডটি নিতে তাঁর অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন আর সে কারণে পাঁচ দিনার দিয়ে ভূমিখণ্ডটুকু কিনে নিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণ উক্ত ভূমিখণ্ডের ওপর গিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। মুহাম্মদ নিজে কিবলা'র দেওয়া-লের রেখা ঠিক করে দিলেন এবং অন্যেরা সকলে উক্ত দেওয়ালের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন। মহানবী তাঁর নিজের জামায় করে উক্ত দেওয়ালের জন্য ইট ও পাথর বহন করে আনেন। মাত্র কিছুদিন আগে আগত পাঁচ'শ জন শক্তিশালী হিজরতকারী এবং মদীনার সাহায্যকারীগণ তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সমর্থক ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট এক হাজারে। তাঁরা

www.pathagar.com

সবাই এক সাথে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করলেন। একজন ইট তৈরী করছেন, অন্যজন পাথর নিয়ে আসছেন, অপরজন কাদা মিশিয়ে দিচ্ছেন এবং অন্যরা দেওয়াল নির্মাণ করছেন। আল্লাহর প্রশংসাসূচক গান গেয়ে তাঁরা তাঁদের উৎসাহ পাচ্ছিলেন। অনেক লোক তাদের কাজ দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত তারাও কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কবিতা গানের সুরে গেয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল ঃ "আমরা বসে থাকব এবং মহানবী একাকী কাজ করবেন—এটা আমাদের জন্য অসম্মান ও লজ্জাজনক। যারা মসজিদ নির্মাণে কষ্ট স্বীকার করছে এবং ধূলি ও ময়লার ভয়ে যারা কাজ করছে না তারা এক নয়। আমাদের জন্য পরজগতের সুখ ও শান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। হিজরতকারী এবং সাহায্যকারীগণের প্রতি আল্লাহ দয়াবান ও সহানুভূতিশীল।"

নির্মীয়মান মসজিদের প্রশস্ত এলাকায় কাজ করার সময় কর্মরত লোকগুলি এই ধরনের গান গাইতেন। সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত তাঁরা দিনের পর দিন গভীর ভালবাসা ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে থাকেন। আম্মার বিন য়াছির-এর কাজ ছিল দেওয়ালের কাছে ইট বহন করে আনা। একদিন তাঁর ঘাড়ে এমন বেশী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁর পক্ষে বোঝা বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঐ রাতে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর নবী, লোকগুলি আমাকে মেরে ফেলবে। তারা নিজেরা যা বহন করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী বোঝা তারা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে।"

আল্লাহর নবী তাঁর কাজ বন্ধ না করেই কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললেন, "আম্মার, তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এ লোকগুলি তোমাকে মেরে ফেলবে না। তোমার মৃত্যু হবে বিভ্রান্ত ও বিদ্রোহী লোকদের হাতে।"

প্রতিদিনই নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহের মধ্যে কাজ চলতে থাকল। মুহাম্মদই সকালে সবার আগে কর্মস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সবার শেষে রাতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরে তিনি সেখানে বিভিন্ন লোকের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং অতঃপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আবু আইউবের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। মাঝে মাঝে আবু আইউব মহানবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অন্যদের নানা কথা শোনাতেন।

www.pathagar.com

"এক রাতে," তিনি বললেন, "আমাদের ঘরের কোণায় রাখা বড় কলসীটায় আঘাত লাগে এবং তা ভেঙ্গে যায়। আমাদের কামরায় কলসীর পানি ছড়িয়ে পড়ে। আমি ও আমার স্ত্রী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমরা একটা বড় কম্বল নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করি যেন পানি চুইয়ে মহানবীর কামরায় গিয়ে না পড়ে।"

আবু আইউবের স্ত্রী নিজের হাতে মহানবীর খাবার রান্না করতেন। এ খাবার ছিল অতি সাধারণ—গুশ্‌ত, ভাত, দুধ, মধু, মাখন এবং দুধ। প্রত্যেক রাতে তিনি একটি থালায় করে মহানবীর খাবার নিয়ে নীচের তলায় আসতেন। মহানবীর খাওয়ার পর থালায় যা অবশিষ্ট থাকত, আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী তা আহার করতেন এই ভেবে যে, তাঁরা মহানবীর আশীর্বাদের অংশীদার হচ্ছেন। এক রাতে উম্মে আইউব গুশত্‌কে সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য তাতে কিছুটা রসুন দেন। সেই রাতে মহানবীর সব খাবার ফেরত দেওয়া হলো। আবু আইউব খুব ব্যথিত হয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বললেন। তাঁরা উভয়ে অনতিবিলম্বে নীচের তলায় নেমে আসলেন। তাঁরা বললেন,"হে আল্লাহর নবী, কি ত্রুটি হয়েছে যে আপনি রাতের খাদ্য গ্রহণ করেন নাই?"

মহানবী বললেন, "আমি খাবারের মধ্যে রসুনের গন্ধ পেয়েছি। আমি খাবার খেতে ইতস্ততঃ করেছি একারণে যে, লোকেরা তাদের দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের কথা বলার জন্য আমার নিকটবর্তী হয় এবং যখন তারা আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে কথা বলবে তারা তখন এই গন্ধে নিশ্চয়ই অস্বস্থি বোধ করবে। এ কারণে আমি খাবার খাই নাই। কিন্তু তোমাদের তা না খাওয়ার কোন কারণ নেই।"

শীঘ্রই মসজিদের দেওয়াল ক্রমে ক্রমে উঁচু হতে থাকল। প্রতি রাতে মহানবী দেওয়াল ঘেরা মসজিদের উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে লোকজনের সাথে দেখা করে কথা বলতেন। দিক চক্রবালে সূর্য ডোবার সামান্য পূর্বে মুসলমানরা তাঁদের কাজ বন্ধ করে দিয়ে মসজিদের মাঝখানে খননকৃত কূয়ার পানিতে হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে নিতেন এবং মসজিদের পশ্চিম পার্শে মহানবীর বসার জন্য স্থানের চারপাশে তাঁরা গোলাকার হয়ে বসতেন। প্রতি রাতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হত। তাঁরা মহানবীর কথা শুনতেন এবং তাঁর কাছে তাঁদের আশা আকাংখা ও উদ্বেগের কথা

www.pathagar.com

নিবেদন করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা মহানবীর জনৈক সাহাবীর উচ্চ কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ শুনতেন। অতঃপর মহানবী আবু আইউবের গৃহে বিশ্রামের জন্য যেতেন এবং অন্যেরা নিজ নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করতেন।

এক সন্ধ্যায় আগের মত মুসলমানরা তাদের কাজ বন্ধ করে মহানবীর চার পাশে সমবেত হওয়ার পর একজন বৃদ্ধলোক তাদের সাথে যোগ দেন। তাঁর গায়ের রং ফর্সা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তাঁর কথার উচ্চারণভঙ্গী একজন বিদেশীর মত। মহানবীর মদীনায় আগমনের পর এই লোকটি বহুবার এই সমাবেশে যোগ দিয়ে মহানবীকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। মহানবীর একজন সাহাবী জানান যে, তিনি তাঁকে কু'বায়ও একবার দেখেছেন। লোকটি ঐ সন্ধ্যায় তাঁর প্রথানুযায়ী বুকের ওপর হাত রেখে মহানবীর কাছে বসে পড়েন। মহানবী যা বলছিলেন এবং করছিলেন তা তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনছিলেন এবং লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর কাছে অন্যরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন তা-ও তিনি গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। কুরআন পাঠক তাঁর কুরআন পাঠ শুরু করলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠ উচ্চকিত হওয়ার পর মহানবী তাঁর মাথা নত করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অন্যরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কী ? ইহা আল্লাহর প্রজ্জলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয় তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (কুরআন-১০৪ঃ ১-৯)

শেষ বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে কেউ কোন কথা বলার পূর্বেই বিদেশী লোকটি উঠে সোজা মহানবীর কাছে গেলেন। রুক্ষ মরু-ভূমির আরববাসীদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে হাঁটু ভেঙ্গে মহানবীর সামনে বসে তিনি তাঁর হাঁটুতে চুম্বন দিলেন। মহানবী তাঁর মাথায় আদরের সাথে হাত রাখলেন।

"হে আল্লাহর নবী," বিদেশী লোকটি বললেন, "আপনার কাছে একটা আবেদন আছে। কিন্তু প্রথমেই আমাকে বলুন, কিভাবে আপনার ভাষায় ঈমানের দু'টি স্বীকৃতি করতে হয়।"

www.pathagar.com

মহানবী দু'টি স্বীকৃতি ঘোষণা করলেন এবং বিদেশী লোকটি তাঁকে অনুসরণ করলেন। "ওহে আল্লাহর নবী, আমার নাম সালমান; আমি পারস্যের অধিবাসী। আমি নিজের দেশ ছেড়ে এই শহরে এসেছি সত্যের জ্যোতির অনুসন্ধানে। আমি আপনার মধ্যে এবং আপনার কথায় সত্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আপনার কাছে আমার কথা বলার অনুমতি দিন।"

সদয়ভাবে মুহাম্মদ জবাব দিলেন, "বল সালমান, বল। আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।"

www.pathagar.com

৬

## সালমান বললেন

পারস্যের জনগণের সংবাদ কি? য়াহুদীদের কাছ থেকে মুক্তিলাভ সম্পর্কিত চুক্তির ব্যাপারে সে কি করেছে?

—মুহাম্মদ

কিছুক্ষণের জন্য সালমান চিন্তামগ্ন রইলেন। কোন্ কথা দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করবেন, সম্ভবতঃ তাই তিনি চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে বহু চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতির সমাবেশ ঘটায় তিনি কোথা থেকে শুরু করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। বহু বছর থেকে এই শহরে বসবাস করার ফলে তিনি আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন এবং আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তবে তাঁর উচ্চারণভঙ্গী ছিল বিদেশী। মুহাম্মদ তাঁর দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষায় রইলেন।

"ওহে আল্লাহর নবী," অবশেষে সালমান বলতে শুরু করলেন, "আমার আত্মা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, আমি আপনার কাছে আমার জীবনের সব ঘটনা তুলে ধরতে চাই। আমি এই দিনটির জন্য বহুদিন ধরে প্রতীক্ষায় আছি যে দিন আমি আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে এসে নিজেকে ধন্য মনে করব এবং যেদিন আমি তাঁর কাছে আমার জীবনের সত্যানুসন্ধানের সব ঘটনা তুলে ধরতে পারব। আমি 'জি' গ্রামের নিকটবর্তী ইস্পাহানের বাসিন্দা। আমার পিতা গ্রামের একজন দলপতি। তিনি সৃষ্ট জীবের সকল কিছুর চেয়ে আমাকে ভালবাসতেন। আমার জন্য তাঁর স্নেহ এত প্রবল ছিল যে তিনি আমাকে মেয়ের মত গৃহে আটকে রাখতেন এবং আমার প্রতিপালনের জন্য সর্বোচ্চ নযর দিতেন। দক্ষতা না আসা পর্যন্ত আমি জ্ঞানার্জনের সময় জরোয়াস্টার এর বিশ্বাস ও তাঁর ধর্মমতের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম।

www.pathagar.com

আমি সব সময় পবিত্র অগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং এক মুহূর্তের জন্যও তা নির্বাপিত হতে দিতাম না।"

তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামলেন।

"আমার পিতার অগাধ সম্পত্তি ছিল। একটা নতুন দালান নির্মাণে ভীষণ ব্যস্ত থাকার সময় একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। 'এই দালান নির্মাণের কাজে আমি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমি গ্রামের কোন বিষয় ও ভূ-সম্পত্তি দেখা শোনা করতে পারছি না। গ্রামের বাইরে আমার যে ভূ-সম্পত্তি আছে তা তুমি এমন ভাবে দেখাশোনা কর যেন আমাকে সে ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে না হয়।' আমি কথিত ভূ-সম্পত্তি দেখা শোনা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথিমধ্যে আমি খৃস্টানদের একটি গীর্জা অতিক্রমে করি। এ সময় আমি তাদের প্রার্থনা ও প্রশংসাসূচক স্তবগানের ধ্বনি শুনতে পাই। এ সময় জগৎ সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল খুবই সীমিত। কারণ, সব সময় আমি ঘরেই আবদ্ধ ছিলাম। এই ধ্বনি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সে কারণে আমি গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করি। তাদের প্রার্থনা ও প্রশংসাসূচক বাক্যে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমি মনে মনে বলি, 'খোদার কছম, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে এটা উত্তম।' সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি গীর্জায় অবস্থান করি এবং আমার পিতার ভূ-সম্পত্তির নিকটবর্তীও হইনি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি,' এই ধর্ম বিশ্বাসের উৎস ভূমি কোথায়?' তারা উত্তরে জানায় 'সিরিয়ার প্যালেস্টাইন'। সন্ধ্যায় আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। সময় মত গৃহে প্রত্যাবর্তনে আমার ব্যর্থতার জন্য আমার পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর সব কাজ কর্ম বন্ধ করে দিয়ে আমার সন্ধানে লোক পাঠান।

আমাকে দেখামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কোথায় ছিলে? অন্য কোথাও না যাওয়ার জন্য আমি কি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দেই নাই?"

উত্তরে আমি তাঁকে জানাই, 'ভূ-সম্পত্তিতে যাওয়ার পথে আমি একটা গীর্জা অতিক্রম করার সময় সেখানে বহু লোককে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে শুনি। আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তাতে মুগ্ধ হয়ে যাই এবং সেই কারণেই সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি।'

আমার পিতা বললেন, "আমার প্রিয় সালমান, তাদের ধর্ম বিশ্বাসে উত্তম কিছু নেই; তোমার ও তোমার পিতৃ পুরুষের ধর্ম বিশ্বাস অনেক ভাল।"

www.pathagar.com

আমি উত্তর দেই, "কখনই না, তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনেক ভাল। তারা ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়। অথচ আপনারা পূজা করেন আগুনকে যা আপনারা নিজেরাই প্রজ্জ্বলিত করেন এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতে যা আপনা আপনিই নিভে যায়।"

"আমার চিন্তাধারায় পিতা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন এবং আমার দুই পা এমনভাবে বেঁধে রাখেন যেন আমি একজন বন্দী। আমি খৃস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠাই যে আমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাদের কাছে অনুরোধ করি, সিরিয়া থেকে কোন পথিক আসলে আমি যেন খবর পাই। একদিন তারা আমার কাছে খবর পাঠায়, সিরিয়া থেকে একদল পথিক ও ব্যবসায়ী এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি তাদেরকে জানাই 'তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর এবং তাদের প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।' তাদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর আমি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আমার পায়ের বাঁধন খুলে ফেলি এবং ব্যবসায়ী দলের সাথে মিলিত হয়ে সিরিয়া গমন করি। সিরিয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি আমার মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

"আমি জিজ্ঞাসা করি, খৃস্টানদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যক্তি কে?' তারা আমাকে গীর্জার যাজকের কাছে নিয়ে যায়। আমি তাঁকে বলি, আমি আপনাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েছি। আমি আপনার কাছে থাকার এবং গীর্জায় কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী। এর ফলে আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারব। আপনার সাথে উপাসনা করতে পারব এবং আপনার জ্ঞানের ছায়ায় অবস্থান করতে পারব।'

"তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করেন এবং আমি তাঁর সাথে অবস্থান করতে থাকি। কিন্তু কিছু সময় তাঁর সাথে অবস্থান করার পর বুঝতে পারি যে তিনি মন্দ ও অসৎ লোক। তিনি মানুষকে ভিক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ ও উৎসাহিত করেন। কিন্তু তারা তাদের ধন-সম্পত্তি যোগাড় করে তার কাছে নিয়ে আসলে তিনি তার কিছু অংশ নিজের জন্য ব্যবহার করেন, কিছু অংশ লুকিয়ে রাখেন কিন্তু গরীবদের জন্য একটা পয়সাও খরচ করেন না। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সাতটি চৌবাচ্চাপূর্ণ স্বর্ণের সমান। আমি তাঁর এই আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত হই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই অসৎ কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে খৃস্টানরা সমবেত হন। কারণ তাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন মহৎ ও প্রিয় যাজক। এ সময় আমি নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হই।

"এই লোকটি আপনাদের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা ধন-সম্পদ তাঁর কাছে নিয়ে আসার পর তার একটা মুদ্রাও গরীবদের জন্য তিনি ব্যয় করেন নাই।"

তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীগণ বিস্মিত হন। আমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কিনা তাঁরা জানতে চান।

"হ্যাঁ, আমি আপনাদের তাঁর গোপন ধনাগারের সন্ধান দিতে পারি। আমি তাদেরকে তাঁর ধনাগার দেখিয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে সাতটি চৌবাচ্চা পূর্ণ স্বর্ণ উদ্ধার করেন। তাঁরা এই সম্পদ প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করবে না। তাঁরা তাঁর মৃতদেহকে ঝুলিয়ে রাখে এবং মৃতদেহের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাঁর স্থলে তারা অপর একজনকে যাজক নিযুক্ত করে। তিনি ছিলেন সংযমী এবং ধার্মিক। তাঁর মত উৎসর্গীকৃত এবং ঈশ্বরভক্ত লোক আমি কখনও দেখি নাই। দিন রাত সব সময় তিনি প্রার্থনা ও ঈশ্বরের আরাধনায় কাটাতেন। আমার জানা-শোনা লোকের মধ্যে তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম। তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বহু বছর আমি তাঁর সংশ্রবে কাটাই। তাঁর মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাব, একদিন তাঁকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর দেন, 'তুমি নিজেকে সমর্পন করতে পার, এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান আমার কাছে নেই। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, অতীতে তাদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এখন আর তা নেই। ঈশ্বরের সত্যিকার উপাসনাকারী এক ব্যক্তি মসুলে আছে বলে আমি শুনেছি।'

"তিনি আমাকে লোকটির নাম ও ঠিকানা দেন। মহৎ এই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমি দামেশক ত্যাগ করে মসুল-এ উপস্থিত হই। আমি সেই বৃদ্ধ লোকের সন্ধান পাই। আমি তাঁকে জানাই যে, দামেশকের যাজক মৃত্যুর সময় তাঁর সাথে সাক্ষ্যৎ করার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন।

"আমি আপনার সেবা করতে চাই,' আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই। আমি কিছুদিন তাঁর সাথে কাটাই এবং তৎপর তিনি আমাকে নিসিবিন-এর জনৈক ব্যক্তির নিকট পাঠান। সেখান থেকে আমি আমুরিয়া নামক স্থানে একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তাঁর সাহচর্যে আমি কিছু

www.pathagar.com

দিন কাটাই। এ সময় আমি আমার নিজের চেষ্টায় বেশ কয়েকটি ভেড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশু সংগ্রহ করি। নির্দিষ্ট সময়ে এই বৃদ্ধ লোকটিও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হন। আমি পাশিয়া থেকে সেই স্থান পর্যন্ত আমার দুর্ভোগের কথা তাঁর কাছে নিবেদন করি এবং বলি যে, 'আমি সত্যানুসন্ধানে উন্মুখ। আপনার মৃত্যুর পর আমি কি করব এবং কার কাছে যাব?'

"তিনি উত্তরে বললেন, 'কার কাছে আমি তোমাকে যাওয়ার কথা বলব, যেখানে তুমি নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে না। এমন কোন লোক আর জীবিত নেই। দয়া এবং একাগ্রতা আমাদের সম্প্রদায় থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তোমাকে জানাচ্ছি যে, একজন নবীর আগমনের সময় উপস্থিত হয়েছে, তিনি ইব্রাহীমের ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তিনি আরব-বাসীদের মাঝে আবির্ভূত হবেন এবং এমন একটি শহরে তিনি হিজরত করবেন যা কালো পাথর দ্বারা ঢাকা দুইটি দেশের মধ্যে অবস্থিত। সেই স্থানে আছে অনেক খেজুর গাছ। এই নবী বহু নিদর্শন এবং স্বীয় পরি-চিতির নিদর্শন নিয়ে আসবেন। তার মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি উপহার সামগ্রী গ্রহণ করবেন কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না। তাঁরা দুই কাঁধের মাঝে আছে নবুয়তের চিহ্ন। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার তাহলে শীঘ্র চলে যাও।'

"বৃদ্ধ লোকটি মারা গেলে আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমুরিয়ায় অবস্থান করি। নিঃসঙ্গতার দুঃখ আমার আত্মাকে ক্ষমতাহীন এবং চেতনাকে নিরাশ করে দেয়। আমি যখন নিরাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম তখন কালব্ গোত্রের একদল ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাই। আমি তাদেরকে তাদের সাথে আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাই। এর পরিবর্তে আমি তাদেরকে আমার ভেড়াগুলো এবং অন্যান্য গবাদি পশু দিতে সক্ষম হই।"

"আমার দেওয়া শর্তাবলী তাদের কাছে গৃহীত হয় এবং আমাকে তারা সাথে করে নিয়ে যায়। কিন্তু ওয়াকি-উলফুরায় এসে তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে জনৈক য়াহুদীর কাছে ভৃত্য হিসেবে বিক্রি করে দেয়। আমি তার সাথে অবস্থান করার সময় চিন্তা করতে থাকি যে, এই শহরে যেহেতু শাখাহীন বৃক্ষের বাগান আছে সেইহেতু বৃদ্ধ লোকটি যে শহরের কথা বলেছিলেন সম্ভবত এটিই সেই শহর। তার সাথে একদিন অবস্থান করার আগেই আমার প্রভুর আত্মীয় বানূ কুরায়জা গোত্রের এক



www.pathagar.com

লোক সেখানে আসে এবং তার কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে এই স্থানে চলে আসে।

"এই শহর দেখার পরই আমি নিশ্চিত হই যে, এই শহরের কথাই আমাকে বলা হয়েছিল। সেদিন থেকেই আমি আমার প্রভুর বাগানে মালী হিসাবে কাজ করে আসছি, কিন্তু কোন দিন নিরাশ হই নাই। আমার মালিক য়াহুদী। অন্যান্য ক্রীতদাসের সাথে যে ব্যবহার করত, আমার সাথেও সেই ব্যবহার করত। আমি সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ করতাম দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু এর বদলে আমাকে কেবল মজুরী দেওয়া হত না, কারণ আমি ছিলাম তার ভৃত্য এবং একজন ভৃত্য ছিল তার মালিকের যন্ত্রহীন হাতিয়ার।

"দীর্ঘদিন পরে আমি শুনতে পাই যে, মক্কা থেকে একজন নবী মদীনা এসে কুবায় অবস্থান করছেন। সে সময় আমি একটি খেজুর গাছের উপরে উঠে খেজুর পাড়ছিলাম এবং আমার মালিক খেজুর গাজের তলায় বসে ছিল। আকস্মিকভাবে আমার মালিকের চাচাত ভাই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে।

"সে উচ্চ স্বরে বলে, 'আউস ও খযরয গোত্রের পুত্রদের ঈশ্বর ধ্বংস করে দিক। তারা সবাই মক্কা থেকে কুবায় সদ্য আগত একজন লোকের চারপাশে ভীড় করে আছে। তারা দাবী করছে, যে, লোকটি আল্লাহর নবী।'

"যে মূহুর্তে আমি এই কথাগুলি শুনতে পাই, সেই মূহুর্ত থেকে আমি ভীষণ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ি। কারণ এ সম্পর্কে পূর্বেই আমার ধারণা ছিল। আমি আমার পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলি এবং গাছের উপর থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হই। অতিকষ্টে আমি গাছ থেকে নেমে এসে লোকটিকে ঐ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার অনুরোধ করি। কিন্তু আমার মালিক আমার কানে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বলে, এ কথায় তোমার কাজ কি? যাও, তোমার কাজে ফিরে যাও।'

"আমার দেহ কাজে ফিরে যায়, কিন্তু আমার মন আলোকিত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, 'যে লোকটিকে তারা আল্লাহর নবী বলে আখ্যায়িত করছে এবং যিনি আমার অন্তরে আশা ও আলো প্রজ্জলিত করেছেন তাঁকে নিশ্চয়ই একদিন দেখার সুযোগ পাব।'

"আমার প্রত্যাশা মনের মাঝে প্রদীপের ন্যায় জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। ফলে মালিকের নিষ্ঠুরতা সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়ে পড়ে। রাতে আমার

www.pathagar.com

কাজ যখন শেষ হয়ে যায় এবং আমার মালিকের অপূর্ণ চাহিদা যখন তার সাথে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি তখন কু'বার পথে যাত্রা করি। আমি যখন আপনার কাছে এসে উপস্থিত হই তখন সকাল হয়ে যায় এবং আপনার চারপাশে সাহাবীগণকে দেখতে পাই। আমি সাথে করে যথেষ্ট খাদ্য এনেছিলাম। আমি বলি, 'আমি শুনেছি যে আপনি এই শাহরে নতুন এসেছেন এবং আপনি একজন আগন্তুক। আপনার সঙ্গীগণও আগন্তুক। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি ভিক্ষার জন্য একটি মুদ্রা পৃথক করে রেখেছিলাম এবং খাদ্য ক্রয় করে তা আপনার জন্য এনেছিলাম।' এরপর আমি আপনার ও আপনার সাহাবীগণের সামনে দস্তরখানা বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি আপনার সাহাবীগণকে খাদ্য গ্রহণের কথা বললেন কিন্তু আপনি নিজে স্পর্শ করেন নাই। এই অবস্থা দেখার পর আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। আমি মনে মনে বলি, 'বৃদ্ধ লোকটির দ্বিতীয় কথাটি সত্যে পরিণত হলো।' য়াছরিবে আসার পর আমি প্রতি দিন আপনাকে দেখতে আসি।

একদিন আমি আপনাকে বলি যে, 'আমি আপনাকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করতে চাই। এটা উপহার, ভিক্ষা নয়।'

"আমি আপনার সামনে কিছু খাদ্য রাখি। আপনি কিছুটা গ্রহণ করেন এবং বাকীটুকু আপনি আপনার সাহাবীগণকে দিয়ে দেন। আপনার এই কাজের মাধ্যমে আমি পুনরায় সেই বৃদ্ধ লোকের কথার প্রমাণ পাই। আর একদিন আপনি যখন আপনার সাহাবীগণসহ জানাজা নামাজ পড়ছিলেন, তখন আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। আপনার পরিধানে দুই টুকরা কাপড় ছিল—এক টুকরা ছিল কোমরে এবং অপর টুকরাটি ছিল মাথায়। আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করে আমি আপনার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। আমি মনে করি যে, আপনি নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরেছিলেন। সে কারণে আপনি আপনার কাপড় টেনে নেন। জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকটি নবুয়য়তের বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার আলোকে আমার চোখ দুটি আলোকিত হয়ে ওঠে।"

এই পর্যায়ে সালমান কিছু সময়ের জন্য নীরব রইলেন।

"আমি এখন আপনার দলভুক্ত। আমি আপনার ভাষায় উচ্চারণ করে আমার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছি। আমি তখন এই কারণে সুখী যে, বহু

www.pathagar.com

বছর ধরে আমি যে সত্য ও আলোর সন্ধানেই ঘুরে বেড়িয়েছি তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এখনও আমি ভৃত্য এবং উক্ত য়াহুদীর ক্রীতদাস। তার জন্য আমাকে কষ্টকর ও শাস্তি মূলক কাজ করতে হয়।"

সালমান তাঁর কথা শেষ করে চুপ করলেন। মুহাম্মদের সামনে একটি চর্বির বাতি ছিল। সেই বাতির আলোয় সালমান দেখতে পেলেন যে, মুহাম্মদের চোখে পানি চিক চিক করছে। তিনি শুনেছিলেন যে, মুহাম্মদের হৃদয় দশ বছরের একটি শিশুর চেয়েও সহানুভূতিশীল। তিনি হিজরতকারী ও মহানবীর সাহাবীগণের কাছ থেকে একথা শুনেছিলেন। মুহাম্মদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাথা নত করে রইলেন। অতঃপর সালমানের কথা শোনার জন্য তাঁর নিকটে বসা আবু বকর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবীকে লক্ষ্য করে তিনি আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তি কোন ভৃত্যকে মুক্ত করে তখন আল্লাহ মুক্ত ভৃত্যের প্রতিটি অঙ্গের বদলে মুক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গ, দোজখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন।'

কিছুক্ষণের জন্য সকলে চুপ করে রইল। তারপর মহানবী আদেশের সুরে বললেন, "সালমান, উক্ত য়াহুদীর কাছে যাও এবং তোমার মুক্তির ব্যাপারে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও।"

পরদিন সালমান তাঁর য়াহুদী মালিকের কাছে গেলেন এবং তিনি আবেদন ও সনির্বন্ধ অনুরোধের মাধ্যমে তার কাছ থেকে দাসত্ব হতে মুক্তির ব্যাপারে চুক্তির শর্ত আদায়ে সক্ষম হলেন। প্রথমে, তাঁকে তিন শত খেজুর গাছের চারা কিনতে হবে এবং মালিকের নির্দেশিত জমিতে উক্ত চারা তাকে বপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে ৪০টি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করতে হবে। তিনি মালিকের দেওয়া এই কঠিন শর্তের কথা মহানবীর সামনে পেশ করলে মহানবী তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা তোমাদের বিশ্বাসী ভাইকে সাহায্য কর।" মহানবীর সাহাবীগণ সালমানের চারপাশে একত্রিত হলেন। একজন তাঁকে ৩০টি খেজুর গাছের চারা প্রদানের কথা বললেন। এরপর একজন ২০টি, তৃতীয় জন ১৫টি এবং চতুর্থ জন ১০টি চারা দেওয়ার কথা বললেন। এভাবে ৩০০টি চারা যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সকলে তা প্রদান করার কথা বললেন।

মহানবী বললেন, "সালমান, এখন তোমার নিজে গিয়ে চারা গাছগুলির জন্য গর্ত খোঁড়া উচিৎ এবং একাজে তোমার বিশ্বাসী ভাইয়েরা তোমাকে সাহায্য করবে।"

www.pathagar.com

"সব চারা গাছের জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে যেন আমি গিয়ে চারা গাছ রোপণ করতে পারি।" নির্দেশ অনুযায়ী সালমানের য়াহুদী মালিকের দেওয়া জমিতে তাঁরা তিনশ খেজুর চারা রোপণের জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ করলেন। এরপর সালমান আল্লাহর নবীকে আনার জন্য তাঁর কাছে গেলেন।

সালমান খেজুরের চারা গর্তের কাছে এনে দিলেন এবং মহানবী তা নিজের হাতে রোপণ করলেন। এভাবে তিনি তিনশ চারা গাছই নিজের হাতে রোপণ করলেন। পরে সালমান তাঁর বন্ধু আবদুল্লাহ-বিন-আব্বাসের কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেন।

তিনি বললেন, "আল্লাহর নবী যে কয়টি চারা রোপণ করেছিলেন তার কোনটিই মারা যায় নাই।" বস্তুতপক্ষে ছোট চারা রোপণের পর ব্যতিক্রম ছাড়া শিকড় গজায় না এবং সেক্ষেত্রে অনেক চারাই মারা যায়। যা হোক, য়াহুদী চারা গাছ রোপণের পর তার জমির অধিকার বুঝে নিল। কিন্তু তাকে সালমান যে অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তখনও বাকী ছিল। পরদিন সালমানকে বলা হয় যে, মহানবী এই ব্যাপারে তাঁর সাহাবীগণের সাথে আলাপ করেছেন। তিনি বললেন, "সেই পার্শিয়ানবাসীর খবর কি? তাঁর চুক্তি সম্পর্কে সে কি করেছে?"

সালমান কালবিলম্ব না করে মহানবীর কাছে গেলেন। মুহাম্মদ তাঁকে দেখার সাথে সাথে তাঁকে ডিমের আকারের এক খণ্ড সোনা দিলেন। তিনি বললেন, "এটা নাও এবং য়াহুদীর সাথে তোমার চুক্তির বাকী অংশ এটা দিয়ে পরিশোধ কর।"

সালমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "য়াহুদীর কাছে আমার যে ঋণ আছে তা কি এই সোনা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে?"

মহানবী বললেন, "এটা নাও, আল্লাহ এটাকে তোমার ঋণের পরিমাণ করে দেবেন।"

সালমান সোনার টুকরাটি নিলেন এবং তা ওজন করার পর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে সালমানের জীবন তাঁর কছম, এই স্বর্ণখণ্ডের দাম ৪০টি রৌপ্যখণ্ডের দামের সমান ছিল।"

অবিলম্বে সালমান সেই য়াহুদীর কাছে গিয়ে তাকে ঋণ মুক্তির অর্থ প্রদান করলেন এবং তার বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করা সম্পর্কিত দলিল গ্রহণ করলেন। এভাবে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার

www.pathagar.com

পর মহানবী তাঁর সম্পর্কে একদিন বললেন, "সালমান আমাদের এবং আমাদের পরিবারেরই একজন।"

মুক্তি লাভের পর সালমান ইসলামের সাধকগণের মধ্যে অতি উঁচু স্তরের মর্যাদা লাভ করেন। এমন কি মুহাম্মদ তার ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে তাঁর ভাই সাহাদ-বিন-ফারাহ-বিন-মাহিয়ারকে সালমান সম্পর্কে এক পত্র লেখেন। এই পত্র লিখিত হয় আবু তালিবের পুত্র আলীর হাতে। পত্রের বিষয়বস্তু হলো ঃ

"আবদুল্লাহর পুত্র এবং আল্লার নবী মুহাম্মদ সালমানকে এই পত্র দেন। কারণ তিনি আল্লাহর নবীর কাছে এই মর্মে একটি সুপারিশ প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ভাই মাহাদ বিন ফারাহ, তাঁর পরিবার ও পুত্র-কন্যার কাছে এবং তাদের মত যাঁরা মুসলমান হবেন এবং তাঁদের ধর্মের প্রতি যাঁরা আস্থাশীল থাকবেন তাঁদের কাছে তা হস্তান্তর করতে পারেন।

"আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করি যিনি আমাকে এই কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং তাঁর কোন অংশীদার নাই। এই সত্য গ্রহণ করার জন্য আমি মানুষকে আহবান জানাই। মানুষ হলো আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের উচিৎ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে না মানা।"

"তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তিনিই তাদেরকে পুনরায় মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সব কিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে; সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সকল অস্তিত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণী মৃত্যু ও ধ্বংসের স্বাদ গ্রহণ করবে। যারা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করে তারাই কেবল পরজগতে নিরাপদে থাকবে। তথাপি যারা নিজের ধর্ম ও বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চায় তাদেরকে সেই ভাবে থাকতে দাও। কারণ ধর্ম ও বিশ্বাসে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।"

"এই পত্র সালমানের পরিবারের জন্য যে আল্লাহর নিরাপত্তা ও চুক্তি এবং আমার নিরাপত্তা ও চুক্তির অধীন নিরাপদ থাকবে। তারা সমভূমি বা পর্বত, উন্মুক্ত স্থান বা ঝরনার কাছে বসবাস করুন না কেন, তাদের জীবন ও সম্পত্তি আল্লাহর নিরাপত্তায় ও আমার নিরাপত্তায় নিরাপদ থাকবে। তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বা তারা অত্যাচারিত বা নির্যাতিত হবে না।"

www.pathagar.com

"আমার এই পত্র যে পড়বে—সে নারী বা পুরুষ হোক না কেন—সে-ই সালমান ও তার পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের কোন ক্ষতি বা অপকার করবে না।"

"আমি তাদেরকে সব রকমের কর বা রাজস্ব বা খাজনা বা উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ বা অনুরূপ কোন কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিলাম। তারা যদি তোমাদের কাছে কোন কিছু চায়, তা মঞ্জুর করো; তারা যদি তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তা প্রদান করো; তারা যদি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের ওজর গ্রহণ করো; এবং কেউ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে চায়, তাদেরকে রক্ষা করো। তারা সরকারী কোষাগার থেকে প্রতি বছর রজব মাসে এক শ এবং কুরবানীর উৎসবের সময় এক'শ পূর্ণ পোশাক পাওয়ার অধিকারী। সালমানের জন্য এটা আমাদের কাছে প্রাপ্য এবং তার যোগ্যতা প্রায় সব বিশ্বাসীদের চেয়ে বেশী। এই কথা আমার কাছে বলা হয়েছে যে, সালমান বেহেশত পাওয়ার জন্য যা করেছে তারচেয়ে অনেক বেশী করে বেহেশত্ তাকে পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে আমার বয়স্য, আমার বিশ্বস্ত, আমার খাঁটি ও মহানুভব বন্ধু। সে আল্লাহর নবীর এবং বিশ্বাসীগণের পরামর্শদাতা। সে আমার পরিবারের একজন। আমার এই উইল কেউ অমান্য করতে পারবে না বা আমি এই উইলে যা নির্দেশ করেছি তা কেউ অবহেলা করতে পারবে না; এবং কেউ যদি আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর এই উইল অমান্য করে তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর গজব পড়বে। তাদের প্রতি যারা সদয় হবে ও মহানুভবতা দেখাবে তারা বস্তুতঃ আমার প্রতি সদয় হবে ও মহানুভবতা দেখাবে এবং তারা আল্লাহর কাছ থেকে বড় ধরনের পুরস্কার পাবে। কিন্তু তাদের কেউ ক্ষতি করলে তা বস্তুতঃ আমারই ক্ষতি করা হবে এবং আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার শত্রু হয়ে থাকব; এবং অতঃপর তার ভাগ্যে দোজখের আগুনই জুটবে।"

"সকল মুসলমানের প্রতিই অভিনন্দন।"

হিজরী নবম বছরের রজব মাসে আল্লাহর নবীর নির্দেশক্রমে আবু তালিবের পুত্র আলী এই পত্র লেখেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেন সালমান, আবু জর, আম্মার, বেলাল, সিকদার, এবং অন্যান্য কয়েকজন মুসলমান।

www.pathagar.com

৭

## হজরত আয়েশা

এরা তোমার পরিবারের সদস্য। তাদের মধ্যে আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন এবং তোমার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের ওপর রহমত করুন। —আবু বকর

মদীনায় মুহাম্মদের অবস্থানের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণের দৃষ্টি মসজিদ এবং তার চারপাশে ঘর নির্মাণের দিকে নিবদ্ধ থাকে। ক্রমে ক্রমে মক্কা থেকে মুসলমান ও মুহাম্মদের অনুসারীগণ মদীনায় আসতে থাকেন এবং এভাবে তাঁরা সবাই চলে আসেন। মক্কায় যারা থেকে যায়, তারা হয় বিপথগামী অথবা তাদেরকে বন্দী করা হয় অথবা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে হয়। হিজরতকারীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের সাথে তাঁদের পরিবার পরিজন ও সম্পত্তি আনতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ কুরাইশ উপজাতি বণী উমাইয়ার সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই সুযোগ পায় এবং তারা তাদের ঘরের দরজায় তালা মেরে চলে আসে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজনের ঘরবাড়ী আবু সুফিয়ান বিন হারব্ বাজেয়াফত্ করে। এ সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থ মালিক আবদুল্লাহ বিন জাহাশ মহানবীকে সব কথা অবহিত করেন।

মহানবী তাঁকে বললেন,"ওহে আবদুল্লাহ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আল্লাহ তোমাকে বেহেশতে এর চেয়ে উত্তম একটি ঘর দিয়েছেন।"

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী, নিশ্চয়ই আমি সন্তুষ্ট" আবদুল্লাহ জবাব দেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে মহানবী তাঁর দত্তক পুত্র জায়দকে মক্কায় গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে আনার নির্দেশ দেন। সেই সময় তাঁর কন্যা ফাতিমা ও স্ত্রী সাওদা একত্রে তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন।

মহানবীর সাথে সাওদা ঐ আয়েশার বাগদান একই তারিখে হয়। তবে আয়েশার বিবাহ তখনও সম্পন্ন হয় নাই এবং তিনি মক্কায় তাঁর পিতা আবু বকরের গৃহে আবস্থান করছিলেন।

www.pathagar.com

এই জন্য আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে মক্কায় পাঠান তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আনার জন্য। তাঁর অপর পুত্র আবদুল রহমান পৌত্তলিকতা নিয়ে মেতে থাকে এবং মক্কা ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে আবু বকরের স্ত্রী উম্মে রুমান, তাঁর দুই কন্যা আয়েশা এবং আছমা এবং আবু বকরের চাচাত ভাই তালহা বিন আবদুল্লাহ এক সাথে য়াছরিবে চলে আসেন।

খাদীজার ইন্তেকালের পর মুহাম্মদ তখনও অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি একমাত্র কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। ফাতিমার উপস্থিতি তাঁকে খাদীজার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ফাতিমার মুখায়ব তাঁকে খাদীজার বহু কথা স্মরণ করিয়ে দিত এবং এই কারণে মুহাম্মদ ফাতিমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবনে হাকিমের কন্যা এবং তাঁর মায়ের বোন খাওলাই কিছুটা হস্তক্ষেপ করতেন।

মুহাম্মদ ও আবু বকরের মধ্যে এমনই সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে তাঁদের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে খাওলাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বিয়ে করে এই গৃহকে নীরব বিলাপ থেকে মুক্ত করছ না কেন মুহাম্মদ?"

মুহাম্মদ উত্তর দিলেন "কাকে বিয়ে করব? মহিলা হিসাবে আপনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ।"

খাওলা বললেন,"তুমি যদি স্ত্রী হিসাবে একজন কুমারীকে চাও তাহলে আবু বকরের সুন্দরী কন্যা আয়েশা আছে। তুমি যদি পরিণত বয়সের স্ত্রী চাও তাহলে জামা'আর সুন্দরী কন্যা সাওদা আছে। সাওদা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার অনুসারী হয়েছে এবং তোমার জন্য সে উপযুক্ত।"

মুহাম্মদ এই দুই প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন।

খাওলা প্রথমে আবু বকরের গৃহে গিয়ে আয়েশার মায়ের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তিনি বিষয়টি তাঁর স্বামী আবু বকরের অবহিত করেন। সব কথা শোনার পর আবু বকর অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু তাঁর সামনে কয়েকটা বিপত্তি দেখা দেয়। প্রথমে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। এক ভাই তার অপর ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে

www.pathagar.com

করবে, এটা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব ছিল না। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদের সাথে আলোচনা করলেন। মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, "আবু বকর আমার বিশ্বাসী ভাই, সত্যিকার ভাই নয়।"

আরও একটা অসুবিধা অবশ্য ছিল। আবু বকরের গোত্রের মুত্ইম বিন-আদীর সুদর্শন পুত্র জুবায়ের-এর সাথে আয়েশার বাগদান হয়। এই বাগদান ভঙ্গ করার জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি কিভাবে নিষ্পত্তি করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আবু বকর মুত-ইম-এর বাড়ীতে যান। সৌভাগ্যবশতঃ জুবায়েরের মাতা নিজেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি এই কারণে বাগদানের বিরোধিতা করলেন যে, তাঁর পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তাঁর স্বামী মুতইমও স্ত্রীর বিরোধিতা সমর্থন করলেন। এ ভাবে আল্লাহ আবু বকরকে তাঁর চুক্তি থেকে মুক্ত করে দিলেন। এসব অসুবিধা দূর হওয়ার পর আবু বকর ও মুহাম্মদ বাগদানের একটা দিন নির্ধারিত করেন। মুহাম্মদ এবং অন্যান্য কয়েকজন লোক আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হন। এ সম্পর্কে পূর্বে উম্মে রূমানকে কিছু বলা হয় নাই। ফলে তিনি অবাক হলেন। তিনি দ্রুত আয়েশার খোঁজে বের হন। আয়েশা তখন তাঁদের বাগদানের এক কোণায় তাঁর কয়েকজন সাথীসহ দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। তাঁদের হাসির শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। যারা এই হাসির শব্দ শুনেছিল তারা কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করছিল। আয়েশার মুগ্ধকর মুখমণ্ডল হৃদয়গ্রাহী কালো চোখ, মাঝখানে হালকা চুল দ্বারা সংযুক্ত দুটি ঘনভ্রু, এবং তাঁর হালকা গোলাপী ও সাদা মুখমণ্ডল এমনই মনো মুগ্ধকর ছিল যে, একবার কেউ তাঁকে দেখলে তাঁকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দেখার লোভ সে সম্বরন করতে পারত না। তিনি ছিলেন লম্বা এবং নমনীয়। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত এবং উৎফুল্ল। তাঁর বান্ধবী ও খেলার সাথীদের—যারা তাঁকে ভালবাসত ও মান্য করত—তুলনায় তিনি ছিলেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। মাকে তাঁর দিকে দ্রুত আসতে দেখে তিনি দোলনা থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়লেন এবং মাকে ডাক দিলেন। তাঁর মা তাঁকে কিছুই না বলে তাঁর হাত ধরে দ্রুত বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

কামরার দরজার কাছে তাঁর মা তাঁকে ক্ষণিকের জন্য থামালেন যেন তিনি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হন। তিনি তাঁর কপালের ঘাম মুছে দিলেন এবং মুখমণ্ডল পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি

www.pathagar.com

তাঁকে কামরার মধ্যে নিয়ে যান। কামরার মধ্যে যে সব মহিলা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানালেনঃ

"সৌভাগ্য এবং রহমত এবং সবচেয়ে উত্তম ভাগ্য তোমারই।"

মহিলারা নিজ নিজ কাজে যোগ দিলে আয়েশার মা তাঁকে বড় অভ্যর্থনা কামরায় নিয়ে যান এবং মুহাম্মদের পায়ের কাছে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বাগদানের জন্য সাধারণতঃ যে কথা বলা হয় তা উচ্চারণ করলেনঃ

"এটাই তোমার পরিবার ; তাদের মধ্যে আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুণ এবং তোমার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের ওপরও রহমত বর্ষণ করুণ।"

মুহাম্মদ তাঁর হাত ধরলেন। আয়েশার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আয়েশা ছিলেন বুদ্ধিমতী, তাঁর মুগ্ধকর আচরণ ও প্রাণবন্তুতা ছিল কমনীয়। তাঁর চলাফেরা চটপটে। সেদিন বাগদান অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তিনি গৃহ প্রাঙ্গনে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গীদের সাথে খেলা শুরু করলেও এই ঘটনার গুরুত্ব তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। তিনি জানতেন যে, তাঁকে আল্লাহর নবীর সাথে বাগদান করা হয়েছে এবং এই কারণে তাঁর মনে এক ধরনের গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারনা ঠাঁই পায়। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক বছরগুলিতে এই গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব বেশ কয়েকটি ঘটনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একই দিনে খাওলা আর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সাওদাকে এনে আল্লাহর নবীর সাথে তাঁর বাগদান সম্পন্ন করেন।

o o o o o

শেষ পর্যন্ত আয়েশা ও তাঁর মা যখন য়াছরিবে আসেন তখন মুহাম্মদ আয়েশাকে এমন কোন ইঙ্গিত দেন নাই যেন সে এসে তাঁর সাথেই বসবাস করুক। ফলে শহরের বাইরে আবু বকরের গৃহে যাওয়া ছাড়া আয়েশার আর কোন উপায় ছিল না। মুহাম্মদের সাথে তাঁর একমাত্র কন্যা ফাতিমা ও স্ত্রী সাওদা আবু আইউবের গৃহে যান।

এই ঘটনায় আবু বকর কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন। কিছু দিন তিনি নীরব থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং মহানবীকে বিয়ে স্থগিত রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে এই কারণে বাধ্য হন যে, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন ও কনের সাজ-সজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। অন্য কারও কাছে থেকে এসব জিনিস উপহার হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কিন্তু আবু বকর যখন তাঁকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানান তখন তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে থাকেন। য়াছরিবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা একটি একক সম্প্রদায় ও একটি নতুন বিশ্ব গঠনসহ অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় পেতেন না। এতদসত্তেও আবু বকরের পরিবার ও দশ বছরের আয়েশা তাঁর মন থেকে কখনই দূরে ছিলেন না। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন, আয়েশাকে দেখার জন্য যেতেন এবং তাঁর সাথে সদয় ভাবে কথা বলতেন।

আয়েশা ইতিমধ্যে যৌবনে পদার্পন করেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ও মন তখনও ছিল একজন শিশুর মত। শিশুর দৃষ্টিতে দৃশ্যমান বিশ্বকে এবং উদ্বেগহীন আনন্দপূর্ণ সময়কে বিদায় জানাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

সাধারণতঃ মুহাম্মদ যখন আয়েশাকে দেখতে যেতেন তখন তিনি তাঁকে হয় পুতুল নিয়ে অথবা তাঁর খেলার সাথীদের সাথে খেলতে দেখতেন। একদিন তিনি তাঁর সামনে বেশ কয়েকটি পুতুল দেখতে পান।

"এগুলি কি, আয়েশা?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আয়েশা উত্তর দিলেন,"এগুলি হলো সলোমনের ঘোড়া অথবা সম্ভবতঃ আমার পুতুলের কন্যা।"

মুহাম্মদ কৌতুক অনুভব করে সদয় ভাবে মৃদু হাসেন এবং তাঁকে পুতুলের সাথে খেলা অবস্থায় রেখে চলে আসেন।

কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় আয়েশাকে দেখতে যান। তিনি গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, আয়েশার চারপাশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বসে রয়েছে। আল্লাহর নবীকে দেখার সাথে সাথে ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটে কামরার বিভিন্ন কোণায় লুকিয়ে পড়ে। শিশুদের প্রতি সব সময় সদয় ও দয়াশীল আল্লাহর নবী তাদেরকে ডেকে আদর করে বললেন, "এসো খেলা কর। আমিও তোমাদের সাথে খেলব।"

www.pathagar.com

# ভ্রাতৃত্বের সন্ধী

এই লোকটিও আমার ভাই —মুহাম্মদ

য়াছরিবের নাম পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হলো মহানবীর শহর হিসেবে। নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের কেন্দ্রে পরিণত হলো এই শহরটি। সেই থেকে শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় একটি নতুন সম্প্রদায় ক্রমে আবির্ভূত হতে থাকে। এই সম্প্রদায়ের নাম মুসলিম সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল আউস ও খযরয গোত্র। এছাড়া অনেক গোত্র ও উপগোত্রের লোক তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও আচার আচরণ ত্যাগ করে মুসলিম উম্মাহর অনুগত সদস্য হলো।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলাম বলতে কি বুঝাত? আল্লাহর একত্ববাদে স্বীকার এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী এবং স্বীকৃতি। একজন নবী আল্লাহর কাজ থেকে আদেশ, ফরমাণ, ও আইন নিয়ে আসেন। তাই প্রকৃত আইন প্রণেতা হলেন আল্লহ এবং মুহাম্মদ হলেন তাঁর মুখপাত্র এবং তাঁর নির্দেশের ব্যাখ্যা দানকারী। ঐ সকল আইন ও নির্দেশের পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া ছিল মুসলমানদের কাজ। যে সব উপজাতি ও গোত্র নিয়ে এই উম্মাহ গঠিত হয়, এই ব্যাপারে তাদের করার কিছুই ছিল না। এই উম্মাহ্র স্থানীয় স্বদেশ প্রেম বা ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না; রাজা ছিল না, মন্ত্রী ছিল না। এটা ছিল একটা সমাজ, একটা সম্প্রদায়, যে সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রধান হলেন স্বয়ং আল্লাহ্। অন্য কথায় পৌত্তলিকতা ও বিধর্মীদের আচরনের মাঝে মুসলমানদের বিশ্বাস শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ব-বাদের ধারনাই প্রতিষ্ঠিত করল না, এই বিশ্বাস উম্মাহ ও সৃষ্ট জীবের ঐক্য ঘোষণা করল। সবাই এক এবং সব কিছুর সম্মিলনে রূপ পেল একক কাঠামোর।

www.pathagar.com

কুরাইশদের প্রবল শত্রুতা ও বাধা বিপত্তির মুখে মুহাম্মদ চৌদ্দ বছর ধরে মক্কায় এই নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই শহরে মুহাম্মদের কাছে যে নব্বইটি সূরা নাজিল হয় তার প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটা শহর ও শহরের আশে-পাশের উপজাতি ও গোত্রের মানুষদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। য়াছরিবেও মুহাম্মদ এই অবকাঠামো ও সমাজ পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। তিনি উদ্বাস্তু হিসেবে এই শহরের প্রবেশ করেন নাই, তিনি প্রবেশ করেছিলেন স্বর্গীয় বিজেতা হিসেবে। কারণ এই শহরের বহু প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং তাদের অনুরোধেই তিনি এই শহরে প্রবেশ করেন। এই জন্য তিনি নজিরবিহীন পদ্ধতিতে সংবর্ধিত হন। এই নতুন সমাজ সকল বিশ্বাসীকে একটি উম্মাহর মধ্যে মিশিয়ে দেয় যদিও তারা ছিল বিভিন্ন এলাকার এবং উপজাতির লোক। বস্তুতঃ ইসলাম এমনই একটা ধর্ম যার সত্যিকার ও দৃঢ় ঐক্যের শক্তি প্রথমে উপজাতি ও গোত্রকে এবং অতঃপর বিদেশী নাগরিক ও জাতিকে একতাবদ্ধ করে এবং তাদের মনে এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে যে, তারা একটি একক শক্তি ও একক উম্মাহ গঠন করতে সক্ষম। এই উম্মাহর উদ্দেশ্য ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত বিশ্ব এবং প্রভু-ভৃত্যের শাসনের বিরুদ্ধে। কোন শক্তিই এই উম্মাহকে বিভক্ত করতে পারে না। তাদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র বা জাতি ছিল না। কারণ জনগণের মত রাষ্ট্রও ত কুরআনের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রী, গভর্নর এবং শাসনকর্তার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ আল্লাহ্‌র এই বাণী ও তাঁর নবীর কণ্ঠস্বর সব সময় তাদের কানের কাছে ধ্বনিত হত—'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংযমী।"

এই সত্য সব সময় তাদের হৃদয় ও মনকে শাসন করত।

মুহাম্মদ যে দিন য়াছরিবে আগমন করেন সেদিন তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা পাঁচ'শ অতিক্রম করে নাই। তাঁর প্রথম নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে কোন প্রয়োজনীয় পেশায় নিয়োজিত রাখে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে খালি হাতে চলে আসে। একমাত্র উমাইয়া গোত্রের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং মহানবীর জামাতা উসমান মক্কা থেকে তাঁর সম্পদ নিয়ে আসতে সমর্থ হন। য়াছরিবে আসার পর পরই তিনি একজন য়াহুদীর কাছ থেকে চার হাজার দিনার দিয়ে 'রয়না'র সব ঝরণা

www.pathagar.com

কিনে নেন। মহানবীর নির্দেশ মোতাবেক তিনি সব হিজরতকারীকে ঐ সব ঝরণার দায়িত্বে নিয়োগ করেন। নিজের এবং হিজরতকারীদের প্রচেষ্টায় পরবর্তী পর্যায়ে উসমান এমন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি হন যে, মহানবীর ইন্তেকালের দুই বছর পূর্বে তাবুকের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিযানের যাবতীয় খরচ তিনি একাই বহন করতে সমর্থ হন।

মুহাম্মদ সব সময় মদীনার সাহায্যকারীগণকে তাদের হিজরতকারী ভাইদের সহায়তা করার আহবান জানাতেন এই জন্য যে, তারা তাদের সম্পদ মক্কায় রেখে এসেছে। আবদুর রহমান বিন আউফ মদীনায় আসে একটি দিনারও সাথে না নিয়ে। মদীনার সাঈদ নামে এক ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের চুক্তি সম্পাদনের সময় তাঁর রক্ত সম্পর্কীয় ভাই হন এবং তিনি তাঁর সব সম্পদ এমনকি তাঁর স্ত্রীগণকেও তাঁর হেফাজতে দিয়ে দেন। কিন্তু আবদুর রহমান তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন,"আমাকে শুধুমাত্র বাজারের পথ দেখিয়ে দিন এবং প্রত্যেকটি পাথরের নীচে আমি সম্পদ খুঁজে পাব।"

নিজের চেষ্টা ও ক্ষমতার ওপর তাঁর এমনই আস্থা ছিল যে তিনি মনে করতেন, তার জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে সফল করে। তিনি তেল ও পনির ক্রয়-বিক্রয়ের মত সামান্য কাজ দিয়েই ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর ব্যবসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মদীনা ও দামেশক্ -এর মাঝে পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়ার জন্য কয়েক শ উটসহ বানিজ্যক গাড়ীর প্রয়োজন হয়। হিজরতকারীরা শহরের কেন্দ্র স্থলে য়াহুদীদের সাথে প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে একটি মার্কেট গড়ে তোলে তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং তাদেরকে আর পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না। হিজরতকারীদের অনেকেই কৃষি কার্যে নিযুক্ত হন। মদীনাবাসীরা তাদের কৃষিভূমি হিজরতকারীদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেন উৎপন্ন দ্রব্যের সামান্য একাংশের বিনিময়ে।

আলী বিন আবু তালিব, সা'দ বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন মাসুদ, আবু-বকর ও তার পরিবার, উমর, ইবন শিরিন এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন লোকের সাথে কৃষি কাজের চুক্তি সম্পাদন করে কাজ শুরু করেন। জীবন যাত্রার জন্য সাধারণ ও দীন হীন অবস্থায়ও সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মুসলমানরা সন্তুষ্ট থাকতেন।

www.pathagar.com

আবু বকরের কন্যা আসমা ও তাঁর স্বামী জুবায়েরের একমাত্র মূলধন ছিল একটি ঘোড়া ও একটি উট। তাঁদের একখণ্ড জমি দেওয়া হয় এবং তাঁরা এই জমিতে চাষ-বাসের কাজেই নিয়োজিত থাকে। আসমা নিজেই ঘোড়ার জন্য খাবার বয়ে আনতেন, পানি আনতেন, দুধ ও মাখন-দুধ রাখার জন্য চামড়ার থলের তালি লাগাতেন, মাঠ থেকে সবজি তুলে তা নিজের মাথায় করে বাজারে নিয়ে যেতেন। তিনি ভেজা ময়দার তাল তৈরী করতেন। কিন্তু নিজে রুটি তৈরী করতে পারতেন না বলে তিনি তাঁর এক বান্ধবীর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

একদিন তিনি একটা ভারী বোঝা মাথায় করে নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় তিনি রাস্তায় মুহাম্মদ ও তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে দেখতে পান। মুহাম্মদ তাঁর উট থামিয়ে তাঁকে তাঁর পেছনে উঠার আহবান জানান। কিন্তু আসমা জানতেন তাঁর স্বামী কি রকম ঈর্ষা পরায়ণ। এজন্য তিনি মুহাম্মদের আহবানে উটের পিঠে উটতে অস্বীকার করেন। বাড়ী পৌঁছানোর পর একথা তিনি তাঁর স্বামীকে বলার পর তিনি তাঁকে ভৎসনা করে বলেন, "মাথায় করে ভারী বোঝা নিয়ে আসার পরিবর্তে তোমার আল্লাহর নবীর সাথে উটের পিঠে ওটা উচিত ছিল।"

আবু বকর ও উমর উভয়ে ছিলেন মুহাম্মদের একান্ত আপন জন। মুহাম্মদ তাঁদের সাথে আপন জনের মতই আচরণ করতেন এবং সব সময় তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা ভারসাম্যের নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতেন। এই দুই জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল পৃথক ধরনের। উমর ছিলেন কঠোর এবং আবেগপূর্ণ কিন্তু আবু বকর ছিলেন নম্র এবং কূটনীতিজ্ঞ। উমর ছিলেন উদ্যমী এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তিনি ছিলেন খুব লম্বা। তাঁর গায়ের রং ছিল জলপাই ফলের রংয়ের মত এবং এই রং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর নিগ্রো মায়ের কাছ থেকে। তিনি সব সময় গরুর চামড়ার একটা চাবুক হাতে নিয়ে চলাফেরা করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীগণের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এই কারণে একদিন তাদের কয়েকজন মুহাম্মদের কাছে এসে অভিযোগ করেন যে, উমর চাবুক মেরে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। উমরের এই আচরণে আল্লাহর নবী তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বললেন, "তোমার কোন মহিলাকে এমনকি সুগন্ধি চিরসবুজ গুল্ম বিশেষের পল্লব দ্বারাও আঘাত করা উচিত নয়।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঘটনাস্থলে সবাই তাঁর ভাইকে পছন্দ করে নিলেন। পাঁচ শত লোকের এই জমায়েতে তাঁরা এমন সহযোগিতা ও আন্তরিকতার মনোভাব প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা তাদের ধর্মীয় ভাইকে নিজের ধন-সম্পদের অংশীদার হিসেবেই গণ্য করলেন।

সবশেষে মুহাম্মদ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। ভীড়ের মধ্য থেকে তিনি যুবক আলীকে কাছে নিয়ে এসে দৃঢ় এবং নির্দেশর স্বরে ঘোষণা করলেন ঃ

"এবং ইনিই আমার ভাই।"

www.pathagar.com

৯

# আংটি এবং তাঁর ব্যাক্তিত্বের সীলমোহর

এই কন্যারাই তাদের পিতামাতাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। — মুহাম্মদ

মদীনায় মুহাম্মদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় তাঁর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রতিদিন তাঁর কথা আলোচিত হয় না এমন কোন পরিবারই ছিল না। তাঁরা তাঁর আচার আচরণ, তাঁর সাহাবী এবং যাঁরা তাঁর গৃহে যাতায়াত করতেন এমন মুসলমান নারী পুরুষ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন।

য়াছরিবের জনগণ মোটামুটিভাবে তিনভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল বিশ্বাসী জনগণ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। তাঁরা তাঁদের সকল বিশ্বাস, ভালবাসা ও আন্তরিকতা ঢেলে দিয়েছিল মহানবীর প্রতি। অপর দিকে আউস ও খযরয গোত্রের এবং য়াহুদীদের একদল লোক মুহাম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। এই দুই দলের মধ্যবর্তী দলীয় লোকেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা বিস্ময়ের সাথে অনুকূল-প্রতিকূল পরস্পর বিরোধী মতামত শুনত। বিশ্বাসীদের জমায়েতে প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের আয়াত বিশেষ এলহানের সাথে এবং যথাযথ উচ্চারণে পাঠ করা হতো। এসব আয়াত হরিণের চামড়া ও কাপড়ের ওপর লিখে রাখা হতো এবং এভাবে হাতে হাতে তা মানুষের কাছে বিলি করা হতো। এসব লিখিত আয়াতের চাহিদা ছিল প্রচুর। এমন কি ইসলাম বিরোধীরাও তা আগ্রহ সহকারে পড়ত।

হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীগণ আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বস্ত ও সততার সাথে পুরোপুরিভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের এই একাগ্রতা ছিল সত্যিকারভাবে আন্তরিক। প্রতিটি জমায়েত ও সভায় তাঁরা মহানবীর প্রশংসা বর্ণনা করত।

www.pathagar.com

এমনই এক জমায়েতে মহানবীর বিনম্র আচরণ সম্পর্কে আনাছ বিন মালিক বলেনঃ

"আমি তাঁর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। কিন্তু মহানবী আমার সাথে কর্কশ ব্যবহার করেছেন বা অন্যায় কাজ করার জন্য সমালোচনা করেছেন এমন কোন একক ঘটনাও আমার স্মরণে নেই।"

মদীনার জনৈক সাহায্যকারীর গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় মহানবীর একজন সাহাবীকে মহানবীর চরিত্র সম্পর্কে বলতে শোনা যায়ঃ "মহানবী সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করতেন, যে কোন ধরনের কপটাচারীতা ও অসার অনুষ্ঠানকে। এসবকে তিনি গণ্য করতেন মিষ্টি চামড়া দিয়ে ঢাকা ফলের তিক্ত পাথরের সাথে।" একদিন আমি তাঁকে নিজে নিজে বলতে শুনেছি, "খৃস্টানরা যেভাবে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রশংসা ও অতিরিক্ত প্রশংসা করে তেমন ভাবে আমার প্রশংসা বা অতিরিক্ত প্রশংসা করো না। আমি আল্লাহর দাস, সুতরাং আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর নবী হিসেবে আখ্যায়িত করো।"

একদিন তিনি একদল সাহাবীর নিকটবর্তী হলে তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। মহানবী তাঁদের ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁদেরকে পুনরায় বসিয়ে দেন। তিনি বললেন, "আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়িও না। কাউকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য যারা উঠে দাঁড়ায় তাদের মত করো না।"

যখন তিনি সাহাবীগণের সাথে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য যেতেন, তখন তিনি কামরার এক কোণায় গিয়ে অত্যন্ত সাধারণ একজন লোকের মত বসতেন। তাঁদের সাথে তিনি আলাপ করতেন এবং অনেক সময় তাঁদের সাথে তামাসাও করতেন। কামরায় যদি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা থাকত, তাহলে তিনি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন, তাদেরকে পাশে নিয়ে বা তাদেরকে কোলে নিয়ে বসতেন। নামাজ পড়ার সময় তিনি তাঁর নিজের নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে ওঠার অনুমতি দিয়েছিলেন। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন তখন তারা যাতে না পড়ে যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন তিনি যে স্থানে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন তার সিঁড়িতে তাঁর নাতি-নাতনীরা খেলা করলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। একদিন মহানবী একটি ছোট মেয়েকে তার গায়ের হলুদ রং-এর জামার প্রশংসা করছিলেন। মেয়েটি সে সময় মহানবীর পিঠের একটি লোমশযুক্ত আঁচিল নিয়ে খেলা করছিল। এটাই 'নবীর মোহর' নামে পরিচিত ছিল। মেয়েটির মা তাকে বকা দিলে

www.pathagar.com

মহানবী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তার ব্যাপারে মাথা ঘামিও না।" অতঃপর তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব জোরে ঘর্ষণ কর। দেখ এটাকে মুছে ফেলতে পার কিনা।"

অন্য আর একদিন তিনি দুটি য়াতীম শিশুকে গলার হার ও হাতের বালা উপহার দেন এবং নিজের হাতে তা তাদের গলায় ও হাতে পরিয়ে দেন। একদিন তিনি যায়দের শিশুপুত্রকে বললেন, "তুমি মেয়ে হলে আমি তোমার সর্বাঙ্গ গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিতাম।"

মহানবীর ভৃত্য আনাছ বিন মালিক শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন যে তিনি মহানবীকে বলতে শুনেছেন, "আমি নামাজ পড়তে শুরু করে তা সাধারণ সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু হঠাৎ আমি একটি শিশুর কান্না শুনে নামাজ থেকে বিরত থাকি। কোন মা তার শিশুর কান্না শুনে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, আমিও সেই ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করি।"

মরু আরববাসীরা তাদের কন্যা সন্তানকে কোলে তুলে না নেওয়ার জন্য বা তাদেরকে আদর না করার জন্য তিনি প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তিনি বললেন, "এই কন্যারাই তাদের পিতা-মাতাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাবে।" অপর এক ঘটনায় তিনি বললেন, "মেয়েরা হলো পুরুষদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে জিম্মা বিশেষ। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম।" মুহাম্মদ মরু আরববাসীকে সভ্য করার এবং তাঁর নয়া সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণে তাদেরকে উৎসাহী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আরবদের ঐতিহ্যগত চিন্তা ও চেতনার সাথে এই নয়া সামাজিক ব্যবস্থার একটা তীব্র বিরোধ ছিল। একজন মরু আরববাসীকে য়াছরিবে থাকার কথা বলা হলে সে আত্মহত্যা করে। অন্য একজন মসজিদে প্রস্রাব করতে শুরু করে। কিন্তু সাহাবীগণ যখন তাকে একাজ করা থেকে নিবৃত্ত করতে এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয় তখন মহানবী তাঁদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, "তাকে শেষ করতে দাও এবং তারপর উক্ত স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"

একদিন মুহাম্মদ মসজিদে আসছিলেন। তাঁর পিছে পিছে একজন আরববাসীও আসছিল। লোকটি পিছন দিক থেকে তাঁর জামা এমনভাবে জাপটে ধরে যে মুহাম্মদের গায়ের চামড়ায় নখের আচড় লাগে। মহা

www.pathagar.com

নবী ফিরে তাকালে লোকটি চীৎকার করে বলে, "মুহাম্মদ, আল্লাহর যে সম্পত্তি তুমি ধরে রেখেছো, তা থেকে তাদেরকে আমাকে কিছু দিতে বল।"

মুহাম্মদ মৃদু হাসলেন এবং লোকটির আবেদন মোতাবেক কাজ করলেন।

আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ফাঁকা অহমিকাবোধ, বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা এবং অত্যধিক আত্ম প্রচারনা প্রকাশ পেত। মুহাম্মদ সব সময় এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ঝগড়া বিবাদ ও পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল অত্যন্ত অনমনীয়।

তারা এমনই অজ্ঞ, চিন্তাহীন এবং ধর্মীয় বিচার-বিবেচনা ও নৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে অগভীর চিন্তার অধিকারী ছিল যে, তাদের স্ত্রীরা পুত্র সন্তান প্রসব করলে বা তাদের ঘোড়া বাচ্চা দিলে তারা মনে করত যে মুহাম্মদ ও তার ধর্ম ইসলামের জন্যই এটা হয়েছে। তারা চিৎকার করে বলত, "ইসলাম উত্তম ধর্ম, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা বা তাদের ঘোড়া পুত্র সন্তান বা পুরুষ বাচ্চা প্রসব না করলে তারা ঘোষণা দিত যে, ইসলাম মন্দ ধর্ম।

এই অজ্ঞতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মোকাবিলা করেই মুহাম্মদকে তাঁর অতি উচ্চ সভ্য মিশনের দাবী মিটাতে হয়েছিল। একদিন তারা আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করে, মুহাম্যদ বাড়ীতে ফিরে এসে কি করেন।

আয়েশা উত্তর দেন, "অন্য যে কোন লোকের মতই তিনি কাজ করেন। তিনি গৃহের কাজ করেন, কামরা পরিপাটি করেন এবং ঝাড়ু দেন। তিনি তাঁর কাপড়-চোপড় ও জুতা সেলাই করেন, তিনি ভেড়া ও ছাগলের দুধ দোহন করেন, তিনি বিড়ালের জন্য ঘরের দরজা খুলে দেন, রুগ্ন মুরগীর তিনি যত্ন নেন, তিনি নিজের জামার কাপড় দিয়ে ঘোড়ার ঘাম মুছে দেন।"

একদা আয়েশা বললেন যে, তিনি উটের পিঠে করে যাচ্ছিলেন এবং কঠোরতার সাথে উট পরিচালনা করছিলেন। মুহাম্মদ তিরস্কার করে বলেন, "পশুদের প্রতি তোমার সব সময় সদয় হওয়া উচিৎ।"

আলী বিন আবু তালিব তাঁর নিজের মুখে বার বার যে কথা বলতেন সেই কথার মধ্যেই মুহাম্মদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজ সরল বক্তব্য বিধৃত। তিনি বলতেন ঃ

"জ্ঞান আমার মূলধন, যুক্তি আমার বিশ্বাসের ভিত্তি, ভালবাসা আমার কাজের ভিত্তি, উৎসাহ আমার গতি, আল্লাহ আমার বন্ধু, আস্থা আমার কোষাগার, দুঃখ আমার সাথী, জ্ঞান আমার অস্ত্র, ধৈর্য আমর আচ্ছাদন,

www.pathagar.com

সন্তুষ্টি আমার মুনাফা, দারিদ্র আমার গর্ব, সংযম আমার পেশা, নিশ্চয়তা শক্তি, সত্য আমার পক্ষ সমর্থক, ইবাদত আমার পূর্ণতার সূত্র, চেষ্টা আমার আমার স্বভাব, আমি যখন ইবাদাত থাকি তখন আমার মধ্যে থাকে আনন্দ ও সুখ।

মহানবী সব সময় এই ভেবে উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, তাঁকে যেন কেউ অত্যাচারী শাসক বা গভর্নর মনে না করে। তিনি সব সময় তাঁর অনুসারীগণকে তাঁর সম্মানে কোন উপাধি ও সম্মানীয় খেতাব দিতে নিষেধ করতেন। তাঁর কোন সভাষদ বা মন্ত্রী ছিল না। তাঁর ছিল কয়েক জন উপদেষ্টা ও সচিব এবং একটি মোহর, যার ওপর খোদিত ছিল, "আল্লাহর নবী মুহাম্মদ।"

এটাই ছিল তাঁর আংটির মোহর। তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহর বিধৃত হয়েছিল তাঁর আদর্শ, বিশ্বাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্টের মাঝে এবং তাঁর সম্পর্কে য়াছরিব ও মক্কার সর্বত্র লোকদের মুখে যে কথা প্রচলিত হয়ে পড়ে—তার মধ্যে।

www.pathagar.com

১০

## একটি একক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

"আল্লাহর চুক্তি ও সন্ধি এক। মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিও সকল মুসলমানের ওপর বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই চুক্তি অত্যাচারী ও অপরাধীকে রক্ষা করে না।

—মহানবী ও য়াহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি থেকে।

ভ্রাতৃত্বের সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদ মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং আউস ও খযরয গোত্রের মুসলমান, হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারীগণের মধ্যেকার সুসম্পর্ক নস্যাৎ করার জন্য মোনাফেকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। এই পর্যায়ে মুহাম্মদ তাঁর কাজের সফলতা সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থাবান হওয়ার পর তিনি আউস ও খযরয গোত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এই সময় এই দুই গোত্রের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। মুহাম্মদের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্তে নিয়োজিত কয়েকটি য়াহুদী গোত্রের দিকেও তিনি মনোনিবেশ করেন। এই পর্যায়ে মুহাম্মদ একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবীদ ও সমাজ চিন্তাবীদ হিসাবে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করেন। তিনি নগরে শান্তি, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে য়াহুদী প্রধানদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। য়াহুদীরা আল্লাহর উপাসনা করত এবং তাদের ছিল আসমানী কিতাব। মুহাম্মদ তাদের প্রতি এমন সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেন যে আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং কয়েক জন রাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। য়াহুদীরা যেভাবে রোযা রাখতো, তিনিও সেইভাবে রোযা রাখেন এবং মুসলমানদের জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর এই কাজের ফলে য়াহুদীদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায় এবং মুহাম্মদের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করত যে য়াহুদী ধর্মের একটি শাখা হলো ইসলাম। মুহাম্মদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা তার প্রস্তাব মোতাবেক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়।

এই চুক্তি, এই ঐতিহাসিক দলিলকে সেই সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মুহাম্মদ নিজেই এই চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করে তা য়াহুদী ও য়াছরিবের অন্যান্য গোত্রের সাথে বিনিময় করেন ঃ

"পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে।

"আল্লাহর নবী মুহাম্মদ কর্তৃক বিশ্বাসী, কুরাইশ ও মদীনার মুসলমান এবং তাদের অনুসারী, সমর্থনকারী এবং জেহাদে অংশগ্রহণকারী এবং যারা অন্যান্য লোক থেকে পৃথক একটি সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। প্রবাসী কুরাইশরা আগের মতই তাদের প্রথাসমূহ পালন করবে এবং তারা একত্রে তাদের রক্তের ঋণ প্রদান করবে। তারা বন্দীর মুক্তিপণ দেবে। বিশ্বাসীদের মধ্যেও তা সমান ভাবে এবং ন্যায় বিচারের সাথে প্রতিপালিত হবে। বাণূ আউফ গোত্রের লোকেরাও তাদের প্রথাসমূহ পালন করবে এবং তাদের যে কোন ব্যক্তির 'রক্তের অর্থের' জন্য তারা দায়ী থাকবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দেবে এবং তা সমান ভাবে ও ন্যায় বিচারের সাথে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। (এখানে সাইদা, হারিছ, জুসাম, নাজার, আমর বিন আউফ, নাবিত ও আউস গোত্রসহ সকল গোত্রের নাম চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।)

"বিশ্বাসীরা তাদের পরিবারের কোন ঋণী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করবে না বরং মুক্তিপণ বা রক্তের অর্থ যথাযথ ভাবে এবং সততার সাথে প্রদান করবে। কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাসী ভৃত্য তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির বিশ্বাসী সাথে চুক্তি করতে পারবে না।

"কোন ব্যক্তি, যদি সে কোন বিশ্বাসীর পুত্রও হয়, যদি অত্যাচারী হয় বা অন্যায় ভাবে কাজ করে অথবা অপরাধ বা আইন অমান্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ ও দুর্নীতির উৎসাহ যোগায়, তাহলে আল্লাহভক্ত বিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবে।

"কোন বিধর্মীকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে না অথবা কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য করবে না। আল্লাহর চুক্তি ও সন্ধি একটাই। এই চুক্তি ও সন্ধির

www.pathagar.com

সীমার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে নগণ্য কেউ কোন চুক্তি সম্পাদন করলে তা সবার ওপর প্রযোজ্য হবে। বিশ্বাসীরা সবাই একে অন্যের বন্ধু এবং অন্য কারও সাথে তাদের কিছু করার নেই। য়াহুদীদের মধ্যে কেউ মুসলমানদের অনুসরণ করলে সে একজন বিশ্বাসীর মতই সাহায্য, সহযোগিতা ও সমান সুযোগ পাবে। কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার বিরুদ্ধে আমরা কারও সাহায্য করব না। কারণ বিশ্বাসীদের শান্তি একক ও অবিভাজ্য। কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর সাথে মতৈক্য ছাড়া শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবে না, কারণ উভয়েই আল্লাহর পথে বিবাদে উপনীত হয়েছে। অবশ্যই ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

"আমাদের সাথে যোগদানকারী একটি গোত্রের সকল সদস্যই যুদ্ধে যোগদান করবে। বিশ্বাসীরা একে অন্যের জামিনদার কারণ সব রক্তপাত আল্লাহর সেবার উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ-ভক্ত বিশ্বাসীরা সঠিক পথ ও নির্দেশের অনুসারী। কোন বিধর্মী কুরাইশদের কোন সম্পত্তি বা ব্যক্তিকে নিজের নিরাপত্তায় নেওয়ার অধিকারী নয় এবং কোন বিশ্বাসীকেও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোন বিশ্বাসীকে কেউ অন্যায় ভাবে হত্যা করলে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ তা নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে হত্যা করা যাবে যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট না হয়। যদি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সকল বিশ্বাসীই তার বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করবে, কারণ তাদের জন্য উপযুক্ত আর কোন উপায় নেই। এই চুক্তি, আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন বিশ্বাসী ধর্মে নতুন প্রথা সংযোজনকারী কাউকে সাহায্য করার অধিকারী নয়। এ ধরনের কোন লোককে কেউ সাহায্য করলে বা আশ্রয় দিলে শেষ বিচারের দিন তাকে ক্রোধান্বিত আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং সেদিন কোন মুক্তিপণ বা অনুতাপ গৃহীত হবে না। কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে মহান আল্লাহ ও তাঁর নবীর স্মরণাপন্ন হবে। য়াহুদীরা যখন যুদ্ধে মুসলমানদের সাথী হবে তখন তারা নিজেদের খরচ নিয়ে আসবে। আউফ গোত্রের য়াহুদীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের আইনের অধীন থাকবে। কিন্তু তারা তাদের ধর্ম অনুসরণ করবে এবং মুসলমানরা অনুসরণ করবে তাদের ধর্ম।

www.pathagar.com

"তাদের ক্রীতদাস ও ভৃত্যরা একই আইনের অধীন থাকবে। তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে বা কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, সে এই আইনের অধীন থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। নজ্জার গোত্রের য়াহুদীদের আউফ গোত্রের মত মনে করতে হবে এবং একই ভাবে মনে করতে হবে কুসাম ও সালাবা গোত্রের য়াহুদীদেরকে। তারা সবাই মুসলমানদের মত একই সম্প্রদায়ের আইনের অধীন। তবে যারা অন্যায় কাজ করে বা কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের কথা ভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে তারা এবং তাদের পরিবারবর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

"জাফনা গোত্রকে সালাবা গোত্রের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে সেই ভাবেই দেখতে হবে এবং আউফ গোত্রের মত দেখতে হবে সাতিবা গোত্রকে। মুসলমানদের মত তারা একই সম্প্রদায়ের আইনের অধীন বলে গণ্য হবে। সালাবা গোত্রের ক্রীতদাসদের ওপর একই ধরনের আইন প্রযোজ্য হবে এবং য়াহুদীদের পরিবারবর্গ ও তাদের সহযোগীরা থাকবে তাদের আইনের অধীন। মুহাম্মদের প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত কেউই তাদের সীমানার বাইরে যেতে পারবে না। তাদের কারও রক্ত বৈধ হবে না এবং কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির রক্ত ঝরালে সেই ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তির পরিবারের কাছে তার নিজের জীবনকে দণ্ড হিসেবে প্রদান করতে হবে যদি না সেই ব্যক্তি তাদের হাতে দণ্ড ভোগ করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহই সেই কাজের জন্য অনুমোদন দেবেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে য়াহুদীরা তাদের নিজের খরচের জন্য দায়ী থাকবে এবং মুসলমানরা দায়ী থাকবে তাদের নিজের খরচের জন্য। এই দলিলে উল্লেখিত কোন গোত্রের বিরুদ্ধে কোন গোত্র যুদ্ধ ঘোষনা করলে তারা তাকে এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে আলোচনা ও নিরপেক্ষ আচরণ করবে এবং অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরানো থেকে বিরত থাকতে হবে। চুক্তিবদ্ধ কোন লোকের সাথে অন্যায় আচরণ করা যাবে না এবং অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিকে প্রত্যেকেরই সাহায্য করতে হবে। যুদ্ধ চলা অবস্থায় য়াহুদীরা মুসলমানদের সাথে একসাথে বাইরে যাবে। এই সন্ধির অনুসারীগণকে য়াছরিব নগরীকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সেখানে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না, প্রতিবেশীকে নিজের মতই উত্তম বলে গণ্য করতে হবে এবং এটা যথার্থ নয় যে, সে তার প্রতি

www.pathagar.com

কোন অন্যায় আচরণ করবে। কাউকে তার আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেওয়া যাবে না। এই সন্ধির অনুসারীদের মধ্যেকার সব মত পার্থক্য ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদের স্মরণাপন্ন হতে হবে। এই দলিলে যা আছে তাতে আল্লাহ সম্মতি দেবেন।

"কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদের সাহায্য ও আশ্রয় দেয়া যাবে না। এই দলিলের অনুসারীরা য়াছরিব আক্রমণকারী যে কোন লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং এর প্রতিরক্ষায় সাহায্য করবে। তাদেরকে শান্তির আহবান জানানো হলে তাদের তা গ্রহণ করা উচিৎ এবং তারা যদি নিজেরাই শান্তি কামনা করে তাহলে যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেই ব্যক্তি ছাড়া বিশ্বাসীদের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

"আউস গোত্রের য়াহুদী তাদের দাস-দাসী ও পরিবারের সদস্যবর্গ এই দলিল স্বাক্ষরকারীগণের মত সমঅধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে হবে। কোন ব্যবসায়ী এই চুক্তির সুবিধা ভোগ করবেন এবং আল্লাহ নিজেই এই দলিলের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ও সৎ পদ্ধতি অনুমোদন করবেন।

"অত্যাচারী ও অন্যায়কারীকে এই পত্র রক্ষা করবে না। অত্যাচারী ও অন্যায়কারী ছাড়া যে কেউ মদীনায় থাকবে তারা নিরাপদে থাকবে, আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ ধার্মিক ও সঠিক পথের অনুসারীদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন।"

বিভিন্ন গোত্র ও উপ-গোত্রের প্রধান ও নেতৃবৃন্দ যেদিন এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন সেদিন বিশ্বাসীরা খুবই আনন্দিত হয়। প্রত্যেকটি গোত্রের প্রধান এর একটা কপি রেখে দেয় এবং য়াছরিবের অন্যান্য গোত্রের লোক-দের কাছে এর কপি বিতরণ করা হয়। তারা দলিলের এই কপিকে অতি মূল্যবান হিসেবে সংরক্ষণ করে। বিশ্বাসীদের মিটিং ও জমায়েতে এই সন্ধির কথা আলোচিত হয়।

এই প্রথমবারের মত আরব গোত্রের একটি অংশ একটি একক সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হয় এবং তারা একে অন্যের সাথে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর আগে আরবরা কখনই কোন চুক্তিতে এমন দৃঢ় ও স্থির সংকল্পে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারে নাই। ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিরক্ষার এই চুক্তি অতি কম সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ফলে বিশ্বাসীদের মন একদিকে যেমন বিত্তশালী কুরাইশদের আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয় তেমনি তারা তাদের নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বর্গীয় নির্দেশাবলী বাস্তবায়ণ ও আভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

বিধি প্রণয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার সুযোগ পায়। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই অধিকাংশ বিধি ও নির্দেশ নাজিল হয়।

দান খয়রাত করা ও রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কোন্‌টা অনুমোদিত এবং কোন্‌টা অননুমোদিত তার বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে দণ্ড-সংহিতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ইবাদতের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়া এবং মহানবীর সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রথম দিকে মক্কায় দুইবার এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনবার দীর্ঘ এবং দুইবার স্বল্প মোট পাঁচবার নামাজ আদায় কার্যকর হয়।

মুহাম্মদের য়াছরিব আগমনের পর মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদেরকে একসাথে জড়ো করার জন্য ডাক দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খৃস্টানরা শিঙা ফুঁকে বা ঘন্টা বাজিয়ে যেভাবে লোক জড়ো করত, মুহাম্মদ তা অনুসরণ করতে চান নাই। তিনি চিন্তা করলেন যে, মুসলমানদের কর্তব্যের কথা একটা কথার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সেই উত্তেজক শব্দগুলি ধ্বনিত হবে। এভাবেই আজান প্রবর্তিত হয় যা এখনও প্রচলিত আছে। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী বিলালকে এই দায়িত্বে প্রথম নিয়োগ করা হয়।

একদা এক সূর্যাস্তের সময় সর্ব প্রথম বিলালের কণ্ঠে আজানের এই ধ্বনি শোনা যায়। তিনি একজন মুসলমান সম্ভবতঃ আবু আইউবের গৃহের ছাদ থেকে আজান দেন। আজানের এই বাক্যগুলি মানুষের মুখে মুখে, এক হৃদয় থেকে আর এক হৃদয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং পরদিন নামাজের সময় বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ আজান শোনার জন্য উক্ত বাড়ীরে কাছে গিয়ে জমায়েত হয়ঃ

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আসহাদু-আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু (২ বার), আসসাহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (২ বার) হাইয়্যালাচ্ছালাহ (২ বার) হাইয়্যালাল ফালাহ (২ বার) আল্লাহু-আকবর, আল্লাহু আকবর।

সেই দিনের পর থেকে আজান ধ্বনি প্রচারিত হওয়ার সময় একক এই সম্প্রদায়ের রক্ত প্রবাহে নতুন ধর্ম ও বিশ্বাসের ধাবমান গতি দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে বিস্তৃত হতে থাকে।

www.pathagar.com

১১

# য়াহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে

"এই লোকটি মহৎ। কালের ললাটে তাঁর উপস্থিতি সর্বদা আলোকজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে থাকবে এবং চরম লক্ষ্যের প্রান্ত দেশে তিনি অর্জন করবেন সর্বোচ্চ গৌরব ও সম্মান আমরা তাঁর সহযোগী হই বা না হই।"

যাছরিবের য়াহুদীরা শহর এলাকায় ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তারা মুহাম্মদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত কাছে থেকে এবং গভীর মনোযোগের সাথে প্রত্যক্ষ করে। তারা ভাল করেই জানত যে, এই লোকটির বিপ্লবী আন্দোলনের ফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হবে। তারা তাঁর সাথে যোগ দিতে চায় নাই এবং তাঁর সাথে গোলমাল করার ইচ্ছাও পোষণ করে নাই। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পরিষদের কাজ ছিল ইসরাইল য়াছরিব ও আরব দেশগুলির লোকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা। য়াছরিবে মুহাম্মদের আগমনের পর এই পরিষদ একাধিক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারা বার বার শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথই অনুসরণ করে। মুহাম্মদ যেদিন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সন্ধি স্থাপন করে সেদিনও য়াহুদীরা এক বৈঠকে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে।

সালাম বিন মিসকাস বলল "বর্তমান সময়ে আরবরা তাদের সকল শক্তি মুহাম্মদের হাতেই ন্যস্ত করেছে। আমাদের মধ্য থেকে শুনেছি যে, একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর উপস্থিতির সকল উপকার লাভে তারা সর্বাত্ম প্রচেষ্টা নিয়েছে। অপরপক্ষে মুহাম্মদও তাদেরকে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। ধর্মের বিস্তারে তিনি এই সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করতে চান।"

য়াছরিবে বিরাট ভূ-সম্পত্তি ও বাগানের মালিক আজর এই কথায় সম্মতি দিয়ে বলল, "মুহাম্মদ আমার দাস সালমান দি পার্শিয়ানকে নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে। আমি তার দাস মুক্তির জন্য সম্ভাব্য সকল কঠিন শর্ত আরোপ করেছিলাম। কিন্তু সালমান মুহাম্মদের অনুসারীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তার সব ক'টি পূরণ করেছে। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের তাঁকে তিন'শ খেজুর চারা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজে চল্লিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেছেন। আর এখন তিনি আবু দরদা নামক এক ব্যক্তিকে তার ভাই মনোনীত করে দিয়েছেন। আপন ভাই হিসেবে সালমান তার সম্পত্তিরও অংশ লাভ করবে।"

কিনানা বিন রা'বি বলল, "তিনি মিথ্যা নবী উমাইয়া বিন আবু সল্ট-এর মত। তিনি ইব্রাহিম ও ইসমাইল সম্পর্কে কথা বলেন, মূর্তিকে ঘৃণা করেন এবং তিনি একই পন্থায় ঐশ্বরিক নবীত্বের দাবী করেন—আমি নিশ্চিত যে তিনি তাঁর পূর্বাগামীদের মত সমভাগ্য বরণ করবেন।"

তোরা গোত্রের নামকরা য়াহুদী পণ্ডিত আবদুল্লা বিন সুরাইয়া এই জমায়েতের মাঝে বসেছিলেন। তাঁকে সকলে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মান করত। মুহাম্মদের প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল অনমনীয়। তবু এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন বলে স্পষ্ট বুঝা গেল।

"না, তিনি তার থেকে পৃথক ধরনের লোক," তিনি আস্তে আস্তে বললেন। "নবীর খোদা ভক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত টিলা পোশাক সেই মিথ্যা নবী পরিধান করতেন না, তাঁর সাহস বা স্বদেশানুরাগ কোনটাই ছিল না।"

"তাঁর অধিকাংশ বাণীই আমাদের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ," হাজ্জাজ বিন আমর বললেন, "তিনি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা বলেন, বেহেশত্, দোজখ ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলেন এবং বলেন বিচার দিবস, হিসাব-নিকাশ ও ওজনের কথা। তিনি মূর্তি পূজা প্রত্যাখান করেন এবং মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন।"

আজিজ বিন আজিজ তাঁর কথায় একমত হলেন। তিনি বললেন, "মক্কায় থাকার সময় মুহাম্মদ কখনও রোযা রাখার কথা বলেন নাই। কিন্তু য়াছরিবে তিনি যখন দেখতে পান যে আমরা য়াহুদীরা আশুরা মাসে দশ দিন রোযা রাখি তখন তিনি কয়েকজন য়াহুদীকে এই রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তারা তাঁকে জানায় যে, এই কয়দিন মূসা (আঃ) রোয়া রাখতেন, এই দিন গুলিতে আল্লাহ ইসরাইলের শিশুদের তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ফেরাউনের লোকদের সাগরে ডুবিয়ে

www.pathagar.com

মারেন। 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসার নিকটবর্তী'—মুহাম্মদ বল্লেন এবং পরদিন তিনি নিজে রোযা রাখেন ও তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন তারা যেন আশুরা মাসে দশদিন রোযা রাখে।"

আজিজ কিছু সময়ের জন্য থামেন, তিনি ছিলেন চিন্তামগ্ন। 'পরে আমি শুনি যে, আমাদের খাদ্য মুসলমানদের জন্য বৈধ এবং আমাদের কন্যাদের বিয়ে করার অনুমতিসহ একটি আয়াত নাযিল হয়েছে'ঃ

"·····যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদেরই খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্ব যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো..." ( কুরআন ৫ঃ৫ )

হাসিন-বিন-সালাম বললেন, "আমার মতে তাঁর ধর্মের নীতি আমাদের ধর্মীয় নীতির প্রায় সমান। এই দুই ধর্মের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? ধর্মের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐশ্বরিক নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন এবং এই নির্দেশ মূসা বা মুহাম্মদের মুখ থেকে আসুক না কেন সেটা বড় কথা নয়। আমাদের প্রতি মূসার যেমন আকর্ষণ ছিল তেমনি আরবদের প্রতিও মুহাম্মদের আকর্ষণ আছে। তিনি যখন মক্কায় ছিলেন তখনও আমরা তাঁর বাণী শুনেছি। মূসাব বিন উসাইর যখন খযরয গোত্রের লোকদের সাথে এসে আমাদের কাছে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর আন্দোলন নিখুঁত ও অভ্রান্ত এবং তা জ্ঞানালোকের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উদ্দেশ্য আরবদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা, লোকদের এক আল্লাহর দিকে আহবান করা এবং তাদের চিন্তাধারাকে মূসার শিক্ষার দিকে পরিচালিত করা। এখন তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং আমরা নিজেরাই এসব বিষয় এখন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। মরুভূমিতে বসবাসরত লোভী রক্ত-পিপাসু আরবদের চেয়ে তিনি আমাদের ও আমাদের ধর্মের অনেক নিকটবর্তী। তাঁর লোকদের নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং তাদেরকে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে শহরে বসবাসে উৎসাহ দিন।"

এই পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন সাইফ তাঁর কথায় বাধা দিলেন, "সম্ভবত শেষ পর্যায়ে মুহাম্মদ আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবেন।"



www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া মৃদুভাবে হেসে উঠলেন। তার হাসি ছিল ঘৃণাপূর্ণ।

"মুহাম্মদ আমাদের ধর্মে যোগ দেবে। আমি তাঁর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি এবং য়াছরিবে তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রদর্শন করেছেন তাতে তিনি আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। বরং তিনি হয় তোমাদের সকলকে নির্মূল করে দেবেন আর না হয় তিনি তোমাদের সকলকে তাঁর অনুগত অনুসারী করে তুলবেন।"

উপস্থিত সকলে তাঁর কথা অধীর আগ্রহে শুনছিল। সুরিয়া তাঁর বক্তব্য থামিয়ে চিন্তামগ্ন হলেন। অতঃপর বললেনঃ

"মূসাও তাঁর বাণী থেকে মুহাম্মদ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন—হতে পারে তা নিজের সুবিধার জন্য অথবা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। তিনি নবী হওয়ার প্রথম বছরে সূরা কাহফের যে আয়াতসমূহের ঘোষণা দেন তার সাথে 'ডালমুদ'-এ বর্ণিত গুহার লোকদের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। অথবা কুরআনের এই আয়াতটি দেখুনঃ

"....যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তা হলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ সীমা লংঘন-কারীদের সৎপথে পরিচালিত করেন না। (কুরআন—৪৬ঃ১০)

এই সূরায় আরও বলা হয়েছেঃ

"মুমিনদের সম্পর্কে কাফেররা বলে, 'ইহা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের অগ্রগামী হতো না।' তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, 'ইহাও কি পুরাতন মিথ্যা'। এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ-স্বরূপ, এই কিতাব তার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘন-কারীদের সতর্ক করে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দেয়।" (কুরআন—৪৬ঃ১১-১২)।

বৃদ্ধ য়াহুদী পুনরায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তিনি তাঁর লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন। উপস্থিত য়াহুদীরা তাঁর দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিলেন।

"তের বছর পূর্বে মুহাম্মদ মক্কায় বিশেষ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করার সময় সেখানে য়াহুদীদের চেয়ে খৃস্টানদের সংখ্যা বেশী ছিল। তবু মুহাম্মদ

www.pathagar.com

ঈসা (আঃ) ও কুরআনে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে খুব কম বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর নবী হওয়ার দশম বছরে তিনি মরিয়মের পুত্র ঈসা সম্পর্কে কম বেশী বক্তব্য রাখেন। এ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেও কোন কারণ খুঁজে পাই নাই। হতে পারে যে, ঈসার শিক্ষার চেয়ে আরবদের কাছে য়াহুদীদের শিক্ষা অধিক গ্রহণীয় ছিল। সাধারণ ভাবে আরবরা খৃস্টান ধর্মের চেয়ে আমাদের ধর্মের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আত্মিক ভাবেও তারা আমাদের চিন্তাধারার সাথে জড়িত। আমরা আমাদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে তাদের কাছে অনেক বলেছি এবং সেই কারণে তারা আমাদের ধর্মীয় নীতির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। অতি সম্প্রতি আমি তাঁর মুখে কুরআনের একটি আয়াত শুনেছি যেখানে আরবদের এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহর নির্দেশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহলে তিনি ফেরাউনের জনগণের ওপর আপতিত প্লেগ দ্বারা তাদেরকে নির্মূল করে দেবেন।"

তিনি কুরআনের আয়াতটি মনে করার চেষ্টা করলেন এবং তৎপর আবৃত্তি করলেনঃ

"আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট, কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম" (কুরআন-৭৩ঃ১৫-১৬)।

কিছুদিন আগে কুরাইশরা মক্কা থেকে কাতার বিন হারিছ এবং উকবা বিন আবু মুইতকে আমার কাছে পাঠায়। তারা মুহাম্মদের কাছে পেশ করার জন্য আমাকে কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত করার কথা বলে। আমি মুহাম্মদের চিন্তার গতিধারা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফের আয়াতের পুরো কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানাই।

"কুরআন শরীফের আয়াতগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তা পাঠ করি। এই আয়াতগুলির মধ্যে ছিল মূসা ও তাঁর লাঠির কথা, ফেরাউন ও তাঁর স্ত্রীর কাহিনী এবং ফেরাউনের জনগণকে সতর্ক করে মূসার মাধ্যমে আল্লাহ যে নয়টি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন তার বিবরণ। এ ছাড়া এই আয়াতের মধ্যে ছিল রোজা, নামাজ, বিয়ের বাগদান ও ইজারা প্রদানের নিয়মাবলী।' কুরআন

www.pathagar.com

ও তওরাতের মধ্যে আমি বিরাট সাদৃশ্য লক্ষ্য করলাম। বস্তুতঃ মুহাম্মদের নির্দেশ শুধুমাত্র তওরাতের মত ছিল না, সত্যিকারভাবে এগুলি ছিল তওরাতের অস্পষ্ট প্রকাশ। আরও লক্ষণীয় যে, কুরআনের কয়েক শত আয়াতে মূসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঈসার নাম সেই তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগও করা হয় নাই। সেই কারণে মুসলমানদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার অনীহা থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, মুহাম্মদের সাথে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই শ্রেয়।"

বৈঠকের আলোচনা মহানবীর অনুকূলে যায়। এমনকি কয়েকদিন পর মহানবী যখন সারমর্মসহ তাঁর পত্র এবং তাঁর তৈরী সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত করেন তখন তা গ্রহণ করা হবে কি হবে না এই নিয়ে উচ্চ পরিষদে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়।

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য উত্থাপন করেন আজল বিন স্যামুয়েল। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদ একটি একক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সকলের ওপর তাঁর ধর্ম চাপিয়ে দেবেন। অপর দিকে তালমুদ বলেন যে, 'কারও ওপর আমরা আমাদের ধর্ম চাপিয়ে দেব না'।

অনেকে এই সন্ধির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। তারা দাবী করে যে, য়াহুদী সম্প্রদায় এখন যদি তাকে (মুহাম্মদকে) শক্তিশালী করে, তাহলে এমন একদিন আসবে যখন মুহাম্মদ তাদের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করবে।

আজলের বক্তব্যের জবাবে হাসিন বিন সালাম বললেনঃ

"এই দলিলে (বা সন্ধিতে) ধর্মের কথা বা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার কোন কথা নেই। এতে স্পষ্ট করে বলা আছে। যে, প্রত্যেকে তার নিজের ধর্ম পালন করবে এবং কেউ অন্যের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবে না। অন্যদিকে এই সন্ধি আমাদের আরবদের থেকে, আমাদের জীবিকার ওপর তাদের আক্রমণ থেকে এবং ঝগড়া-বিবাদের পরিণতি যুদ্ধ থেকে রক্ষা করবে। এই শহরের কোন শক্তি যদি শহরবাসীর কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাহলে সেই শক্তি আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে। এই শহরের সম্পদ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি সবই আমাদের হাতে। আমরা শহরের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি, আমরা ফলের গাছ লাগিয়েছি, আমরা কৃষি ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেছি, চাষ

www.pathagar.com

কাজের জন্য এবং উচ্চ ভূমিতে কূয়া খননের জন্য আমরা যন্ত্রপাতির উন্নয়ন করেছি। আমাদের জনগণ শহরের কৃষি ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের মহিলারা সর্বোত্তম বস্ত্র বুনন করে।

"কায়নূকা এলাকায় সঞ্চিত রয়েছে আরব দেশগুলির সোনা ও রূপা। তাছাড়া হেজাজের উত্তরাঞ্চলের সব খেজুর, বার্লি ও গমের ব্যবসা আমাদের হাতে। আমরা যা চাই তা হলো শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তা নিশ্চিত করতে পারলে আমরা মক্কা ও তার ব্যবসাকে করায়ত্ত করতে পারব। মুহাম্মদ যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন তা কার্যকর হলে য়াছরিবের মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিশ্বের সব শহরকে অতিক্রম করবে এমনকি তা ঈসার আবির্ভাবের পূর্বের শতাব্দীতে রোমান সম্পদে সম্পদশালী প্যালেস্টাইনের গৌরবকেও অতিক্রম করবে। এই সময় আমাদের পবিত্র শহর উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয় এবং শহরের জনসংখ্যা ছিল তখন প্রায় চার মিলিয়ন। তোমার দাবীর মধ্যে কোন যুক্তি নেই যে, মুহাম্মদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁকে শক্তিশালী করলে ভবিষ্যতে তাঁকে নিবৃত্ত করার কোন ক্ষমতা আমাদের থাকেবে না। ক্ষমতা আমদের হাতে। আমরা অস্ত্র তৈরী করি—শহরের য়াহুদী জনগণ তরবারী, বর্ম এবং যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্র তৈরী করে। সুতরাং তিনি তাঁর ইচ্ছামত আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবেন বা আমরা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারব না, এমন কোন ভয়ে ভীত হওয়ার কারণ নেই। বর্তমানে তাঁর বিরোধীতা করার কোন কারণ নেই।"

আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "ক্ষমতা থাকে অন্তরে তরবারীতে নয়। আর অন্তর বলশালী হয় ধর্মীয় বিশ্বাসে। মুহাম্মদের এ দুটো জিনিসই আছে।"

হাসিন বললেন, "সুরিয়ার বক্তব্যের সাথে আমি ঐক্যমত পোষণ করি। বেশ কয়েক দিন পূর্বে আমরা কয়েকজন আমাদের সবচেয়ে বড় 'রাবী'র সাথে কথা বলি। সুরিয়াও আমাদের দলে ছিল। আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে তাকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি আমাদের তিরস্কার করেন এবং মুহাম্মদের সাথে সন্ধি করার বিষয়টি সমর্থন করেন। পরিশেষে তিনি মুহাম্মদের জন্ম তারিখের ওপর ভিত্তি করে যে কোষ্ঠী গণনা করেছেন তার ফলাফল আমাদের জানান। 'ইনি একজন মহান ব্যক্তি। আমার মতে, তাঁর উপস্থিতি কালের কপোলে আলো ও উজ্জ্বলতার চিহ্ন স্বরূপ এবং ভাগ্যের প্রান্ত দেশে সম্মান ও গৌরবের সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

চূড়া বিশেষ। তিনি ইতিহাসের গতিধারায় একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করবেন। তোমরা তাঁর সাথে যোগ দাও অথবা না দাও, সময় ও কালের এই বিপ্লবে তিনি তাঁর আলোকচ্ছটা বিকিরণ করবেন। দুর্ভাগ্যবশত, এটাই ঘটবে।" হাসিন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

"এই বৃদ্ধ রাবী এমন দৃঢ়তার সাথে তাঁর বক্তব্য উত্থাপন করেন যে, এ সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত তোমরা মুহাম্মদের সন্ধি গ্রহণ করবে কি করবে না।"

জমায়েতে আগত য়াহুদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। বিরুদ্ধপক্ষ থেকে আর একটা কথাও উত্থাপন করা হলো না। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই বৈঠকের সমাপ্তি হলো। বৈঠক ত্যাগ করার সময় তাদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলঃ

"তাঁর উপস্থিতি কালের কপোলে আলো ও উজ্জলতার প্রতীকস্বরূপ এবং ভাগ্যের প্রান্তদেশে সম্মান ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়া বিশেষ। তোমরা তাঁর সাথে যোগ দাও অথবা না দাও, সময় ও কালের এই বিপ্লবে তিনি তাঁর আলোকচ্ছটা বিকিরণ করবেন। দুর্ভাগ্যবশত এটাই ঘটবে।"

পরদিন য়াহুদী নেতৃবৃন্দ হরিণের চামড়ার ওপর লিখিত মুহাম্মদের প্রস্তাবিত সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন।

www.pathagar.com

১২

# "আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে আমি কখনও জানি নাই"

"আয়শা, খোদার কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে আমি কখনও জানি নাই। আল্লাহ বেহেশ্‌তে খাদিজার জন্য একখানি মুক্তার ঘর তৈরী করেছেন। সেখানে কখনও ঝগড়া-বিবাদ বা উচ্চ স্বর ধ্বনিত হবে না।" —মহানবী

বারো মাস পরে মসজিদ নির্মাণ ও আল্লাহর নবীর আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর গাজের গুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কিবলা ছিল জেরুজালেমের দিকে। পরে যখন মুসলমানদের কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তিত হয় তখন এই মসজিদের কিবলা ছিল দুটি, এজন্যই এই মসজিদটি 'দুই কিবলার মসজিদ' বলে পরিচিত।

মসজিদের আচ্ছাদিত অংশের এক কোণায় কয়েকটি কামরা মহানবীর আবাসগৃহের জন্য রাখা হয়। খাদিজার পর মহানবীর প্রথম স্ত্রী সওদা, এরই একটা কামরায় থাকতেন।

আয়েশা যখন আবু বকরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে উটের বহরে মদীনায় আসেন তখন মহানবী মসজিদের আবাসগৃহে তাঁকে নিয়ে আসেন নাই। এই সময়ের কয়েক মাস পরও তাঁদের বিয়ে হয় নাই। এই স্থানে মহানবীর জন্য সর্বমোট নয়টি কামরা তৈরী করা হয়। এই কামরাগুলির অধিকাংশই ছিল মাটির তৈরী এবং ছাদ ছিল খেজুর গাছের গুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। অবশ্য কয়েকটি কামরার দেওয়াল ছিল পাথরের। প্রত্যেকটি কামরার উচ্চতা ছিল খুবই কম এবং তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যেত। দরজায় কোন ঘণ্টা ছিল না। ফলে আগন্তুককে আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করতে হতো। মহানবীর কামরায় ছিল একটি বিছানা। বিছানাটি ছিল খেজুর গাছের পাতলা ফালির সাথে চামড়ার পাতলা ফালি দ্বারা বাঁধা। মহানবীর ইন্তেকালের পর এবং উমাইয়া বংশের ক্ষমতা গ্রহণের সময়

www.pathagar.com

এই কামরাগুলি মসজিদের সাথে একীভূত করা হয় এবং মহানবীর বিছানা চার হাজার দিরহাম দিয়ে একজন মুসলমান ক্রয় করে নেন।

মদীনায় হিজরত করার সাত মাস পরে মহানবী আবু বকরের বাড়ীতে আয়েশাকে বিয়ে করেন। আবু বকরের বাড়ী ছিল সুনায়—মদীনার কেন্দ্র থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। আয়েশা ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি মসজিদ-সংলগ্ন কামরায় অবস্থান করেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং উৎসুক মনের অধিকারিনী। তাঁর বাকভঙ্গী এবং শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ছিল প্রীতিপূর্ণ এবং জীবন্ত। তিনি হিজরতকারী ও আনসারদের স্ত্রীদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতেন এবং তাদের জমায়েতে যোগ দিতেন। তাঁর কাছে গল্প, উপকথা এবং কবিতা ছিল খুবই প্রিয়। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বান্ধবী ছিল। এর মধ্যে একজনের নাম উম্মে দারাহ। এই মহিলা ছিলেন আয়েশার সর্বক্ষণ সাথী এবং সমান বয়সী। তিনি সব সময় তাঁর পাশে থাকতেন। তিনি আয়শার চুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন এবং অতি সযত্নে তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। আয়শা তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একদিন এক মুসলিম মহিলা তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন।

"আমি তোমার মা নই," আয়শা খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, আমি তোমাদের জনগণের মা।"

তিনি মহানবীর সাথে মাত্র নয় বছর বসবাস করেন এবং মহানবী যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স আঠার বছরের বেশী ছিল না। মহানবীর ইন্তেকালের পর তিনি মহানবী সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণনা করেন। নীচের কাহিনীটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হলো।—

তিনি বলেনঃ "আল্লাহর নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে আমি কেন শ্রেষ্ঠ তার দশটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আমিই ছিলাম কুমারী। দ্বিতীয়তঃ আমিই একমাত্র স্ত্রী যাঁর পিতা-মাতা তাঁর সাথে হিজরত করেন। তৃতীয়তঃ আমার বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেওয়া হয় সে সম্পর্কে আমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ স্বয়ং আয়াত নাজিল করেন। চতুর্থতঃ জিব্রাইল বেহেশত্ থেকে সাদা সিল্কের কাপড়ের ওপর আমার ছবি এনে মহানবীকে দেখান এবং আমাকে বিয়ে করার কথা বলেন। পঞ্চমতঃ তিনি এবং আমি একই পাত্রের পানিতে গোসল করেছি যা তিনি অন্য কোন স্ত্রীর সাথে করেন নাই। ষষ্ঠতঃ তিনি যখন ইবাদতে রত থাকতেন তখন আমি গৃহস্থালী

www.pathagar.com

কাজ করতাম। এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি অন্য কোন স্ত্রীকে অনুমতি দেন নাই। সপ্তমতঃ তিনি যখন আমার সাথে এবং আমার গৃহে অবস্থান করতেন তখন তাঁর কাছে ওহী নাজিল হত। অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে থাকার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে নাই। অষ্টমতঃ আল্লাহ যখন তাঁর আত্মাকে বেহেশতে নিয়ে যান তখন তিনি আমার বাহুর ওপর ছিলেন, তাঁর মাথা ছিল আমার বুকের ওপর এবং তাঁর মুখ ছিল আমার হৃদয়ের দিকে ফেরানো। নবমতঃ আমার কাছে আসার পালার সময় তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং তিনি আমার সাথে আমার গৃহেই ছিলেন। দশমতঃ তাঁকে আমার গৃহেই সমাহিত করা হয়।"

মহানবীর ইন্তেকালের পর আয়শা সম্পর্কে এ ধরনের অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়।

একদিন কয়েকজন মুসলিম মহিলা তাঁর গৃহে এসে হাজির হয়। উম্মে দারাহ বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন যে, আয়শা তাঁদের সাথে কথা বলুক।

তিনি বললেন, "আপনি হলেন নযদ্ ও হেজাজের সবচেয়ে সুখী মহিলা। যা কিছু ভাল তার সব কিছুই আপনার আছে।"

মদীনার একজন মহিলা তাঁর অসমাপ্ত বাক্য এই বলে সমাপ্ত করলেন, "যুবতী, সুন্দরী সর্বোত্তম স্বামীর অধিকারিণী—এসব সত্যিকার সুখের সামগ্রী।"

"যুবতী," অবজ্ঞাভরে আয়শা উত্তর দিলেন। কথার সূত্র ধরে উম্মে দারাহ বললেন, "যুবতীর চেয়ে সামান্য ছোট।" মদীনার একজন মহিলা বললেন, "তাঁর বয়স অবশ্যই দশ বছর হবে।" অন্য আর একজন বললেন, "দশ বছর।" আয়শা দৃঢ়তার সাথে বললেন, "নয় বছর।"

"আয়শা," উম্মে দারাহ বললেন, "আপনি কি আপনার বিবাহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন? হিজরতকারিণী ও স্থানীয় মহিলারা এ বিষয়ে শুনতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

আয়শা তাঁর কালো চুলে অঙ্গুলি পরিচালনা করলেন। বললেন, "আপনারা কি সত্যিই শুনতে আগ্রহী? তাহলে শুনুন।"

"দুই বছর আগে আমার মা আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে ডেকে নিয়ে একটা কামরার মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এসময় আমার বান্ধবীদের সাথে খেলা করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আল্লার নবীর

www.pathagar.com

স্ত্রী হবে। এই বিবাহ তোমার এবং আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত সম্মাজনক।"

"এটা ছিল শাওয়াল মাস। একই দিনে আল্লাহর নবীর সাথে আমার বাগদান সম্পন্ন হয়। আমি শুনেছিলাম যে, এই বছরটা ছিল মহানবীর নবী হওয়ার দশম বছর। পরে মুহাম্মদ মক্কায় আমাদের বাড়ীতে শেষ-বারের মত এসে অন্য ঘরে আমার পিতার সাথে গোপনে কি কথা বলেন তা আমি জানতে পারিনি। যা আমি জানতে পেরেছিলাম তা হলো, মুহাম্মদ এবং আমার পিতা গৃহত্যাগ করেন এবং কয়েক দিন পর আমাকে বলা হয় যে, তাঁরা য়াছরিবে পৌঁছেছেন। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং মায়ের সাথে য়াছরিব যেতে চাইলাম। অবশেষে আমার পিতা আমাদের মক্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তালহার ওপর ভার দেন। আমাকে একটা উটে করে নিয়ে যাওয়া হয়। মরুভূমি ও আপাতদৃষ্টিতে সীমাহীন ঝিকিমিকি তারা সজ্জিত আকাশ দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। এটাই ছিল আমার প্রথম সফর। নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে আমরা কয়েকটা রাত মরুভূমিতে কাটাই। অবশেষে য়াছরিবের খেজুর গাছ আমাদের কাছে এই বার্তা বয়ে আনে যে, অতি শীঘ্রই আমরা মহানবীকে দেখতে পাব। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমি গোপনে আমার পিতা মাতার কথোপকথন শুনতে পাই। তাঁরা আমার বিয়ে সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

আমার পিতা বললেন, "আমি আল্লাহর নবীকে বিবাহ স্থগিত রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় যৌতুকের অর্থ নেই।" অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বিবাহের খরচের অংশ হিসেবে বারটি নির্ধারিত পরিমাণ রৌপ্য পাঠিয়ে দেন। মহানবী বিবাহের যৌতুক হিসেবে সেই অর্থ ফেরৎ পাঠান এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই এখন যে বাড়ীতে আছি সেই বাড়ীতে আমাদের বিয়ে হয়। আপনাদের শহরে মহানবী হিজরত করার সাত মাস পর এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।"

আয়েশা ক্ষণিকের তরে চিন্তা করলেন। "মুর্তইম-এর পুত্র জুবায়ের-এর সাথে আমার প্রথম বাগদান হয়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আল্লাহ স্বয়ং একটা সিল্কের কাপড়ের ওপরে আমার চিত্র তাঁকে দেখান। একাধিক বার তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন এবং একজনকে বলতে শোনেন, ইনিই আপনার স্ত্রী। নবীগণের স্বপ্ন সব সময় সত্য হয়।"

www.pathagar.com

আয়শা পুনরায় চিন্তামগ্ন হলেন। "শিশুদের সাথে খেলা করার দিনটি এখনও আমার ভালোমত স্মরণ আছে। আমার মা এসে আমার হাত ধরে প্রাঙ্গন থেকে আমার কামরায় নিয়ে যান। তিনি আমার মুখমণ্ডল ধুয়ে দেন, সিল্কের কাপড়ে ঘোমটা পরিয়ে দেন এবং অতঃপর আল্লার নবী যে ঘরে বসেছিলেন সেই ঘরে নিয়ে যান। আমার কালো চুল কোমর পর্যন্ত ঝুলেছিল। আপনাদের শহরে তারা যখন আমাকে মহানবীর সাথে বিয়ের জন্য নিয়ে যেতে প্রস্তুত হন তখনও আমি শিশুদের সাথে খেলা করছিলাম এবং দোলনায় দোলা খাচ্ছিলাম। এটা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।"

মদীনার একজন হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,'কোন্‌টা? দোলনায় দোল খাওয়া না মহানবী।"

মৃদু হেসে আয়শা জবাব দিলেন,"দুটোই।"

"প্রত্যেকে নবীকে ভালবাসেন", উম্মে দারাহ বললেন, "তাঁর অবয়ব ও মৃদু হাসিতে আল্লাহর নূর বিদ্যমান।"

"হ্যাঁ," আয়শা বললেন,"এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে একজন মহিলার স্বামী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।"

উম্মে ফারাহ বললেন,"এবং তিনি আল্লাহর কাছেও প্রিয়।"

মদীনার একজন মহিলা বললেন, "আয়শা, মহানবীর কাছে কিভাবে ওহী নাজিল হত তা আমাদের কাছে বলুন।"

"সে অবস্থা তাঁর জন্য অত্যন্ত ক্লেশকর এবং সকলের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাঁর শরীর ঘেমে যেত।"

মদীনার মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সময় আপনি কি করতেন?"

"এ সময় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম। কারণ এ সময় মহানবীর মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যেত।"

অন্য আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন,"আপনি কি জিব্রাইলকে দেখতে পেতেন?"

"মুহাম্মদের আল্লাহর কছম, হ্যাঁ," আয়শা জবাব দিলেন,"একবার আমি তাঁকে দেখেছি।" আয়শা যখন খুশী হতেন তখন তিনি মুহাম্মদের আল্লার নামে কছম করতেন। কিন্তু যখন তিনি রাগান্বিত হতেন তখন ইব্রাহীমের আল্লাহর নামে কছম করতেন।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন অবয়বে তিনি আবির্ভূত হতেন।"

www.pathagar.com

"তিনি আবির্ভূত হতেন দি'য়া কালবী'র (Dihya Kalbi) অবয়বে এবং তিনি মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন। আল্লাহর নবী বলেন যে, ইনি জিব্রাইল।"

উম্মে দারাহ উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, "মহানবী আয়শাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় স্ত্রী।"

আয়শা বললেন, "মহানবী নিজেই বলেছেন যে তাঁরা একখণ্ড সিল্কের কাপড়ের ওপর আমার মুখচ্ছবি তাঁকে দেখান।"

আয়শা যখন কথা বলছিলেন সেই সময় আল্লাহর নবী সেই স্থানে প্রবেশ করেন।

তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যগত স্নেহশীল স্বরে বললেন "অবশেষে তুমি যুবতী মহিলাদের সাথে মিশতে শুরু করেছ।"

আয়শা বললেন, "আমি এখনও শিশুদের সাথে খেলতে পছন্দ করি। আমি তাদের সাথে দোলনায় দোল খেতে চাই।"

আগত মহিলারা চলে গেলেন। আয়শাও মহানবীর সাথে প্রস্থান করলেন। তাঁর চোখে ছিল ক্ষতিকর চাহনি। তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহর নবী, আমি কি আপনার প্রিয় স্ত্রী নই? আমি জানি আমি আপনার প্রিয় স্ত্রী, কিন্তু একথা আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "তুমি আমার বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয়।" আয়শার তৎক্ষণাৎ স্মরণ হলো যে মুহাম্মদ সব সময় খাদিজার কথা চিন্তা করেন। এমন একদিন প্রায় নাই যেদিন মহানবী গৃহত্যাগ করার সময় প্রশংসার সাথে খাদিজার কথা বলেন না। খাদিজার কথা এখনও তাঁর চিন্তায় আছে কিনা সেকথা আয়শা জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন, "আমি কি আপনার অতীত এবং বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয় নই?"

"আমার অতীত স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয়,—না।"

আয়শার কালো চোখে ক্রোধ এবং ঘৃণার ভাব দেখা গেল। "ইব্রাহিমের আল্লাহর কছম, আপনার জীবন থেকে আল্লাহ যে বৃদ্ধা স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়েছেন তাঁকে কি আপনি এখনও ভালবাসেন? আল্লাহ কি তাঁর চেয়ে উত্তম একজন স্ত্রী আপনাকে দেন নাই? আমি কি খাদিজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই?"

মুহাম্মদ ঘৃণাভরে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি কাউকে কখনও জানিনে। প্রত্যেকে যখন আমাকে প্রত্যাখান করে

www.pathagar.com

আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন সে-ই আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রত্যেকে যখন আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে তখন সে-ই আমাকে সত্যবাদী হিসেবে জানত। সব লোক যখন আমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে তখন সে-ই তাঁর সকল সম্পদ আমার কর্তৃত্বে প্রদান করে। আল্লাহ আমাকে খাদিজার ঔরসে সন্তান দিয়েছেন, অন্য কোন স্ত্রীর কাছ থেকে দেন নাই। না, আয়শা, আল্লাহর কছম, তাঁর চেয়ে উত্তম আমি কখনও কাউকে জানিনে। আল্লাহ্ খাদিজার জন্য বেহেশতে মুক্তার একটি ঘর তৈরী করেছেন।"

মহানবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর কথা বলে কামরা ত্যাগ করলেন। কিছু সময় ধরে আয়শা মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আয়শা তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

'আল্লাহর কছম, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম কখনও কাউকে জানিনে।'

এই কথা আয়শা যতই চিন্তা করতে থাকেন ততই তাঁর কান্না বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

# আসুন আমরা তাঁর অস্তিত্বের দলিল ঘুটিয়ে ফেলি

"যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছিল অতঃপর উহা বহন করে নাই তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" —কুরআন-৬২ঃ ৫

মদীনা শহরে ইসলাম ধর্ম নতুন আলোর সন্ধান দেয়। হৃদয় থেকে হৃদয়ে এবং গৃহ থেকে গৃহে এই ধর্মের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহী ও সংবেদনশীল যুবক-যুবতী এবং তাদের মধ্যে যারা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য খ্যাত ছিল তারাই এই নতুন ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আকাবায় যে পঁচাত্তরজন লোক আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই কোন পরিবার বা গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। এইসব ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই মোনাফেক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিলেন সৎ এবং অকপট। মদীনায় প্রথম বছর মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সাধারণ ধারণা এই যে, এই সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কয়েক শত। তাঁরা অতুলনীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের প্রত্যেকটি জমায়েতে তাঁরা তাঁদের মধুর ও সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত ছিল সহজ, সরল এবং অর্থপূর্ণ। এ কারণে তাঁরা বারবার তা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

প্রতিদিনই এসব জমায়েতে আগত লোকের সংখ্যা বেড়ে যেত। কতিপয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী য়াহুদীও এতে যোগ দিত। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করত।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন সালাম নামে একজন য়াহুদী পণ্ডিত তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেনঃ

"আল্লাহর নবীর আগমন সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি এবং তাঁর নাম ও চেহারার বিবরণ সম্পর্কে যথার্থভাবে জানতাম। তিনি কখন আমাদের মাঝে আগমন করবেন তা-ও আমি জানতাম। কিন্তু কোন কিছুই আমি প্রকাশ করতাম না এবং মদীনায় তিনি আগমন করার পূর্বে এ সম্পর্কে কাউকে কিছু আমি বলি নাই। কুবায় যেদিন তিনি আমর ও আউফ গোত্রের মাঝে আগমন করেন সেদিন একজন লোক আমাদের বাগানে এসে তাঁর আগমনের কথা বলে। সে সময় আমি ছিলাম খেজুর গাছের মাথায় এবং আমার চাচী খালিদা ছিলেন ঐ গাছের নীচের। আমি এই সংবাদ শোনার পর পরই উচ্চ স্বরে আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলাম। আমার চাচী খালিদা আমার কথা শুনে বললেন, "তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। মূসার আগমন বার্তা পেয়ে তুমি যে ভাবে খুশী হতে তার চেয়ে বেশী খুশী হওয়া তোমার উচিৎ হয় নাই।"

"আল্লাহর কছম", "আমি বললাম," তিনি মূসার ভাই এবং একই ধর্ম ও বিশ্বাসে আস্থাবান। মূসার মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

আমার চাচী বললেন," বর্তমানকালে আবির্ভূত যে নবীর কথা লোকে বলে তিনি কি সেই নবী?"

আমি বললাম," হ্যাঁ, তিনিই সেই নবী।"

আমি আল্লাহর নবীর গৃহে গিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর সেখান থেকে সোজা বাড়ীতে গিয়ে আমর পরিবারের সদস্যবর্গকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাই। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমি য়াহুদীদের কাছে গোপন রাখি। আমি মহানবীকে জানাই যে, য়াহুদীরা অপদার্থ ও কুৎসা রটনাকারী। আমি মহানবীর কাছে তাঁর একটা ঘরে আমাকে লুকিয়ে রাখার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁকে বলি, "য়াহুদীদের কাউকে ডেকে এনে আমার সম্পর্কে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করুন। কারণ যখনই তারা জানতে পারবে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখনই তারা আমার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে।

অতঃপর মহানবী আমাকে তাঁর গৃহে রেখে য়াহুদীদের একজন প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান। তারপর তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

তিনি আমার নাম উচ্চারণ করে বলেন, "আবদুল্লাহ বিন সালাম কি ধরনের লোক? তারা উত্তরে বলে, "তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের এক সর্দারের পুত্র।"

আমার সম্পর্কে তারা তাদের মন্তব্য প্রকাশ করার সাথে সাথে আমি কামরার মধ্যে প্রবেশ করি।

তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম,"হে য়াহুদী, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কছম, তোমরা ভাল করেই জান যে, এই লোকটি আল্লাহ্‌র নবী। এই কথা তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতে নাম ও উপাধিসহ লেখা আছে। সেই কারণে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহ্‌র নবী। আমি তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমি তাঁর কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছি।"

হঠাৎ করে গর্জনধ্বনি শোনা গেল। তারা চীৎকার করে বলল, "তুমি মিথ্যাবাদী"। অতঃপর তারা আমাকে গালি দিল ও আমার নানা দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করল। আমি মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আমি কি আপনাকে বলি নাই যে তারা অপদার্থ ও কুৎসা রটনাকারী? তারা প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও লম্পট।"

অতঃপর আমি তাদের কাছে আমার, আমার স্ত্রী ও আমার চাচী খালিদার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করি।

আবদুল্লাহর ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা পুরান হতে না হতেই মু'খায়রিক-এর ঘটনা মদীনার লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী য়াহুদী ও সম্পদশালী ব্যক্তি। তাঁর ছিল বহু খেজুর বাগান ও প্রভুত সম্পদ। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা য়াহুদীদের মধ্যে বিস্ময়কর আলোড়নের সৃষ্টি করে। 'য়াহুদীদের মধ্যে মুখায়রিখ সর্বোত্তম' তাঁর সম্পর্কে মহানবীর এই উক্তি শুনে তারা বিশেষভাবে ব্যথিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও আনুগত্যের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটান। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় শনিবারে। মুখায়রিখ য়াহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা সব ভাল করেই জান যে, মহানবীকে বিজয়ী করার জন্য তোমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য।"" 'আজ শনিবার"—তারা অভিযোগ করে। তিনি উত্তরে বলেন,"এ ধরনের কাজে শনিবার বা অন্য কোন দিনের মধ্যে পার্থক্য নেই।"

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবীর কাছে যান। তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি যদি নিহত হই, আমার সব সম্পদ হবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর এবং তিনি তাঁর খুশীমত তা ব্যবহার করতে পারবেন।" তারপর তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হন।

এই ধরনের প্রভাবশালী য়াহুদীদের মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি আনুগত্য এবং মদীনার অন্যান্য গোত্রে ঐ লোকদের কাছে দ্রুত ইসলাম প্রচার য়াহুদী নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তোলে। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সাধারণ সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সভায় কুরায়দা গোত্রের কা'ব বিন আশরাফ নিম্নভাবে ঘটনার বিবরণ দিলেন ঃ

"তোমাদের স্মরণ আছে যে, একটি একক সম্প্রদায় গঠনের নিমিত্ত আরব গোত্রগুলির সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর মুহাম্মদ (স.) এই সন্ধিতে য়াহুদীদের যোগ দেওয়ার কথা বললে আমি এবং আরও কয়েকজন উল্লেখ করি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর মর্যাদা ও ধর্মকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই প্রস্তাব সমূহ উত্থাপন করেছেন। আমরা আপনাদের কাছে আরও বলেছিলাম যে, তাঁর এই কার্য ব্যবস্থা শুধুমাত্র ইসরাঈলের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু কেউ কেউ তাঁর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ফলে যা ঘটার কথা নয় তাই ঘটে যায় এবং একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে, এই চুক্তির ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তা অন্যরাও বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তারা স্পষ্টভাবে মুহাম্মদ (স.)ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিপদের আশংকা করছে। প্রত্যেকে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন এবং একই সাথে, আমাদের লোকগুলিকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করছেন।"

বনী নাযির গোত্রের হাজ্জাজ বিন আমর একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, "হ্যাঁ। তিনি ইসরাঈলের লোকদের তাঁর ধর্মের প্রতি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, য়াহুদীদের মধ্যে দশজন যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তাদের মধ্যে বাকী সকলেই একমত হয়ে তাদের অনুসরণ করবে।"

একই গোত্রের রাবী বিন রাবী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, "অনেক বোকা য়াহুদী কল্পনা করে যে, মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা তাদের নিজের ধর্ম প্রচারকে উৎসাহ যোগাবে। কারণ উভয় ধর্মের ভিত্তিই হলো মুসা ও



www.pathagar.com

ইবরাহীমের ধর্ম। কিন্তু তাঁরা এখন আস্তে-আস্তে উপলব্ধি করছে যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মকে বাতিল করে নিজের নতুন আইন প্রতিষ্ঠিত করছেন। নামাযের সময় তারা আযানের প্রবর্তন করেছে, তারা আমাদের দশ দিন উপবাসের পরিবর্তে রমযান মাসে এক মাস রোযার প্রবর্তন করেছে। তিনি দান-কর প্রবর্তন করেছেন, কোন্‌টা করণীয় এবং কোন্‌টা বর্জনীয় তা নির্ধারণ করেছেন, তিনি নতুন দণ্ড আইন প্রবর্তন করেছেন এবং ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে তিনি আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।"

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে সকলের অনুভূতি উত্তেজনার পর্যায়ে উপনীত হয় এবং বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. কয়েকজন য়াহুদী মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে গিয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করবে, কিন্তু গোপনে তারা তাদের নিজের লোকদের জন্য কাজ করবে। সা'দ বিন হানিফ এবং যায়েদ বিন লতিফকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়।

২. তারা আউস ও খযরয গোত্রের পুরান শত্রুতাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। এই দুই গোত্র ও অন্যান্য অনুসারীদের সহযোগিতায় মুহাম্মদ (সঃ) একক সম্প্রদায় গঠন সমাপ্ত করেছেন। এইভাবে এই ঐক্যশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় কা'বকে।

৩. তারা মুহাম্মদ (স.)-এর কতিপয় অনুসারীকে অর্থের প্রলোভনে দলছাড়া করবে।

এই তিনটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়। তদুপরি তারা আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে মদীনার আনসারদের নিজেদের দলে আনার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এই বিষয়ে রাফা'আ উপস্থিত সকলকে কতিপয় নতুন তথ্য সরবরাহ করে এবং নিম্ন বর্ণিত বক্তব্যের মাধ্যমে তার বক্তৃতা সমাপ্ত করেঃ

"মদীনার আনসাররা মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল নয়। ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও লাভের আশায় তারা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আমরা যদি তাদের জন্য এ ধরনের সুযোগ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তারা সহজে আমাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আবদুল্লাহ বিন উবায় আমাদের হাতে আছে। গোপনে গোপনে সে আমাদের চেয়ে বেশী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিপক্ষে। সে বিশ্বাস করে যে, আকাবার

www.pathagar.com

আনুগত্য যদি ঘোষণা না করা হত তাহলে মুহাম্মদ (সঃ) এই শহরে কখনও আসতেন না এবং আউস ও খযরয গোত্র তাকেই রাজা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করত। অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যায় বাইরের শত্রুদের কাছ থেকে সে ধরনের ফল পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রু মক্কার কুরাইশদের সাথে আমাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে। এইভাবে আমরা ভিতর ও বাইরে থেকে তাঁকে আঘাত করতে পারি। ইসরাঈলের জনগণের শত শত শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা যা করেছি সেইভাবে তিনি আমাদের ধ্বংস করার পূর্বেই আমাদের উচিত তাঁর অস্তিত্বের দলিল গুটিয়ে ফেলে তা মরুভূমির বালির গভীরে প্রোথিত করা।"

www.pathagar.com

১৪

# এই হাঁড়টি আমাদের গলায় বিঁধে আছে

"এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে ত কর্ণপাতকারী।' বল, 'তাঁর কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে।"

—কুরআন ৯ঃ ৬১

একক সম্প্রদায় গঠন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের পর বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলেও য়াহুদীরা এমন ভাব প্রকাশ করে যে, তারা মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মের অগ্রগতি ও সাফল্যের ব্যাপারে আর অবিচলিত নয়। এই ধর্ম স্পষ্ট ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দিনের পর দিন তা স্পষ্টতর ও বেগবান হয়ে ওঠে। এই ধর্মে কোন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নেই, ভুল ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করণীয় বিষয়ই এর প্রতিপাদ্য নয়। মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে য়াহুদীদের ঐশী পুস্তকে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে তার সমন্বয়ে তিনি তাঁর 'মিশন' সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি কখনও য়াহুদীদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দাবী করেন নি। ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হন য়াহুদীদের ত্রাণকর্তা হিসেবে। কিন্তু তাঁকে য়াহুদীরা বর্জন করেছে। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন বড় নবী যাঁর সম্পর্কে য়াহুদীদের পুস্তকে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে।

এসব কথা য়াহুদীরা ভাল করেই জানত। তবু তারা মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে এবং য়াহুদী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। যারা অল্প দিনের জন্য কোন প্রয়োজনে তাঁর পক্ষাবলম্বন করে তারাও শত্রুতা শুরু করে এবং তাঁর কাজ ও ধর্মকে ধ্বংস করতে প্রয়াস পায়। এ কাজে য়াহুদীরা অর্থ ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা যাদু ও যাদুমন্ত্রকে কাজে লাগায়। তারা দাবী করে যে, তারা মুসলমানদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। ফলে তারা আর সন্তানের পিতামাতা

www.pathagar.com

হতে পারবে না। তাদের এই দাবীর অল্প কয়েকদিন পরেই হিজরতকারী জুবায়েরের একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় সবকিছু মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

মুসলমানরা এই দিনটি অত্যন্ত জাকজমকের সাথে পালন করে। য়াহুদীরা অবশ্য দাবী করে যে, লাবিদ বিন আ'সাম মহানবীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে এবং এক বছরের জন্য তাঁর যৌন আকাঙ্খা ধ্বংস করে দেয়। পরে তাঁকে সুস্থ করে দেওয়া হয়। এই কাহিনীটা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় এবং এ সম্পর্কে হাদীস আছে বলেও জানা যায়।

মক্কার কুরাইশদের মদীনা আক্রমণে উৎসাহিত করার জন্য য়াহুদীরা তাদের কিছু লোককে মক্কায় প্রেরণ করে। তারা কুরাইশদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হলে য়াহুদীরা ভিতর থেকে মুহাম্মদ (স)-কে আক্রমণ করে তাদের সহযোগিতা করবে। তারা মদীনার ক্ষুব্ধ সাহায্যকারীদের মধ্যেও এজেন্ট পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, মুহাম্মদ (স.) হিজরতকারীদের প্রতি যতটা সদয় ও সহানুভূতিশীল তাদের প্রতি তিনি কখনও সেইরূপ হবেন না।

ক্রমান্বয়ে য়াহুদীদের এই কূট কৌশল মদীনার বিভিন্ন গোত্রের দুর্বল লোকদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। তাদের আধা ধর্মীয় বিশ্বাস বিলুপ্ত হয় এবং তারা মুহাম্মদ (স.) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ঠাট্টা তামাশায় মেতে ওঠে।

বাহ্যত তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু গোপনে তারা মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। একদিন মুহাম্মদ (স)-এর উটটি হারিয়ে যায়। প্রত্যেকে উটের তালাশ করতে থাকে। জায়েদ বিন লাসিত বলে, "মুহাম্মদ (স.) দাবী করেন যে তাঁর কাছে বেহেশ্‌ত থেকে সংবাদ আসে। অথচ তাঁর নাকের ডগায় উটটির সংবাদ তিনি জানেন না এবং কোথায় খুঁজতে হবে তা-ও তাঁর জানা নেই।"

আল্লাহ্‌র নবীর কাছে কতিপয় লোক লাসিতের এই মন্তব্যের কথা বলে। উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ যা শিক্ষা দেন তার বেশী আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু এখন আমি জানতে পারলাম যে আমার উটটি শা'ব উপত্যকায় রয়েছে এবং তার লাগাম একটি গাছের সাথে আটকে গেছে।" এবং সত্য সত্যই মুসলমানরা নির্ধারিত স্থানে গিয়ে উটটিকে সেই অবস্থায় দেখতে পায়।

www.pathagar.com

দলত্যাগীদের কার্যকলাপ ভণ্ডামি হিসেবে বিবেচিত এবং তাদের পশ্চাতে সমালোচনা মহানবীকে দারুণভাবে মানসিক পীড়া দেয়। হিজরতের প্রথম বছরে এবং পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর চরম শত্রুদের সাথে মোকাবিলার চেয়েও দলত্যাগীদের ভণ্ডামিপূর্ণ কাজে বিশেষভাবে ব্যথিত হন। এই লোকগুলি ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমান, তারা মসজিদে জমায়েত হত, মুসলমানদের সাথে আলোচনায় মিলিত হত এবং অতঃপর তারা হাসি ঠাট্টা করত ও খারাপ মন্তব্য করত। একদিন মসজিদে এক বড় জমায়েতে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমানদের সাথে বসেছিল এবং তারা একটা ঘটনা ঘটাবার চিন্তায় ছিল। মহানবী তাদেরকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৬৩ নম্বর সূরা 'মুনাফিকূন' এবং ২নং সূরা 'বাকারা'র প্রথম দিককার একশ' আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলির মধ্যে লোকগুলির কথা, কাজ ও উদ্দেশ্য এবং মহানবীর ব্যথিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই অসংখ্য আয়াতে যে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো তাদের মিথ্যা কথন ও আনুগত্যহীনতা, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ধর্মত্যাগ, পবিত্র যুদ্ধের সময় তাদের অজুহাত প্রদর্শন এবং তাদের কার্যাবলী। মহানবী এই সব লোকদের আখ্যায়িত করেছেন অসুস্থ ও রুগ্ন হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে।

এই মুনাফিক দলের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবায়। সূরা মুনাফিকূন-এর অধিকাংশ আয়াত তার সম্পর্কেই নাযিল হয় বলে কথিত আছে। তাদের এক গোপন জমায়েতে উবায় য়াহুদীদের প্রতি নির্দেশ-সূচক এক ভাষণে বলে, "তাদের প্রতি মুহাম্মদ (স.)-এর কোন আস্থা নেই।" য়াহুদীদের উত্তেজিত করার জন্যই সে এ কথা বলে।

সে বলে, "তাঁর দৃষ্টি, আশা ও আস্থা হিজরতকারী ও সাহাবীদের জন্যই এবং তিনি তাঁদেরকে মূল অনুসরণকারী হিসেবেই গণ্য করেন। সাবিক বিজয় অর্জন করার পর তিনি তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন।"

রুয়াই বিন হারিছ তার এই কথা সমর্থন করে বলে যে, দামেশক সড়ক বরাবর এবং মক্কাভিমুখী কুরাইশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য যে সব দল গঠন করা হয়েছে তার সব কটিতে রয়েছে হিজরতকারীরা —এসব দলে একজন মদীনাবাসীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

www.pathagar.com

সে বলতে থাকে, "তোমাদের কি স্মরণ আছে, মক্কায় কুরাইশ কর্তৃক আটককৃত দুজন অনুসারীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি কি ধরনের কষ্ট স্বীকার করেছিলেন? আমাকে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র হিজরতকারীদের এক জমায়েতে তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি চীৎকার করে বলেন যে, 'তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য কে তাঁর সাথে যোগ দেবে? ওয়ালিদ বিন মুগীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি মক্কায় গিয়ে একজন মহিলার সাহায্যে জানতে পারেন কোথায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে এবং রাতেই তাদেরকে মুক্ত করে তিনি ফিরে আসেন।' সুতরাং আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোন। তোমাদের নিজের জীবনের ভিত্তিকে তোমরা নষ্ট করো না। বরং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তোমাদের ওপর আপতিত বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ কর।"

নাবতাল বিন হারিছ তাদের মত সমর্থন করে। "আমাকে বলা হয়েছে যে, তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের লজ্জাকর বিষয় তাঁকে বলা হয়েছে এবং তাঁর মনকে বিষাক্ত করা হয়েছে। তিনি ওজবের প্রতি বিশেষ নজর দেন এবং যা শুনেন তা বিশ্বাস করেন।"

উমিদ বিন সা'দ বলল, "আমি শুনেছি মুহাম্মদ (স.) একথা বলেছেন যে, যদি কেউ শয়তানকে দেখতে চাও তাহলে নাবতালকে দেখ। মুহাম্মদ (স.) ওজবে কান দেন বলে যে মন্তব্য তুমি করেছ সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত আয়াতটি তাঁর ওপর নাযিল হয়েছে ঃ

"এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে 'সে ত কর্ণপাতকারী।' বল, 'তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে।' সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মুমিনদের বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (কুরআন—৯ ঃ ৬১)

হারিছ বিন সুয়াইদ বলল, "আমিও শুনেছি মুহাম্মদ (স.) একদা বলেছেন যে, জিবরাঈল তাঁকে এই কথা বলেছেন, 'একজন লোক আপনার পাশে বসবে। লম্বা, কালো, কোকড়ানো চুল এবং রক্তিম গাল। তার রক্তিম চোখ তামার পাত্রের মত লাল এবং তার মন গাধার চেয়ে কঠিন। সে আপনার সব কথা মুনাফিকদের কাছে বলে দেবে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে চলুন।"

তাঁর অনুসারীরা একথা আপনার কাছে বলতে বলেছে। কিন্তু এসব কথা আমাদের এখন বিবেচ্য নয়। আবদুল্লাহ বিন উবায় যা বলেছে সে

www.pathagar.com

কথা সমর্থন করে আমি আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কয়েক মাস আগে মুহাম্মদ (স.) এখানে আসার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আপনাদের স্মরণে আছে। স্মরণ করুন, তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সমঝোতামূলক মনোভাবের কথা এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা তিনি কিভাবে বলতেন। তিনি আরববাসী ও য়াহুদীদের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাঁর কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। গত মাসের (শীতকাল) মাঝামাঝি সময়ে তিনি দামেশক বরাবর সড়ক পাহারা দেওয়ার জন্য হামজা (রা.)র নেতৃত্বে ত্রিশ জন হিজরতকারীকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া প্রত্যাগত আবু জহলের নেতৃত্বে উটের বহরকে বাধা দেওয়া এবং সম্পদ লুণ্ঠন করা। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে যে, কুরাইশদের সংখ্যা তিন শত এবং তাদের চেয়ে শক্তিতে বেশী, তখন তারা একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শান্তি আলোচনা করে। ফলে একটা অনিবার্য যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। মুসলমানদের এই দলে মুহাম্মদ (স.) মদীনার একজন সাহায্যকারীকেও অন্তর্ভুক্ত করেননি। এক মাস পর মুহাম্মদ (স) উবায়েদ বিন হারিছের নেতৃত্বে আগের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক লোকের একদলকে পাঠান। কিন্তু এদের মধ্যেও কোন মদীনাবাসী সাহায্যকারী ছিল না। তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দু'শ লোকের একটি দলের মোকাবেলা করে। ছোট ধরনের একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ মাল অধিকার করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা খালি হাতে প্রত্যাবর্তন করে।

"সা'দ বিন ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কুড়িজনের যে একটি শক্তিশালী দল গঠন করা হয়, সেখানেও কোন মদীনাবাসী সাহায্যকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

"সুতরাং তোমাদের ওপর যার আস্থা নেই সেই লোকটিকে তোমরা সাহায্য করছ কেন?"

এ ধরনের কথার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ জন মুনাফিক লোকের এই সমাবেশে নীরবতা বিরাজ করে। অবশেষে হাদান বিন খালিদ নীরবতা ভঙ্গ করেঃ

"ভ্রাতৃপ্রতিম য়াহুদীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটি সমন্বিত প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে আমাদের আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়। সুযোগ থাকতেই আমাদের এ কাজ করতে হবে।"

www.pathagar.com

অন্য যারা বৈঠকে উপস্থিত ছিল তারা সবাই এ কথার সমর্থন করে। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুহাম্মদ (স.)-এর অনুরক্ত বাহিনী আউস ও খযরয গোত্রের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। শায়িজ বিন কায়েস নিজেই এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

য়াহুদীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক বলল,"আমাদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হতে পারি, তাহলে বাইরে থেকে কুরাইশ এবং ভিতর থেকে আমাদের সমন্বিত আক্রমণে মুহাম্মদের (সঃ)-এর বিষয়টি চিরতরে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এবং আমরাও আমাদের গলা থেকে হাড়টি তুলে ফেলতে পারব।"

www.pathagar.com

# ১৫

## তরবারি নয়, অশ্রুর ঝলকানি

> "কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু-গুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"
>
> —কুরআন ২ঃ ২৪৫

এই গোত্র দুটির ওপর যে আঘাত হানা হয়েছিল তা সম্প্রতি তারা সামলে নিয়ে ওঠে। ইসলামের বাণী তাদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে এবং তাদের মধ্যে তারা অভ্যন্তরীণ ঐক্য গড়ে তোলে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে তারা দেখতে পায় এক নূর, এক বেহেশত, এক আল্লাহ এবং একই জীবন, যে জীবনের শুরু ও সমাপ্তি একই ধরনের ও একই বর্ণের। তদুপরি, একক সম্প্রদায়ের গঠন ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধি তাদের প্রত্যেকের ওপর এক ভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও শায়িজ বিন কায়েস তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয় নাই। সে তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু ইতস্তত করে নাই বা কর্তব্য কাজ থেকে পিছপা হয় নাই। সে উভয় গোত্রের দোদুল্যমান সদস্যদের মাধ্যমে কাজ শুরু করে, তাদের যুবক দলের বৈঠকে যোগদান করে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। য়াহুদীদের যে বৈঠকের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেই বৈঠক সমাপ্তির কিছুদিন পর সে তার সাথে যোগদান করা খারেজীদের নিয়ে দুটা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

একদিন তাদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামের আলো ও আল্লাহ্‌র নূর নিয়ে আলাপ করছিল। হঠাৎ সেখানে আউস গোত্রের একজন বৃদ্ধ লোক উপস্থিত হন। তিনি বললেন, "আমার খারেজী ভাইয়েরা! আমি তোমাদের সাহায্য চাই। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ, যে কয়েকজন কর্মঠ

www.pathagar.com

লোককে আমার জমিতে কাজ করার জন্য প্রদান করতে পারে? গত মহামারীতে আমি আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি। আমি আমার উট ও গরু একজন য়াহুদীর কাছে বন্ধক দিয়েছি। আমি যদি তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারি তাহলে আমি আমার সকল সম্পদ হারাব।"

তাঁর কথা প্রত্যেকে সহৃদয়তার সাথে শুনে এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হয়।

তারা তাঁকে কয়েকজন যুবক লোককে দেখিয়ে তার মধ্য থেকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী লোক গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। য়াহুদীর কাছ থেকে উট ও গরু ফিরিয়ে আনার জন্যও তারা তাঁকে অর্থ দেয়। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের পকেট থেকে রোমান ও পার্শীয়ান মুদ্রা বের করে বৃদ্ধ লোকটিকে প্রদান করে। অতঃপর একজন খারেজী পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উচ্চ স্বরে পাঠ করে এবং অন্য সকলেই অবনত মস্তকে তা শ্রবণ করেঃ

"কে সে, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাশিত হবে।" (কুরআন ২ঃ২৪৫)

শায়িজ তার য়াহুদী সঙ্গীদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

সে বলল, "গোত্রের লোকগুলি যখন এমনই ঐক্যবদ্ধ এবং একে অন্যের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন, তখন আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের জন্য আশার বেশী কিছু নেই।"

শায়িজ এই দলটির সাথে যত বেশী সম্ভব মেলামেশার নির্দেশ দিয়ে য়াহুদীদের বলে তারা যেন তাদের কাছে ক্রমাগতভাবে 'বুয়াছ'-এর দিনের কথা (উভয় গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বিখ্যাত যুদ্ধ) উল্লেখ করে এবং উভয় গোত্রের ঐতিহ্যগত বীরগাথামূলক কবিতা আবৃত্তি করে। ফলে তাদের মধ্যকার ঘৃণা ও প্রতিশোধমূলক স্পৃহা পুনরায় জাগ্রত হতে পারে। এবং সত্য সত্যই তা একবার ঘটে যায়। কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় এই য়াহুদী উভয় গোত্রের মধ্যকার অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের যুবক দলের এক বৈঠকে উভয় গোত্রের অতীত যুদ্ধ এবং একই সাথে উভয় গোত্রের বীরত্বব্যঞ্জক কাজও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আউস গোত্রের একজন লোককে শায়িজ উভয় গোত্রের সংঘর্ষের পুরো ঘটনা শুরু থেকে বর্ণনা করার আহবান জানায়।

www.pathagar.com

এই কাহিনী উভয় গোত্রের লোকদের অনুভূতিকে উত্তেজিত করে। কারণ সে উভয় গোত্রের বীরদের স্মরণে রচিত বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করে। উভয় গোত্রের কয়েকজন বৃদ্ধ লোক অতীতের ঘটনা নিয়ে বেশী আলোচনা না করার এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মতবিরোধের কথা ভুলে যাওয়ার আহবান জানাল।

তারা বলল, "অন্যান্য মুসলমানের মত আজ উভয় গোত্রই এক এবং একক সম্প্রদায়।"

য়াহুদী উত্তর দিল, "তা হতে পারে না। প্রত্যেক গোত্রই তার আপন অতীত গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে। আরবদের উত্তরাধিকার সংরক্ষণের অর্থই হলো প্রাচীন বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর স্মৃতি সংরক্ষণ।"

একজন খারেজীর দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলতে শুরু করল, "বুয়াছ যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। আউস ও আপনাদের গোত্রের মধ্যে চল্লিশ দিনব্যাপী সংঘটিত এই যুদ্ধ কি সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল না?"

খারেজী উত্তর দিল, "যুদ্ধের শুরুতে বিজয় আমাদেরই পক্ষে ছিল। তারা যখন সূর্যের কিরণে আমাদের তরবারির ঝলকানি দেখতে পায়, তাদের চোখের সম্মুখে আমাদের প্রতিহিংসার চক্ষু দেখতে পায়। যুদ্ধে আমাদের লোকদের তুলনাহীন সাহস লক্ষ্য করে এবং মরুভূমির অসংখ্য বালুকণার মত তারা যখন তাদের লোকদের মৃতদেহ দেখতে পায়, তখন আউস গোত্রের লোকরা পালিয়ে যায়। তারা নযদগামী আরিস্-এর পথ অনুসরণ করে।"

আউস গোত্রের একজন বলল, "কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে তারা পরাজিত হয়।"

খারেজী উত্তর দিল, "হৃদায়ের যদি না থাকত এবং সে যদি মরিয়া হয়ে শেষ পন্থা অবলম্বন না করত, তোমাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত।"

য়াহুদী লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "শেষ উপায় কি?"

খারেজী লোকটি উত্তর দিল, "আউস গোত্রের লোকেরা যখন পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়, আমাদের যোদ্ধারা তখন বিদ্রূপ করে বলে, 'তোমরা কোথায় পালাচ্ছ, নযদই কেবল তোমাদের জন্য নিরাপদ।' কিন্তু এসময় তাদের তেজস্বী ও সাহসী দলনেতা হৃদায়ের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নিজের উরুতে তিনি তাঁর বল্লম দিয়ে আঘাত করেন। অতঃপর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান।"

www.pathagar.com

তিনি চীৎকার করে বলেন, "আমি এখানেই মৃত্যুবরণ করব। আউস গোত্রের লোকেরা তোমরা, যদি চাও আমি শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করি তাহলে তোমরা পালিয়ে যাও।"

"এই ঘটনায় আউস গোত্রের লোকেরা ফিরে দাঁড়ায় এবং পুনরায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এমন মরিয়া-হয়ে তারা যুদ্ধ করে যে তারা বিজয়ী হয়। তারা সাহসী নয়, তাদের সাহসিকতা উদ্রেক করার জন্য প্রয়োজন বাহ্যিকভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপনের।"

আউস গোত্রের একজন লোক চীৎকার করে বলল, "তুমি সম্পূর্ণ ভুল বলছ। আমরা এখানে এবং এখনই বুয়াছ যুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাদের দেখাতে পারি যে, আমাদের সাহস স্বাভাবিক এবং এর জন্য কোন উৎসাহের প্রয়োজন হয় না।"

খযরয গোত্রের একজন যুবক প্রত্যুত্তরে বলল, "তাহলে আমরাও প্রস্তুত আছি।"

আউস গোত্রের একজন বলল, "আগামীকাল এক যুদ্ধে আমরা আমাদের সাহস তোমাদের দেখাব।"

খযরয গোত্রের একজন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "এটা আমাদের গোত্রের প্রতি অপমানসূচক কথা।"

আউস গোত্রের একজন চীৎকার করে বলল, "আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে কোন লজ্জা বা অপমানকে মুছে ফেলব।"

আউস গোত্র থেকে আউস বিন কায়িজি এবং খযরয গোত্র থেকে জব্বার বিন সাখার পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তারা তাদের ঘোড়ার দিকে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলতে থাকে, "আগামীকাল আমরা জাহিরাতে মিলিত হব।" উপস্থিত লোকেরাও চীৎকার করে উঠল, "জাহিরা, হারা।" খযরয গোত্রের লোকেরা বলল, "তোমরা তোমাদের সাথে অস্ত্র নিয়ে এসো।" আউস গোত্রের লোকেরাও উত্তর দিল, "অস্ত্র নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে।"

যুবক যোদ্ধারা যখন গৃহে ফিরে যায় তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেল। সারারাত ধরে অস্ত্রে ধার দেওয়া হল। দীর্ঘ সময় ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যুবকরা অস্থির হয়ে উঠল। এই গোত্রের লোকদের মধ্যে মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে ছিল না। বৃদ্ধ লোকটির কথার কোন প্রভাব তাদের ওপর পড়েছে বলেও মনে হলো না।

www.pathagar.com

পরদিন তারা সবাই একটা স্থানে এসে মিলিত হলো। তারা ছিল অস্ত্র সজ্জিত এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল। প্রত্যেকে তাদের বিপক্ষ দলের লোককে বেছে নিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তিনি একটি উঁচু পাথরের ওপরে দাঁড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

মুহাম্মদ (স.) উচ্চস্বরে বললেন, "হে মুসলমান, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তোমরা কি জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে? আল্লাহ যখন তোমাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন তখন তোমরা কি জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে? তিনি তোমাদেরকে উপহার হিসেবে ইসলাম ধর্ম দিয়েছেন। তিনি জাহেলিয়া যুগের প্রথা ও অভ্যাসকে বাতিল করেছেন। তিনি তোমাদের পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরকে দয়া ও ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করেছেন।"

তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সূর্যের আলোকরশ্মির মত শাণিত এবং তাদের অন্তর থেকে প্রতিশোধ ও ভ্রাতৃঘাতীমূলক কালো মেঘকে বিদূরিত করল। তারা তাদের তরবারি নামিয়ে ফেলল। তারা বুঝতে পারল যে, তাদের শত্রুর ধ্বংসাত্মক কাজের ফলেই তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আউস ও খযরয গোত্রের সকলেই একে অন্যকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আল্লাহ্‌র নবী তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন ও তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি শহরে ফিরে এলেন। তাঁকে অনুসরণ করল উভয় গোত্রের যুবক যোদ্ধারা। এভাবেই অস্ত্রের ঝনঝনানি তাদের আনন্দাশ্রুর পথ করে দিল এবং শায়িজ বিন কায়েস চক্রান্তের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তা নির্বাপিত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

# ১৬

## নবীর শহরে কি ঘটেছিল

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই,
তিনিই পুণ্যবান যিনি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন---।"

—কুরআন ২ঃ ১৭৭

হিজরতের পর আমরা এখন দ্বিতীয় বছরে উপনীত হয়েছি। পূর্বের সব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের পর হিজরতের প্রথম ছয় মাস মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। মুহাম্মদ (সঃ)-এর তেইশ বছরের মিশনারী জীবনে এই ছয় মাসই ছিল একমাত্র শান্তিপূর্ণ। সত্য প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য পুনরায় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সূচনা হয়। মুহাম্মদ (সঃ)-এর শত্রু ও ইসলামের বিরুদ্ধচারীদের সংখ্যা ছিল অনেক। এই শত্রুদের মধ্যে ছিল য়াহুদী মুনাফিক ও মক্কার কুরাইশরা। এরা ছিল শক্তিশালী ও ধন-সম্পদের অধিকারী। মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মিশন ও পয়গম্বরী সম্পর্কে পুরোপুরি ভাবে আস্থাবান ছিলেন। কোন শক্তি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে পারবে না। তিনি তাঁর সর্বশেষ শত্রু মৃত্যুকেও পরাভূত করার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি স্থায়ী কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। বাস্তবিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) মরেন নাই, মরবেন না। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কখনও চল্লিশ হাজার অতিক্রম করে নাই। এখন এই সংখ্যা চার'শ মিলিয়নের ওপর। পরবর্তী এক হাজার বছরে এই সংখ্যা এক হাজার মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যতদিন মানব জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ও থাকবে।

সত্যের ক্ষমতা এমনই হয়। সকল শক্তি এমনকি সময়ের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠ হলো সত্য। সত্য সব কিছুকে ধ্বংস করে, সব কিছু প্রতিবন্ধক বা

www.pathagar.com

বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্ম ইসলাম ছিল এই শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। চৌদ্দ'শ বছর ধরে তিনি মানব জীবনকে প্রভাবিত করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

হিজরতের দুই বছরের মধ্যে নবীর শহরে কি ঘটেছিল তা জানার জন্য এই পুস্তকের পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। তাঁরা লক্ষ্য করবেন, এই সময়ে ইসলামের নীতি ও বিশ্বাস এবং বিশ্বাসীগণের জাগতিক উন্নতি কতটা পরিব্যাপ্ত ও উন্নত হয়েছিল। প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক পবিত্র কুরআনের দিকে। তাঁর পাশে জমায়েত হওয়া ক্ষুদ্র এই দলের লোকদের তিনি কি শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছিলেন।

হিজরতের প্রথম বছরে ৪টি সূরা নাযিল হয়—১. সূরা ৯৭, কাদর; ২. সূরা ৬২, জুমু'আ; ৩. সূরা ৬৩, মুনাফিকূন; ৪. সূরা ৬৪, তালাক। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের বছরে নাযিল হয় তিনটি সূরা—১. সূরা ৬১, সাফ্‌ফ; ২. সূরা ৫৭, হাদীদ এবং ৩. সূরা ৯৮, বায়্যিনা। সূরা ৯৭-তে কাদর রাতের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এই রাতেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয় এবং এই রাতেই একটি আলোর শিখা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়।

"সেই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।" (কুরআন ৯৭ ঃ ৪)

সূরা ৬২ অর্থাৎ জুমু'আ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ লোকদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করেছেন যিনি তাঁর প্রথম অনুসারীদের পাক-পবিত্র করবেন এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেবেন এবং এই নিশ্চয়তা প্রদান করবেন যে, যারা এই দলে সামিল হবে তারাও এই পাক-পবিত্র থেকে উপকৃত হবেন। দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদেরকে য়াহুদীদের পতন সম্পর্কে বলা হয়েছে। "যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তা বহন করে নাই, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে....." (কুরআন ৬২ ঃ ৫১)। তৃতীয় অংশে জমায়াতে নামায পড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (কুরআন ৬২ ঃ ৯)

www.pathagar.com

সূরা ৬৩ তথা মুনাফিকূন-এ সেই দলের লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্যান্য সবার চেয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-কে বেশী আঘাত করেছিল। নবীর ব্যাপারে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রথম অংশে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে "-----আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (কুরআন ৬৩ঃ১)

তারা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে শুধুমাত্র তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য। বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা পৌত্তলিকতা অনুসরণ করতে থাকে। "ইহা এইজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" (কুরআন ৬৩ঃ৩)

সূরা তালাক এই ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে—"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ মুমিন---।" (কুরআন ৬৪ঃ২)

অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কাজের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে আর বিশ্বাসীদেরকে আহবান জানানো হয়েছে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার জন্য। আত্মিক দিক থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তাদেরকে জাগতিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ না করার আহবান জানানো হয়েছে।

এই সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নবীকে মেনে চলার জন্য। তিনি তাদেরকে জাগতিক চক্রান্তে পড়ে খারাপ পথে না চলারও আহবান জানিয়েছেন। "তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে, যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (কুরআন ৬৪ঃ১৬-১৮)

সূরা সাফ্‌ফ নাযিল হয় দ্বিতীয় হিজরীতে। এই সূরায় বিশেষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।" (কুরআন ৬১ঃ৪)



www.pathagar.com

এই সূরার প্রথম অংশে মূসা ও ঈসার (আঃ) পয়গম্বরী সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁরা উভয়ে জনগণের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে আসেন। ঈসা (আঃ) আরও একটি আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসেন, তা হলো, তাঁর পর একজন নবী আসবেন যাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ) হবে।

সূরার দ্বিতীয় অংশে সত্য ও আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। "হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।" (কুরআন ১৬১ঃ১০-১১)

সূরা হাদীদ-এ সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসার কথা বলা হয়। "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (কুরআন ৫৭ঃ১-৩)

অতঃপর তিনি মুসলমানদের আসন্ন বিজয় সম্পর্কে আভাস দেন এবং মহানবীর কয়েকজন অনুসারীর উদ্দেশ্যে মৃদু ভর্ৎসনা করেনঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।" (কুরআন ৫৭ঃ১০)

এই সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ মুনাফিক নারী ও পুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন, "সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম যেন আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যেখানে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং

www.pathagar.com

বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। মুনাফিক মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত, আর মহাপ্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।" (কুরআন ৫৭ঃ১৩-১৪)

এই সূরার তৃতীয় অংশে জাগতিক আনন্দের অস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এসব আনন্দ যে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী করা হয়েছে।

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ও ক্রীড়া-কৌতুক, জাক-জমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়; এর উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (কুরআন ৫৭ঃ২০)

সাতটি সূরার সর্বশেষ সূরা বায়্যিনায় আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁরা জনগণের নিকট প্রেরিত হন এবং তাঁদের ওপর কিতাবও নাযিল হয়। "তাঁরা ত আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।" (কুরআন ৯৮ঃ৫)

হিজরতের প্রথম দু'বছরে নাযিলকৃত সূরাগুলি আমরা যদি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐ সব সূরার মধ্যে দুটি মৌলিক নীতি রয়েছে। একটি হলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মূলনীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং আপরটি হলো তাদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের গুণাবলীকে উজ্জীবিত করা যেন তারা তাদের সম্মুখে যে সব যুদ্ধ আছে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। এসব যুদ্ধই তাদের তের বছরের ধৈর্য ও নীরবতার অবসান ঘটায়। এই দু বছরে যে সব মৌলিক নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

১. প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। পূর্বে ছিল দুই ওয়াক্ত নামায এবং সফরের সময় সংক্ষিপ্ত নামাযের অনুমতি ছিল।
২. নামাযের পূর্বে পানি বা বালু দিয়ে প্রয়োজনীয় ওজু করা।
৩. শুক্রবার জুমআর নামায।
৪. প্রথম বছর জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তন।
৫. প্রথম বছরে দশ দিন রোযা পালন এবং দ্বিতীয় বছরে পুরো রমযান মাসে রোযা পালন।
৬. ঈদুল-ফিতর উৎসবের প্রতিষ্ঠা। উৎসবের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে গরীবদের ফিতরা দিতে হত।
৭. নামাযের পূর্বে আযান প্রবর্তন।
৮. ঈদুল-আযহা উৎসবের প্রবর্তন এবং হজ্জের অংশ হিসেবে কুরবানী করা।
৯. যাকাত। প্রত্যেককে তার সম্পদ থেকে গরীবদের জন্য নগদ বা মাল দিতে হত।

এ সময় এ ধরনের মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একই সময় ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুসলমানদের প্রতি মহানবী আহবান জানাতেন। পবিত্র কুরআনেও এ ধরনের আহবান জানানো হয়।

দশ বছর ধরে মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় কুরাইশদের অপমান ও আক্রমণ সহ্য করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর অনুসারীগণকে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন তাঁদের বাহ্যিক আচরণ ও কথাবার্তায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। তাঁরা তাঁদের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কতটা আগ্রহী ছিল, সেটা বড় কথা নয়। কারণ মুহাম্মদ (সঃ) তাদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেন নাই। কিন্তু দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন তাঁদের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের অপরাধে (!) তাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং নিজ নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এসব দেখে তাঁরা শান্ত থাকবে এমন আশা করা ঠিক নয়।

মুহাম্মদ (সঃ) সব সময় ঘোষণা করতেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে কোন জোর বা বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেককে অনুমতি দেওয়া উচিত তার নিজ বিশ্বাস

www.pathagar.com

ও শিক্ষা অনুযায়ী ধর্ম বেছে নেওয়ার। কিন্তু কুরাইশরা এই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নেয় নাই। তারা ঘোষণা করে যে, হুবল এবং কা'বার অন্যান্য মূর্তি সব সময় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন থাকবে এবং তাদের উপাসনায় কোন গাফিলতি চলবে না।

মুহাম্মদ (সঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন নবীর শহর ও মূর্তির শহরের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ বেঁধে যায়। কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য অর্থ ও যোদ্ধা সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসলমানরা কখনো তাদের বিশ্বাস হারায় নাই এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য তারা যুদ্ধ ও আত্মবিসর্জনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দিনের পর দিন মুহাম্মদের (সঃ) অনুসারীগণের প্রতি কুরাইশদের অমানবিক আচরণ তীব্রতর হয়। একই সাথে পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মদের (সঃ) উজ্জীবিত বাণী বিশ্বাসীদেরকে আত্মরক্ষা ও আল্লাহ্‌র ধর্মকে রক্ষা করার জন্য উজ্জীবিত করে। "আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনযীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং তা-ই মহাসাফল্য।"

(কুরআন ৯ঃ ১১১)

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয়।"

(কুরআন ৩ঃ ১৫৭)

এরপর আছে মুহাম্মদের (সঃ) নিজের মুখ নিঃসৃত বাণী। "তরবারির মাধ্যমে বেহেশত অর্জন করা যাবে।" "দু'মাস রোযা পালন ও ইবাদত করার চেয়ে একরাত অস্ত্র হাতে কাটান উত্তম।" পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মুহাম্মদের (সঃ) বাণী তাদের চিন্তা ও আবেগকে কর্মমুখর করে তোলে। ফলে কুরাইশদের বিরাট মরুযাত্রী দলের সাথে মুসলমানদের মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধ হতে থাকে। কুরাইশদের ছিল সম্পদ ও লোকবল। কিন্তু মুসলমানদের ছিল ধর্ম ও বিশ্বাস এবং মুহাম্মদের (সঃ) আধ্যাত্মিক প্রভাব।

www.pathagar.com

# ১৭

## পয়গম্বরী নূর সারা বিশ্বকে আলোকিত করল

"আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল সীমা-লংঘনকারী, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।.... এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল সীমালংঘনকারী, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।"

(কুরআন ২২ঃ ৪৫, ৪৮)

সীমাহীন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে গভীর রাতে একটা ছোট জাহাজ সাহসের সাথে পাড়ি দিচ্ছিল।

এই রাতটা ছিল অজ্ঞতার রাত, উত্তাল তরঙ্গমালা হলো নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ এবং অজ্ঞ জনগণের ইচ্ছা।

সীমাহীন সমুদ্র হলো আরবের বর্বর জনগণ এবং ছোট জাহাজটি হলো আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্যনেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নবী—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী কতিপয় লোক। এই ছোট দলটিতে পাঁচশ' লোকও ছিল না। তাদের হৃদয় ছিল ইসলামের প্রতি ভালবাসায় উদ্ভাসিত এবং তাদের মন আলোকিত হয়েছিল আল্লাহ ও বেহেশতের নূরে। ঘন কৃষ্ণ সাগরসম আরব-বাসীর মাঝে তারা ছিল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পাথরের মত—নিজের আলোকেই তারা আলোকিত হয়েছিল। দিনের পর দিন এই উপদ্বীপটি মনোরম এবং এর আলো দীপ্তিময় হচ্ছিল। তাদের অগ্রগতি ও প্রসারমান আলোর প্রভা সম্পর্কে সবাই অবহিত ছিল। কিন্তু তাদের য়াহুদী, মুনাফিক ও কুরাইশ শত্রুরা এই প্রসারিত আলোকে নিবিয়ে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিশ্বাসীরা মহানবীর দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বেহেশতের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখে শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবল পোষণ করল এবং তাদের আন্দোলন ও শিক্ষাকে ব্যাপৃত করার লক্ষ্যে ধৈর্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল।

www.pathagar.com

মদীনা শহরের চারপাশের গোত্র ও উপগোত্রগুলির মাঝে এই আন্দোলন প্রসারিত করার সুযোগ দেখা গেল। এই সব গোত্রের প্রতিনিধিদলের শহরে স্বাভাবিক আগমন অথবা মহানবীকে দেখার জন্য বিশেষভাবে আগমন ঘটতে লাগল। তারা মহানবীর সাথে দেখা করে, কথা বলে চলে যাওয়ার সময় তাঁকে বিরাট আশা ও জোর আশ্বাস দিতে লাগল। তাদের ইহজগত ও পরজগতে বিশ্বাস ছিল। এই আশ্চর্য বিশ্বাসের কারণেই মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অনুসারীগণকে উৎসাহী করতে সমর্থ হন এবং এটাই ছিল তাদের সকল বিজয়ের মূল কারণ। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত গোত্রপতি ও শহরবাসীদের ওপর ঐন্দ্রজালিকের মত প্রভাব বিস্তার করে।

এ সময় আরবদের কবিতা ছিল পূর্ণতার উচ্চ শিখরে। তাঁবু এবং শহরে বসবাসকারী আরববাসীদের স্পর্শকাতর অনুভূতির কাছে এর আবেদন ছিল অত্যন্ত কার্যকর। এই বিষয়ে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সময় প্রত্যেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিতার কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র কুরআন ও স্বর্গীয় সত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের কাছে কুরআন নাযিল হওয়া ছিল নতুন এবং একটা বড় ঘটনা। তারা মহানবীর এক হাতে জ্ঞানের সমাহার কুরআন দেখতে পেল এবং অন্য হাতকে তারা চিহ্নিত করল সত্য ও আল্লাহ্‌র তরবারি হিসেবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জীবনপদ্ধতি তারা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করল এবং তারা এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে চাইল। ইহজগত ও পরজগতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাতে তারা ভীত হয়ে পড়ল।

তারা কবিতা ত্যাগ করে পবিত্র কুরআনের শাশ্বত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলো। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তারা একে অন্যকে বলতে শুরু করল ঃ

"এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ? এবং যা করে না তা বলে।" (কুরআন—২৬ ঃ ২২৪-২২৬)

পবিত্র কুরআনের এই বাণী তাদের ওপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে সে সময়কার নামকরা কবিরাও এই বাণীর দ্বারা মোহিত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে দুজন বড় কবির নাম উল্লেখ করা যায়। এদের দুজনই ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল। ইসলামের প্রতি একজনের ছিল প্রবল

www.pathagar.com

আপত্তি এবং অন্যজন প্রদর্শন করে বিনম্র ভাব। তারা উভয়ে নতুন ধর্মে আত্মসমর্পণ করে।

আমরের কন্যা খান্‌সা ছিলেন তাঁর সময়ে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। বার্নিশ করা তামার রং-এর মত হেযায ও নযদ্-এর মহিলাদের একে অন্যের মধ্যে তুলনা করা চলে সিপিয়া রং-এর আলোকচিত্রের সাথে। যুবতী ও বৃদ্ধার মধ্যে তুলনা করা কারও পক্ষে প্রায় সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে এমন সুন্দরীর আবির্ভাব হত যার কালো চোখ ও উজ্জ্বল রং বিশেষভাবে মোহনীয় হত। খানসা ছিলেন এমনই এক মহিলা, যার দেহ ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য শিল্প ও কবিতার জন্য ছিল বাড়তি আকর্ষণ। আরবে তিনি ছিলেন নামকরা কবিদের মধ্যে একজন। তাঁর অনুভূতি এমন প্রখর ছিল যে তাঁর বিষাদময় ও বিষণ্ণ কবিতাগুলি এখনও প্রবাদের মত। তাঁর দুই ভাই মুয়াবিয়া ও শাকর এক যুদ্ধে মারা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি যে বিষাদময় কবিতা লেখেন তা নযদ ও হেযায গোত্রের লোকদের মুখে মুখে ফিরত। শাকর-এর সাথে তার বস্তুগত ও আত্মিক সম্পর্ক গভীর ছিল। এ-কারণে তার সম্পর্কে রচিত বিষাদময় কবিতাটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়।

দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে সুন্দরী এই মেয়েটি এত বেশী ক্রন্দন করেন যে, তাঁর প্রিয় দুটা আকর্ষণীয় চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য রচনা করেন—

"হে আমার চোখ, সদয় হও
কখনও শুকিয়ে যেয়ো না
ভোরের শিশির কণার মত
শাকর-এর মৃত্যুতে অশ্রুপাত কর।"

যৌবনকালে এই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য কয়েক'শ লোক প্রার্থী হয়। কিন্তু একমাত্র দুরাইদ এক সময় তাঁর সদয় ও মাধুর্যময় হৃদয়কে জয় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু বহুদিন পর তিনি বুঝতে পারেন যে, এই লোকটি তাঁর ভালবাসার যোগ্য নয়। অতঃপর তিনি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে ফিরে আসেন। একদিন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখার জন্য মদীনায় আসেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর তীক্ষ্ণ চোখের প্রভাবে এবং পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর বাণীতে প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

মহানবী তাঁর কবিতা খুব ভালবাসতেন এবং প্রায়ই তাঁকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর কথা বলতেন। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না। এমনকি ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বা পরে তাঁর সমপর্যায়ের কোন মহিলা কবির কথা খুব কমই শোনা গেছে।

প্রসিদ্ধ আরব অন্ধ কবি বৈস্‌সার বিশ্বাস করতেন যে কোন মহিলা ত্রুটিহীন কবিতা লিখতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, খানসা একমাত্র মহিলা কবি যিনি পুরুষ কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং তার কবিতা শুধুমাত্র ইসলামী যুগে নয়, অজ্ঞতার যুগেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

প্রসিদ্ধ কবি নাবিগার কবিতা মহিলাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তিনি 'উকাজ' মেলায় প্রথম তাঁর এই গীতিকাব্যটি শুনেন। "তোমার চোখে কি কষ্ট আছে। তুমি কি অন্ধ অথবা তুমি কি গৃহত্যাগকারীদের অনুপস্থিতিতে তোমার চোখের সব অশ্রু ফেলেছো।"

নাবিগা বলেন, "আবু বশির যদি তোমার আগে আমার কাছে তার কবিতা না আবৃত্তি করত তাহলে আমি হয়ত তোমাকেই 'উকাজে'র শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আখ্যায়িত করতাম।"

জারিদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। লোকে খানসা সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "খানসার কথা না হলে বলতাম আমিই শ্রেষ্ঠ।"

তারা জিজ্ঞাসা করল, "কোন গুণের জন্য খানসা আপনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ?"

"এই গীতিকাব্যের জন্য," তিনি উত্তর দেন। "সময় ও যা হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে অনেক বস্তু আছে একথা অবশ্যই বলতে হবে।"

o o o o

এই মহিলা কবি ইসলাম ধর্ম ও বিশ্বাসে এমনই অনুগত ছিলেন যে কাদিসা যুদ্ধে তিনি তাঁর চার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠান। তিনি তাদেরকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য অবলম্বন ও দৃঢ়সংকল্প থাকার উপদেশ দেন। তাঁর চারটি পুত্রই যুদ্ধে নিহত হয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "আল্লাহকে ধন্যবাদ। তাঁর সেবার জন্য আমার চারটি পুত্র হারানোর সম্মান ও গৌরব তিনি আমাকে দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

কথিত আছে যে, তিনি তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর চেয়ে তার ভাইদের মৃত্যুতে বেশী আঘাত পান। কারণ তাঁর পুত্ররা ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে।

০ ০ ০ ০

অজ্ঞতা যুগের একজন বড় কবি কা'ব বিন জুহাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সবাই ছিলেন কবি। কথিত আছে যে, জুহাইর একটি গীতিকবিতা রচনা করেন চার মাসে, চার মাস ধরে তা ঠিক করেন এবং চার মাস ধরে তা জনসভায় আবৃত্তি করেন। এ কারণেই তাঁর গীতিকাব্যগুলিকে বলা হয় 'বার্ষিক'।

কা'ব তাঁর পিতার মতই কবিতার শালীনতা, বক্তব্যের গভীরতা, অনুভূতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ ও স্বীয় দর্শনের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে কা'ব নতুন ধর্মে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাই প্রথমে মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পিত করেন। এতে কা'ব খুব রেগে যান এবং একটি কবিতায় তিনি তাঁর ভাই ও আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করেন। এতে তাঁর ভাই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সব মুসলমান ও বিশ্বাসী তাঁর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং তাঁর জীবন এখন তাঁদের হাতে সংকটাপন্ন। তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো মহানবীর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করা। কিন্তু কা'ব তাঁর ভাইয়ের উপদেশ উপেক্ষা করে মরুভূমির মধ্যে যাত্রা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেউ তাঁর প্রার্থনায় অনুকূল সাড়া দেয় নাই। কিন্তু তিনি তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শেষে তিনি এই ভবঘুরে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এই দুঃখের দিনে তিনি মুসলমানদের কাছে গিয়ে তাঁদের নেতার আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন উপায় পেলেন না।

তিনি এক রাত ও এক দিন গভীরভাবে চিন্তা করেন। খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন মনস্থির করে। উটের পিঠে উঠে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর খোঁজ করতে থাকেন এবং অবশেষে তাঁর সাথে তিনি একটা মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে বহু মুসলমানকে দেখতে পান। তাঁর বন্ধু তাঁকে ইশারা করে তাঁদের মধ্যে

www.pathagar.com

উপস্থিত মহানবীকে দেখিয়ে দেন। তিনি তখন বিভিন্ন দলের সাথে কথা বলছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই য়াহুদীরা তাদের একদল পণ্ডিতকে মহানবীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সেই মসজিদে পাঠায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবীকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাঁর অজ্ঞতা (!) সবার সামনে তুলে ধরা। ঠিক এই সময়ে কা'ব সেখানে উপস্থিত হন এবং মহানবীকে ঘিরে বসে থাকা আরববাসীদের পাশে গিয়ে বসেন। তিনি ছিলেন নীরব ও মনোযোগী। তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর বিরুদ্ধ দলের লোকদের মনোভাব তুলনা করার এটাই উপযুক্ত সময়। য়াহুদী পণ্ডিতরা আগে থেকে প্রশ্ন তৈরি করে রেখেছিল। তারা প্রথম সারিতে গিয়ে বসে। মহানবীর অনুসারীগণ তাদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করেন।

রাফা'আ বললেন, "হে মুহাম্মদ (স.), আমি এবং অন্য কয়েকজন য়াহুদী নাযির, কুরায়দা এবং কায়নুকা গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি। আপনি যে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করছেন তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছি। আপনি যদি সেসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন তাহলে আমরা আপনার ধর্ম গ্রহণ করব। প্রথমত আপনি কি এই পত্র খায়বার-এর য়াহুদীদের কাছে লিখেছিলেন?"

মুহাম্মদ (স.) উত্তর দিলেন, "পত্রখানি পড় এবং আমাকে দেখাও।"

অতঃপর রাফা'আ সূতী বস্ত্রের ওপর লিখিত পত্রখানা পড়তে শুরু করলেন ঃ

"এই পত্রখানি মূসার ভাই ও বন্ধু এবং আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (স.)-এর কাছ থেকে প্রেরিত এবং যিনি মূসার মিশনে বিশ্বাসী।"

"হে তাওরাতের অনুসারী জনগণ, আল্লাহ নিজেই তোমাদের বলেছেন এবং তোমরা তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে দেখতে পাবে যে, 'মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপই এবং ইনযীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয়

www.pathagar.com

এবং পরে কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।" (কুরআন ৪৮ঃ২৯)

"আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার কসম করে বলছি, সেই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে আল্লাহ তোমাদের গোত্রের প্রাচীন লোকদের 'মান্না' ও মধু খাওয়াতেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে আল্লাহ ফেরাউন ও তার দলের লোকদের কাছ থেকে পলায়নের জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য সাগর শুকিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এসব ঘটনার উল্লেখ করে তোমরা শপথ করে আমাকে সত্য করে বল, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তাতে কি আল্লাহ ঘোষণা করেননি যে তোমরা মুহাম্মদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? এসব কথা যদি তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে না থাকে তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই এবং অচিরেই তোমরা মিথ্যা পথের পরিবর্তে সত্য পথের সন্ধান পাবে। আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও তাঁর নবীকে মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।"

পত্র পাঠ শেষ হলে সবাই মুহাম্মদ (স.)-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, এই পত্র আমার কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছে," আল্লাহ্‌র নবী দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন।

রাফা'আ বললেন, "তাহলে প্রথমে আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, কি কারণে আপনি জেরুজালেমকে বাদ দিয়ে নতুন দিকে কিবলা পরিবর্তন করলেন?"

উত্তরে মহানবী কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলে তাকে এই উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেন জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও।"

একটু অপেক্ষা করে মুহাম্মদ (সঃ) পুনরায় পাঠ করলেন, "যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।"

(কুরআন ২ঃ ১৪২-১৪৪)

কারদাম বিন আমর বললেন, "এটা স্পষ্ট যে, আপনি আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ ফিরাবেন না। আপনি তাহলে কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমাদের দেখান যেন আপনার ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি।"

মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াত উদ্ধৃত করে জবাব দিলেন, "কিতাবীগণ তোমাকে তাদের জন্য আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে; কিন্তু তারা মূসার কাছে এ অপেক্ষাও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ দেখাও।' তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল।.....।"

(কুরআন ৪ঃ ১৫৩)

সাকিন বললেন, "ওহে মুহাম্মদ, আমরা ভাল করেই জানি যে মূসার পর আল্লাহ কারও ওপর ওহী নাযিল করেন নাই।"

মুহাম্মদ (সঃ) পুনরায় কুরআন থেকে পাঠ করলেন, "তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম। অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলি নাই।

www.pathagar.com

এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যেন রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তোমার প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনে শুনে করেছেন। আল্লাহ এর সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" ( কুরআন ৪ঃ১৬৩-১৬৬ )।

কা'ব বললেন,"আমাদের আরও তিনটি প্রশ্ন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করার আছে। আপনি যদি সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। প্রথমত, আমাদের বলুন, আপনার ঘুম কিসের মত? দ্বিতীয়ত, ইসরাঈল নিজের জন্য কি জিনিস অবৈধ করেছিল? পরিশেষে, রূহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন?"

মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "তোমরা যদি আমার উত্তর সঠিক মনে কর তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা তোমরা কি তোমাদের আল্লাহ্র সাথে করবে?"

"হ্যাঁ," তারা সবাই উত্তর দিলেন।

মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "তাহলে শোন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর।"

"প্রথমত, তোমরা যা কল্পনা কর সে ধরনের ঘুম আমার নয়। আমার চোখ বন্ধ থাকে কিন্তু আমার অন্তর সব সময় জেগে থাকে। দ্বিতীয়ত, ইসরাঈলের প্রিয় খাদ্য ছিল দুধ এবং উটের গুশত। তিনি আল্লাহ্র কাছে একটা অনুরোধ করেন এবং আল্লাহ তাঁর অনুরোধের উত্তর দেন। আল্লাহ্র দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তিনি তাঁর প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করেন। তৃতীয়ত, তোমরা ভাল করেই জান যে, আল্লাহ্র ওহী ছাড়া রূহ আর কিছুই নয় এবং তা জিবরাঈল আমার কাছে নিয়ে আসে। 'তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।" (কুরআন ১৭ঃ৮৫)।

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "জিবরাঈল কি অনিষ্ট ও হত্যার বার্তা নিয়ে আসে?"

মুহাম্মদ (সঃ) উত্তর দিলেন, "বল, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু এইজন্য যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে....।"
( কুরআন ২ঃ৯৭ )

www.pathagar.com

মুসলমানরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর চারপাশে বসে মনোযোগের সাথে এই প্রশ্নোত্তর শুনেন। প্রত্যেকেই তাঁর মুখের কথা অনুসরণ করে অজ্ঞাত জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগ লক্ষ্য করে। অন্য সবার চেয়ে বেশী কা'ব তঁর কথায় এবং তাঁর গভীর বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমেই তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকেন। প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর কা'ব নিজেকে তাঁর মুখোমুখি দেখতে পান। তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী, কা'ব বিন জুহায়ের আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য এসেছে। আপনি কি তার ত্রুটি উপেক্ষা করবেন?"

মুহাম্মদ (সঃ) উত্তর দিলেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার সব দোষত্রুটি ভুলে যাওয়া হবে।"

কা'ব উত্তর দিলেন, "আমি কা'ব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র নবী।"

প্রত্যেকে চিনতে পারলেন যে, ইনিই সেই জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত কবি। কিন্তু কা'ব তাদের কোন কথা বলতে দিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে একটি গীতি কবিতা আবৃত্তি করলেন যার শুরু ছিল—"সু'য়াদ চলে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় তার ভালবাসায় ব্যথিত।"

কা'ব তাঁর গীতিকবিতা আবৃত্তি শেষ করলে মহানবীর অনুসারীগণ এবং উপস্থিত সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চুম্বন করল। মহানবীও তাঁর জন্য অনেক কিছু করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ডোরা-কাটা পোশাকটি দিয়ে দিলেন। পবিত্র সম্পদ হিসেবে কা'ব-এর পরিবারে এটা বহুকাল সংরক্ষিত ছিল। বহু বছর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা দশ হাজার দিরহামে এটা খলিফা মুয়াবিয়ার কাছে বিক্রি করেন। অবশেষে খলিফা মনসুর তা চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেন।

রাত তখন গভীর হয় নাই। মহানবীর অনুসারীগণ তাঁদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মসজিদ ছেড়ে বাসায় ফিরে যান। যাওয়ার সময় তাঁরা কা'ব-এর কবিতার দুটা লাইন একে অপরকে পড়ে শুনায়ঃ

"পয়গম্বরী নূর সারা বিশ্বকে আলোকিত করল এবং তিনি
আল্লাহ্‌র খোলা তরবারীর মধ্যে একটি তরবারী।"

www.pathagar.com

১৮

## তরবারির ছায়াতলে বেহেশত

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে এর থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।"

কুরআন ২ ঃ ২১৭।

মদীনায় হিজরতকারী হিসেবে পরিচিত মক্কার আদি মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা, ক্লান্তি ও ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে যারা মক্কার কুরাইশদের কাছে নিজেদের সহায় সম্পত্তি হারিয়েছে তারা ক্রমেই তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলো, মহানবী তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তলোয়ারের আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দেন নাই। ইত্যবসরে মদীনার মুসলমানরা অর্থাৎ আনসাররা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য আকাবায় মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। একই কারণে তারা মহানবীকে তাদের শহরে আমন্ত্রণ জানায়। এখন তারাও অসন্তুষ্ট। শত্রুদের ওপর বিজয়ের ক্ষেত্রে তারা ইহকালের সম্পদের অংশীদার হওয়ার আশা করেছিল। শহীদ হলে তারা পরকালে বেহেশতের সুশীতল বাতাস, দুধ, মধু, হুর ও দাস-দাসী পাওয়ার আশা করেছিল। এসব কথা চিন্তা করে তারা যুদ্ধ করার জন্য মহানবীর ওপর চাপ সৃষ্টি করল। অগত্যা তারা শীত ও গ্রীষ্মে মরুভূমির উন্মুক্ত স্থান দিয়ে যাতায়াতকারী কুরাইশ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করছিল।

মক্কার তের বছর জীবনে মুহাম্মদ (সঃ) সমঝোতা, বন্ধুত্ব, প্রচার এবং প্রদর্শকের পথ অনুসরণ করেন। কিন্তু পরিবর্তে তিনি দেখতে পান, তিনি

www.pathagar.com

ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখানো হয়েছে এবং ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে চলার জন্য তাঁর অনুসারীগণকে অনুরোধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহ নিজেই মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষ নিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা রয়েছেঃ

"তরবারির ছায়াতলে বেহেশত।" "আল্লাহ তাদেরকে বিশেষভাবে ভালবাসেন যারা মহানবীকে সেবা করেন এবং অগ্নি প্রতিরোধের ন্যায় যারা শত্রুর বিরুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকে।"

"যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (কুরআন ৩ঃ ১৬৯)

পবিত্র কুরআনের এ ধরনের আয়াত ও মহানবীর বাণী জনগণকে উৎসাহিত করে। প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন এবং তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান। ফলে তাদের চিন্তাধারা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে উপনীত হয় এবং একদিন তাদের মধ্যে একদল মরুভূমির দিকে যাত্রা শুরু করে। হামজা (রাঃ)-র নেতৃত্বে ত্রিশজন হিজরত-কারীর একটি দল সমুদ্র উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর চাচা উবায়দা বিন হারিছ (রাঃ) বিপরীত দিকে মরুভূমির দিকে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে হামজা (রাঃ) আবূ জহলের নেতৃত্বে আগত একটি উট যাত্রীদলের মুখোমুখি হন। যে সব ঘোড়-সওয়ার এ যাত্রীদলকে পাহারা দিচ্ছিল তাদের সংখ্যা তাঁর বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী। জুহায়না গোত্রের প্রধান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঠেকান এবং তিনি সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। উবায়দা (রাঃ) মরুভূমিতে একটা বিরাট দল দেখতে পান। এ দলের নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান এবং পাহারারত ঘোড়-সওয়ারের সংখ্যা ছিল দু'শ। মুসলমানরা তাদের প্রতি অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে। কুরাইশরা একদল লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং মনে করে যে, তাদের সমর্থনে হয়ত হাজার হাজার সশস্ত্র লোক আছে। ফলে তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং অতি দ্রুত মরুভূমির অন্য একটি পথ দিয়ে চলে যায়। তাদের মধ্যে দুজন লোক গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা উবায়দা (রাঃ)-র বাহিনীকে দেখতে পেয়ে তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ হস্ত প্রসারিত করে।



www.pathagar.com

এ ঘটনার এক মাস পর মুসলমান কমাণ্ডারদের মধ্যে কনিষ্ঠতম সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-র পালা আসে। তিনি বিশজন চৌকস ঘোড়-সওয়ারকে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। দিনরাত পথ চলেও তারা কারও সাক্ষাত পান নাই। অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টা যাবত পথ চলার পর তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এই স্থান দিয়ে কুরাইশ দলের অতিক্রম করার সময় এসেছে।

মহানবী নিজেও এ ধরনের রাতের যাত্রায় তিনবার মদীনা থেকে বের হন। একবার তাঁরা যাত্রা করেন আবওয়ার দিকে। এখানেই তাঁর মায়ের কবর। এখানে তাঁরা কোন মরুযাত্রীদলের সাক্ষাত পান নাই। তবে তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। মদীনার বাইরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সম্পর্ক স্থাপন এটাই প্রথম। পনর দিন অনুপস্থিতির পর তাঁরা মদীনা ফিরে আসেন এবং এক মাস পরে মুহাম্মদ (সঃ) বুয়াত-এর দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর সাথে লোক ছিল দু'শ জন। তৃতীয়বার তিনি সমসংখ্যক লোক নিয়ে উসাইরার দিকে যাত্রা করেন। কুরাইশদের একটি বিরাট দল এপথ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই দলে দু'হাজার উটের পিঠে মালামাল বোঝাই ছিল এবং তার পাহারায় ছিল সুদক্ষ ঘোড়-সওয়ার। কথিত আছে এই দলে মালামালের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার সোনার দিরহাম মূল্যের। মক্কার প্রতিটি ধনী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর প্রত্যেকের অংশ ও স্বার্থ এতে ছিল। একমাত্র উমাইয়া পরিবারের মালামালের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার দিনার। এর মধ্যে ত্রিশ হাজার ছিল আবু উহায়হার। এই লোকটি তার ক্রেতাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভের আশা দিয়ে তার সব সম্পদ এতে খাটিয়েছিল।

উমাইয়া পরিবারের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবু সুফিয়ান এই বণিক দলের নেতা ছিলেন। তদুপরি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার কারণে যাবতীয় ব্যবসায়িক বিষয় পরিচালনার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত ছিল। এ ছাড়াও তার ওপর ছিল পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব। যে কোন বণিক দলের কাছে এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনিই বণিক দলের যাত্রাপথ নির্ধারণ করেন, মরুভূমির রাস্তার কোন স্থানে থামতে হবে তা-ও তিনি ঠিক করে দেন। সাধারণত যেখানে পানির কূয়া আছে সেখানেই বণিক দল যাত্রা বিরতি করে। এই বণিক দলকে আক্রমণ করার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ মদীনা ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁরা উশায়রায়

www.pathagar.com

এসে উপস্থিত হন বণিক দল সেই স্থান ত্যাগ করার একদিন পর। সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে মুসলমানদের উক্ত বণিকদলকে বদর নামক স্থানে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। ইত্যবসরে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ মদীনায় ফিরে আসেন এবং বণিক দলের আগমন অপেক্ষায় থাকেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয় এবং অন্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সমগ্র আরবে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই ঘটনাটি হলো তথাকথিত 'নাখলা'র ঘটনা। এই ঘটনার নায়ক ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাহাস্।

মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন এবং তিনি তায়েফ পর্যন্ত পৌঁছান। তাঁর দায়িত্ব ছিল কুরাইশদের গতিবিধি, কার্যকলাপ লক্ষ্য করা ও তার সঠিক তথ্য প্রদান করা। এটা ছিল একটা কঠিন কাজ। একটা বন্ধ চিঠিতে মুহাম্মদ (সঃ) আবদুল্লাহকে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে যাত্রা শুরু করার আগে চিঠি না খোলার কথা বললেন। ফলে আবদুল্লাহ সাত-জন সঙ্গী নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সময়মত তিনি বন্ধ করা চিঠি খুলে তাঁর সঙ্গীদেরকে চিঠির মর্ম সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই চিঠিতে তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, মক্কার শহরতলীতে যাওয়ার অথবা তৎক্ষণাৎ মদীনায় ফিরে আসার। তারা সবাই আবদুল্লাহ্র সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা বলল, "যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু আমাদের জন্য সত্যিকার শাশ্বত জীবন। আমাদের দৃষ্টিতে বিছানায় মৃত্যু লজ্জাকর।"

ফলে দুর্বার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অবশেষে তাঁরা শহরের একটা বাগানের কাছে এসে উপনীত হলেন। বাগানে কৃষকরা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ এবং রৌদ্রে আঙ্গুর শুকাচ্ছিল। একই দিন তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, ইবনে হাদরামীর নেতৃত্বে কুরাইশদের একটা ছোট দল শুকনা আঙ্গুর ও কিসমিস নিয়ে তায়েফ থেকে মক্কার পথে যাত্রা করল। ক্ষুধার্ত শিকারীদের জন্য এটা ছিল একটা লোভনীয় খবর। আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদেরকে আক্রমণ করার ও তাদের সামগ্রী লুণ্ঠন করার লোভ সামলাতে পারলেন না। তাঁদের অস্তিত্বের জন্য এ ধরনের একটা ছোট-খাট আক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি কুরাইশদের ওপর তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাও ছিল প্রবল। যারা তাদের মক্কার গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল এবং এর ফলে ছোট দলটি আক্রমণ করে তাঁরা যে সম্পদ

www.pathagar.com

হারিয়েছে তার কিছু অংশ পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত হলেন। এ সময় ছিল রজব মাস। তাঁরা জানতেন যে, অন্য পবিত্র মাসের মত রজব মাসেও মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দী ধরে আরবরা এই নিয়ম পালন করে আসছিল।

তাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে ইতস্তত করলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিশোধের স্পৃহা ও যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁদেরকে আক্রমণে উৎসাহিত করল। এই আক্রমণে কুরাইশদের একজন নিহত ও দুইজন বন্দী হলো। আবদুল্লাহ লুণ্ঠিত ও যুদ্ধলব্ধ মালের সবই তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর তাঁরা মদীনার পথে যাত্রা করলেন। এই ঘটনা মক্কায় ব্যাপক হাঙ্গামার সৃষ্টি করল। তারা বলাবলি করল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীরা পবিত্র শহরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এই রক্তপাতের কারণে সমগ্র তিহামা এলাকায় অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে।

আবদুল্লাহ যখন যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর সামনে রাখলেন তখন তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। তিনি আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণকে তিরস্কার করলেন। তিনি তাঁদেরকে এমন কঠোরভাবে বললেন যে তাঁরা সবাই গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। এর পর পরই নাযিল হলো ঃ

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে এর থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়----------।"

(কুরআন ২ঃ২১৭)।

www.pathagar.com

# মক্কার জীবনীশক্তির উৎস

"সেই ব্যক্তি শহীদ যে তার জীবনকে জাগতিক সম্পদ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য উৎসর্গ করে।"

—মহানবীর বাণী

আল্লাহ্‌র নবীর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর দামেশ্‌কগামী বণিক দল বাণিজ্য শেষে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই বণিক দলটি ছিল খুবই বড় এবং এতে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ছিল। এই বণিক দলের সংবাদ জানার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর দু'জন অনুসারীকে মক্কাগামী রাস্তার দিকে পাঠান। কিন্তু তাঁরা কোন সংবাদ দিতে না পারলেও বণিক দলের আগমনের তারিখ মুসলমানরা জানতে পারেন। মহানবী সবাইকে ডেকে বললেন ঃ

"কিছু দিন আগে যে কুরাইশ বণিক দলটি দামেশক গিয়েছিল, তারা এখন ফেরার পথে। এতে আছে প্রচুর মালামাল। এর নেতৃত্বে আছে আবু সুফিয়ান। বণিকদলে আছে মাল বোঝাই এক হাজার উট এবং এর পাহারায় আছে অসংখ্য ঘোড়-সওয়ার। মুসলমানদের কাছ থেকে জোর করে যে সব ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ। এ বণিক দলের ওপর বিজয়ের অর্থ হলো পৌত্তলিকতার ওপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়। এ ধরনের একটা যুদ্ধের পর ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে এবং এটাই হবে অন্যান্য বড় বিজয়ের সূচনা। নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের আগামী ৮ই রমযান যাত্রা করা উচিত।" হিজরতকারী ও সাহায্যকারী সবাই গভীর মনোযোগ ও উৎসাহের সাথে মহানবীর কথা শুনলেন। তাঁরা মহানবীর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

৮ই রমযান সকালে মহানবী আমর বিন উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে মুসলমানদের নামায পড়াবার এবং আবু লুবাবা (রাঃ)-কে শহরের প্রশাসন ব্যবস্থা

www.pathagar.com

দেখা-শোনা করার দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে শহর ত্যাগ করলেন। মদীনার সব লোক তা প্রত্যক্ষ করল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীতে ছিল আটজন হিজরতকারী এবং দু'শ ত্রিশজন মদীনাবাসী সাহায্যকারী। তাদের ছিল সত্তরটি উট এবং দুইটি ঘোড়া। প্রত্যেক ছোট দলে ছিল একটি করে চড়ার উট। এ উটে তারা পালাক্রমে চড়ছিল। মহানবীর উটে চড়ছিলেন আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) এবং অপর একজন অনুসারী। অর্থাৎ একজন উটে চড়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন এবং দু'জনকে হাঁটতে হচ্ছিল। আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান - এই নীতি ইসলাম প্রচারে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সফলতার অন্যতম কারণ। আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন অন্যান্য লোকের সমপর্যায়ের। স্বৈরাচারী সরকারের কথা দূরে থাকুক, উন্নত গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সাম্য প্রায় দেখা যায় না।

মহানবীর সামনে ছিল দুটা পতাকা। একটা ছিল 'ঈগল পক্ষী' পতাকা। এর রং ছিল কালো। হিজরতকারীদের এই পতাকা বহন করছিলেন আলী (রাঃ)। অন্য পতাকাটি ছিল সাদা এবং বহন করছিলেন মূসা'ব (রাঃ)। ছোট এই দলটি মদীনা ত্যাগ করে বণিক দলের গমনের রাস্তায় যাওয়ার সোজা পথে যাত্রা শুরু করে। মরুভূমিতে কিছু দূর যাওয়ার পর তারা মক্কার দিক থেকে আগত একজন আরববাসীকে দেখতে পেল। তারা তাকে কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলো। মক্কার বণিক দল বা কুরাইশদের বাহিনী সম্পর্কে সে কিছু জানে না বলে জানাল।

মহানবীর একজন অনুসারী তাকে বললেন, "মহানবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।"

"তোমাদের মধ্যে মহানবী কেন?"

তাঁরা উত্তর দিলেন, "তাঁর সেবা করতে পারায় আমরা গর্বিত।"

"আমরা নিশ্চিত যে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আছি।"

আরববাসী বলল, "এই মহানবী আমাকে বলুক, আমার উটের পেটে কি আছে।"

মুহাম্মদ (সঃ) চুপ করে রইলেন। সালমা বিন সালামা একটা হাস্যকর উত্তর দিলেন। "এ ধরনের প্রশ্ন মহানবীকে করো না, আমিই তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তুমি তোমার উটের পিঠে চড়েছিলে এবং এখন তার পেটে রয়েছে একটা গর্দভ শাবক।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ) এই অশ্লীল কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "এ ধরনের অভদ্র ও অশ্লীল কথা বলো না।"

পরদিন ভোর বেলা এই ক্ষুদ্র দলের সদস্যদের মন উৎসাহ ও আস্থায় উদ্ভাসিত হলো। তারা শাহাজ-এর দিকে এগিয়ে চলল। এখানেই আছে প্রসিদ্ধ কূয়া 'রুহা'। সামান্য দূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা মক্কাগামী রাস্তা বাঁ হাতে রেখে ডানদিকে নাজিয়াগামী রাস্তা ধরল এবং 'রিহকান' নামে একটি উপত্যকা অতিক্রম করল। এসব এলাকার গোত্রপ্রধান ও নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসীদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল। তারা বিভিন্ন রাস্তা ও আবূ সুফিয়ানের দলের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করল। অবশেষে তারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'সাফরা' নামে একটি ছোট গ্রামে এসে পৌঁছাল।

মুহাম্মদ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দুটা পাহাড়ের নাম কি?"

"একটার নাম মুসাল্লা এবং অপরটির নাম মুখাররা।"

মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কোন কোন গোত্র বাস করে?"

"একটা পাহাড়ের ঢালুর দিকে বাস করে 'নার' গোত্র অর্থাৎ 'আগুনের পুত্র'। অন্য দিকে বাস করে 'হিরাক' গোত্র অর্থাৎ অগ্নিপূজক। এই গোত্র তাঁবু খাটিয়েছে।"

মুহাম্মদ (সঃ) গোত্র দুটির নাম শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর অনুসারী-গণকে 'সাফরা' ত্যাগ করে 'ধাপরান'-এর পথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানেই তারা রাত্রি যাপন করল। তারা জানতে পারল যে, কুরাইশরা তাদের বণিক দলের সাথে মিলিত হওয়ার ও তাদের নিরাপত্তার জন্য মক্কা থেকে একটা বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেছে। প্রথা অনুযায়ী মহানবী তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একটা পরিষদ গঠন করেছিলেন। আবূ বকর, উমর, মিকদাদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সকলে দাঁড়িয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেন।

"আল্লাহ আপনার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই পথই অনুসরণ করুন। আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।"

মিকদাদ (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, মূসা (আঃ)-র প্রতি ইসরাঈলের সন্তানরা যে কথা বলেছিল সে কথা আমরা কখনোই বলব না। [তারা মূসা (আঃ)-কে একাকী যেতে এবং যুদ্ধ করতে বলেছিল।] যে আল্লাহ সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র কসম, আপনি কোথায় আমাদের

www.pathagar.com

প্রেরণ করবেন সেটা বড় কথা নয়, যুদ্ধের জন্য আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।"

মহানবী তাঁদের কথায় গভীরভাবে বিচলিত হলেন। তিনি বললেন, "ভাল কথা, আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

মুহাম্মদ (সঃ) অতঃপর মদীনাবাসী সাহায্যকারীদের দিকে তাকিয়ে কোন কিছু গোপন না করে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার আহবান জানালেন। আকাবায় আনুগত্য প্রকাশের দিন তারা মহানবীকে তাদের শহরকে রক্ষা করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কথাও তাঁর মনে হলো। এখন তারা অবশ্য মদীনা শহরের বাইরে। সুতরাং তারা বলতে পারে যে, তাদের প্রতিজ্ঞা এখানে কার্যকর নয়। কিন্তু স'াদ বিন সুয়াদ (রাঃ) তাঁর সব সন্দেহের অবসান ঘটালেন।

তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি এবং আপনার ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মিশন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এবং আপনার প্রতি অনুগত হয়েছিলাম। এখনও আমরা আপনার কথা মেনে চলব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। আপনি আপনার খুশীমত যেখানেই যান, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, কোন সাগরের কিনারায় এসে আপনি যদি তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরাও আপনাকে অনুসরণ করব। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আপনাকে অমান্য করবে। আগামীকালও যদি আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে করব। এজন্য আমাদের কোন চিন্তা নেই। যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত। কারণ চিন্তাধারায় আমরা সৎ ও সত্যবাদী। আমরা আশাবাদী যে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যে কাজ করব, আল্লাহ সে কাজে সাহায্য করবেন। আপনি আপনার ইচ্ছামত স্থানে আমাদের প্রেরণ করুন। আল্লাহ্‌র রহমত ও বিজয় আমাদের সাথেই রয়েছে।"

মহানবী তাদের এসব ঘোষণা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের সঙ্গীদের এই সুসংবাদ দাও --সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে দুই দলের মধ্যে এক

www.pathagar.com

দলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এমন কি এখনও আমি আমার চোখের সামনে তাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি।"

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সামান্য পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ 'ধাপরান' থেকে যাত্রা শুরু করলেন। ডান দিকে 'হনান' নামে একটি বড় পাহাড় রেখে তাঁরা বদর নামক গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এদিন ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর উটে চড়ার পালা। তাঁর পশ্চাতে ছিলেন অপর একজন সঙ্গী। এসময় তাঁরা একজন আরববাসী শেখ-এর সাক্ষাত পেলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "কুরাইশ এবং মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের খবর কি?"

লোকটি উত্তর দিল, "আপনাদের বলার মত কোন সংবাদ আমার কাছে নেই। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "আগে বল তুমি কি জান। তারপর আমরা বলব আমরা কোথা থেকে আসছি।"

শেখ জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি শর্তসাপেক্ষ?"

মুহাম্মদ (সঃ) দৃঢ়তার সাথে বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমি শুনেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ অমুক দিন অমুক সময় মদীনা ত্যাগ করেছেন। এই গুজব যদি সত্য হয় তাহলে তাদের এখন অমুক জেলার অমুক স্থানে থাকার কথা।" (মহানবী যে স্থানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন সেই স্থানের কথা সে উল্লেখ করল।)

শেখ আরও বলল, "আমি আরও শুনেছি যে, কুরাইশরা অমুক দিন অমুক সময় মক্কা ত্যাগ করেছেন। এই গুজব যদি সত্য হয় তাহলে কুরাইশরা এখন অমুক জেলার অমুক স্থানে অবস্থান করছে।"

কুরাইশরা কোথায় অবস্থান করছে সে সম্পর্কে সে পুনরায় ইঙ্গিত প্রদান করল।

অতঃপর সে তার কথা শেষ করে বলল, "এখন বলুন, আপনারা কোন গোত্র এবং কোথা থেকে আসছেন?"

মহানবী উত্তর দিলেন, "আমরা পানির এলাকা থেকে আসছি।" অতঃপর তিনি যাত্রা শুরু করলেন।

রাতে মহানবী কুরাইশ বণিক দল বা বাহিনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য পাহাড়ের অপর দিকে বদর উপত্যকার ধারে আলী, জুবায়ের, সা'দ (রাঃ) এবং অপর কয়েকজনকে পাঠালেন। মদীনা থেকে প্রায় একশ

www.pathagar.com

মাইল দূরে বদর প্রান্তর। এর ঝরনার পানি এমন স্বচ্ছ ছিল যে, পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব পরিষ্কারভাবে দেখা যেত। কথিত আছে যে, এজন্যই এ স্থানের নাম হয় বদর অর্থাৎ পূর্ণ চাঁদ। অথবা এমনও হতে পারে যে, যে লোকটি এই কূপ প্রথম খুঁজে পায় তার নাম ছিল বদর।

মদীনা থেকে যে রাস্তাটি মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানটির পাশেই বদর অবস্থিত। এস্থানে আছে বহু পানির কূপ এবং এর উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে বহু অসমান পাহাড়। দক্ষিণ দিকে রয়েছে পাথুরে পাহাড় এবং পশ্চিম দিকে বালির পাহাড়। বদরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি জলাধার। এর পানি দিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেচ কার্য সম্পাদন করা হত। প্রতি বছর বদর-এ একটি মেলা বসত। এই মেলায় হেযাযের গোত্রগুলি তাদের পণ্য বিনিময় করত। গভীর রাতে আলী (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা পার্শ্ববর্তী পাহাড় ঘুরে ফিরে আসেন। আসার সময় তাঁরা দুজন লোক ও একটি উট ধরে নিয়ে আসেন। সকাল বেলা তাঁরা প্রতিদিনের মত মহানবীর সাথে সাক্ষাত করতে যান। মহানবীর সঙ্গীগণ দু'জন লোককে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলেন। তারা বলল যে, তারা কুরাইশ বাহিনীর গুপ্তচর এবং তারা পানির সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই উত্তরে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, লোক দুজন বণিক দলের গুপ্তচর।

তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তোমরা মিথ্যা বলছ।" তারা বণিক দলের গুপ্তচর একথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তারা তাদের মারলেন। ইতিমধ্যে মহানবী তাঁর নামায শেষ করেছেন। তিনি বললেন, "লোক দু'জন যখন সত্য কথা বলল তখন তোমরা তাদের মারলে। তারা মিথ্যা বলা শুরু করলে তোমরা মার থামালে। আল্লাহ্‌র কসম, এই লোক দু'জন যখন বলছিল তারা কুরাইশ বাহিনীর লোক তখন তারা সত্য কথাই বলেছিল।"

অতঃপর তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, "কুরাইশ ও তাদের বাহিনী সম্পর্কে কি জান আমাকে বল।"

"দিগন্ত রেখার পাশে যে পাহাড়টি আপনি দেখতে পাচ্ছেন তারা সেখানেই রয়েছে।"

মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা কতজন?"

"অনেক।"

www.pathagar.com

"তাদের কাছে কি পরিমাণ অস্ত্র আছে?"

তাঁরা উভয়ে উত্তর দিল, "আমরা জানি না।"

মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা প্রতিদিন কতটা উট জবাই করে?"

"একদিন নয়টা এবং অন্যদিন দশটা উট তারা জবাই করে।"

মহানবী সামান্য চিন্তা করে বললেন, "তাদের সংখ্যা তাহলে নয়'শ থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে।"

মুহাম্মদ (স.) বললেন, "এই কুরাইশ দলে কারা আছে?"

"উতবা, সায়েরা, রাবি'আর পুত্ররা, আবুল বখতারী, হিসাম-এর পুত্র, হাকিম বিন হিজাম, য়াজিদ বিন খুয়ালিদ, হারিছ বিন আল-আমির, নাদর, জামা'আ, আবূ জহল, উমাইয়া, নাবিহ্, মুনাব্বা, সুহায়েল, আমর বিন আবদুদ এবং অন্যান্যরা।"

মহানবী তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মক্কা তোমাদের কাছে তার জীবনীশক্তির কয়েকজনকে পাঠিয়েছে।"

www.pathagar.com

২০

# চিরকালের জন্য পৌত্তলিকতাকে কবর দেওয়া হয়েছে

"হে আল্লাহ, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন।"

মুহাম্মদ (স.)-এর মোনাজাত থেকে

মক্কা থেকে বিরাট একটি কুরাইশ বাহিনী যাত্রা শুরু করে। তেজস্বী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে হবলের যুবক যোদ্ধারা যখন খোলা তরবারি ও উজ্জ্বল তীর নিয়ে যাত্রা শুরু করে তখন মক্কার অধিবাসীরা তাদের দিকে তাকিয়েছিল। প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে আশাবাদী ছিল যে, এই বিরাট বাহিনী বিজয়ী হবে এবং হেযায ও নযদের ইতিহাস থেকে মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সঙ্গীদের আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শহরের ভীড়ের মধ্যে পণ্য-সামগ্রীসহ ফেরীওয়ালাদেরও দেখা গেল। প্রশংসা করার জন্যও লোক জমায়েত হলো। এর মধ্যে উস্কখুস্ক চুলওয়ালা একজন বৃদ্ধা মহিলা যাদুকরও ছিল। তার সামনে ছিল ভাগ্য গণনা করার যাবতীয় সামগ্রী। সিল্ক কাপড়ের একটা ছোট টুকরা এবং খেজুরের আঁটির মত পাথর নিয়ে সে তখন ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তাকে ঘিরে বেশ ভীড় জমে উঠল। প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং কুরাইশ বণিক দলকে রক্ষা ও মুহাম্মদ (স.)-কে ধ্বংস করার জন্য যে বিরাট বাহিনী যাত্রা করেছে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইল। ভবিষ্যত-বক্তা বৃদ্ধা তাদের কথার জবাব দিয়ে চলল স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ায় তাকে সবাই উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু তার ঠোঁট দুটা যেন বন্ধ হয়ে আছে। সে তার এই রহস্যজনক নীরবতা ভঙ্গ করতে পারল না। কিন্তু তাদের অনুরোধ ও জেদ যখন তার অসহ্য হয়ে উঠল, তখন সে তার প্রসারিত ও কুঞ্চিত ঠোঁট খুলল। তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে তাকিয়ে সে শান্তভাবে বলল ঃ

www.pathagar.com

"তোমরা আমাকে অনুরোধ করছ কেন? তোমাদের যুবকদের গিয়ে বল, তারা যেন মৃত্যুর মুখে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি না করে।"

এই কথাগুলি উপস্থিত কিছু লোকের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যারা কুরাইশ প্রধানদের বিরোধিতা করেছিল তারা এবং শহরের ধনী ব্যক্তিরা এই কথায় খুশী হয়। তারা বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্লাহ কুরাইশ মুনাফাখোর ও তাদের নির্দয় শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ভবিষ্যদ্বক্তার এই কথা সেদিনই বিভিন্ন লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

কতিপয় কুরাইশ প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। মুহাম্মদ (সঃ) সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে এমনই একটা ধারণা করেছিলেন। তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র এবং খাওয়া ও পরিবহনের জন্য ব্যবহারযোগ্য সাত'শ উট। দ্রুত চলাচলের জন্য তাদের কাছে নযদ ও হেযাযের দু'শ দ্রুতগামী ঘোড়া ছিল। প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে ছিল তরবারি ও বল্লম। এই বাহিনীর সম্মুখে ছিল রণসংগীত গায়ক দল। রণসংগীতের তালে তালে এই বিরাট বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। তারা যখন য়াছরিব অভিমুখে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গায়ক ও নৃত্যরত লোকদের কোলাহল এবং রণভেরী ও ড্রামের শব্দ যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে মাতিয়ে তোলে।

তারা প্রতিদিন সকালে যাত্রা শুরু করে এবং সন্ধ্যায় স্বচ্ছ পানির কূয়ার ধারে তাদের তাঁবু খাটায়। অর্থাৎ দিনের বেলায় কুরাইশ বাহিনী বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসে আনন্দের সাথে পথ চলে এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে রাতের অধিকাংশ সময় মদ, উটের গুশত, নাচ ও গানে মত্ত হয়ে কাটায়।

জাহফা উপত্যকায় পৌঁছার পর তারা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে বণিক দলের সংবাদ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ জুহরা নামের একটি গোত্র এই এলাকায় বাস করত। এই কারণে অন্যান্য যে কোন স্থান থেকে এই স্থানটিতে সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত নিশ্চিন্তে ও আরামে ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনে তারা ভয় পায় এবং কিছুটা রহস্যেরও ইঙ্গিত পায়। এই ঘটনা তাদের সবার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল।

www.pathagar.com

জুহরা গোত্রের শেখ ও যোদ্ধাদের সাথে আনন্দপূর্ণ রাত্রি যাপনের পর কুরাইশ প্রধান ও নেতৃবৃন্দ যাত্রা করার পূর্বে খুব ভোরে আগের মতই কোন গোত্রপ্রধান বা কারও তাঁবুতে ছোট ছোট দলে মিলিত হলো। কয়েকজন বন্ধুসহ জাহিম বিন মল্ট গেল সুহায়েলের তাঁবুতে। সুহায়েল বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাল। কিন্তু তার মনে হলো, জাহিমের মনে কিছু কথা বলার আছে। প্রথম দিকে জাহিম কিছু বলতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু সুহায়েল ও অন্যান্যরা অনুরোধ করলে সে বলে যে, সে গতরাতে একটি স্বপ্ন দেখেছে এবং তার ফলে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

সুহায়েল জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি কোন ভাল লক্ষণ?"

জাহিম উত্তর দিল, "আমি জানি না এটা ভাল কি মন্দ। কিন্তু একথা সত্য যে, এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমি অসস্তি বোধ করছি।" তারা সবাই তাকে স্বপ্নটি বলার অনুরোধ জানাল।

"গত রাতের শেষ দিকে আমি আধা ঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। আমি একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলাম। তার সামনে ছিল একটা উট। লোকটি সরাসরি আমার কাছে এসে দাঁড়াল এবং হঠাৎ চীৎকার করে বলল, 'উতবা বিন রাবি'আ নিহত হয়েছে, সা'ইবা নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম এবং উমাইয়া বিন খালাফ নিহত হয়েছে। এক এক করে সে সব কুরাইশ প্রধানের নাম ধরে বলল যে তারা সব নিহত হয়েছে। অতঃপর আমি তাকে তার বল্লম দিয়ে উটের গলায় আঘাত করতে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকে যাত্রা করতে দেখলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে উটটি প্রত্যেক তাঁবুতে রক্ত ঝরাতে লাগল।"

কথা শেষ করে জাহিম প্রত্যেকের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। এই স্বপ্নের কথায় সবাই প্রভাবিত হয়েছে মনে হলো। তারা সবাই নীরব রইল। কিছুক্ষণ পর তারা সবাই এক এক করে তাঁবু ত্যাগ করল এবং যাদের সাক্ষাত পেল তাদেরকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিল।

আবু জহল তাদের বিজয় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিল। এই স্বপ্নের কথা শুনে সেও কিছুটা বিমর্ষ হলো। অন্যকে এর প্রভাবমুক্ত করার জন্য সে অবজ্ঞাভরে বলল, "মুত্তালিব গোত্রে আর একজন নবী এসেছে। কাল যখন আমরা মুহাম্মদের লোকদের সাক্ষাত পাব তখন দেখা যাবে কে কাকে হত্যা করে।"

www.pathagar.com

সেদিনই আবূ সুফিয়ানের কাছ থেকে একজন লোক এসে তাদের বলল যে, বণিক দলের যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। তারা সমুদ্রোপকূল ধরে পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর আক্রমণের হুমকি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সে কুরাইশ প্রধানদের মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সংঘর্ষে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ না করার পরামর্শ দিল। কারণ এর ফল সন্দেহমুক্ত নয়। সংবাদবাহক উতবা ও সা'ইবার তাঁবুতে কুরাইশ প্রধানদের কাছে এই সংবাদ দিল এবং প্রত্যেকে নীরবে মাথা নত করল।

সম্ভবত তারা জাহিমের স্বপ্নের কথা চিন্তা করছিল। আবূ জহলই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। জনগণকে ভয়মুক্ত করার জন্য সে বলল ঃ

"আমরা এতটা পথ মিছামিছি আসিনি। আজ আমাদের যে বিরাট একটি বাহিনী আছে তা আমরা প্রতিদিনই গড়তে পারব না। আমাদের অবশ্যই মুহাম্মদের ওপর চরম বিজয় অর্জন করতে হবে এবং তারপর আমরা স্থায়ীভাবে নিশ্চিন্তে থাকব। এই উপত্যকার বদর নামক স্থানটি হলো সাধারণের মিলনস্থল এবং আরববাসীদের ব্যবসায়ের কেন্দ্র। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা তিনদিন ও তিন রাত বিজয় উৎসব পালন করব, মদ পান করব এবং নাচ-গান উপভোগ করব। এতে আরবের সব গোত্র বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা আরব জাতির জীবনের পাতা থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"

প্রায় মাতাল অবস্থায় লাল চুলের অধিকারী আবূ জহল চমকপ্রদভাবে কথাগুলি বলে নিজের তরবারি উন্মুক্ত করে তা মাথার ওপরে রেখে যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করল। সে বলল, "আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি কোন দিন পিছপা হইনি। কারণ শুধুমাত্র যুদ্ধের জন্যই আমার মা আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে।"

কিন্তু এই উৎসাহ ও বীরত্ব প্রদর্শন তার ভীত সন্ত্রস্ত লোকদেরকে শান্ত করতে পারল না। তারা পরবর্তী যুদ্ধকে ভয় ও উদ্বেগের সাথে গ্রহণ করল। পরদিন এই বিরাট বাহিনী বদর-এর উদ্দেশ্যে জাহফা ত্যাগ করল। জুহরা গোত্র এই যুদ্ধে তাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকায় তারা সরাসরি বদর-এর পথ ধরল। মরুভূমিতে আশ্চর্য রকমের কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেল। একদিকে ছিল কুরাইশ বণিক দল এবং অন্যদিকে তাদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল বিরাট কুরাইশ বাহিনী।

www.pathagar.com

এই দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীগণ। প্রথম দুই দলের ছিল অর্থ, সম্পদ এবং জগতের উত্তম জিনিস। এই সম্পদ ও বিশ্বাসকে রক্ষার জন্যই তারা নিয়োজিত ছিল। তৃতীয় দলের ছিল ঈমান এবং পরজগত। আল্লাহ্‌র ধর্ম রক্ষায় তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র বাহিনী হিসেবে নিয়োজিত ছিল। এই লোকগুলির কাছে পৃথিবীর ধন-সম্পদের চেয়ে ধর্মই ছিল প্রিয়। সমগ্র মরুভূমিতে গুপ্তচরের আনাগোনা ছিল ব্যাপক এবং তারা সংবাদ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিল।

আবূ সুফিয়ানের লোকেরা মরুভূমির পথে উটের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া খেজুরের আঁটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারল যে, তারা মদীনা থেকে এসেছে। এই চিহ্ন দেখে তারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর যাত্রাপথ নির্ধারণ করল। মরুভূমির 'সত্যিকার খেকশিয়াল' হিসেবে পরিচিত আবূ সুফিয়ান অনতিবিলম্বে তার যাত্রাপথ পরিবর্তন করে সমুদ্রোপকূলের ধার দিয়ে পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী দাব্বা থেকে অগ্রসর হলো এবং জাহফা থেকে যাত্রা করল কুরাইশ বাহিনী। উভয় বাহিনীই ছিল বদর অভিমুখী। তাদের যাত্রার রাতে সমগ্র হেযাযে বজ্রপাতসহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ (সঃ) যে পথ দিয়ে রওনা হন সেই পথের যাত্রীদের জন্য এই বারিপাত আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কারণ এই এলাকায় ছিল নরম বালু। এর ওপর দিয়ে মানুষ ও ঘোড়ার পক্ষে যাতায়াত করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বৃষ্টির পানিতে বালু শক্ত হয় এবং মানুষ ও ঘোড়ার চলাচল সহজতর হয়।

"নীলাকাশ থেকে আল্লাহ বারি বর্ষণ করেছেন যা তোমাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে।"

অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনীর সৈন্যদের এই শক্ত বালির ওপর দিয়ে অগ্রযাত্রা সহজতর হয়। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী যে পথ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই পথে বৃষ্টি ও বন্যার পানি তাদের চলাচলের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কুরাইশ বাহিনীর বহু পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী বদর প্রান্তরের প্রথম পানির কূপের কাছে পৌঁছে যায়। মহানবী এই কূপের ধারে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু খাবাব-এর ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া। তাই তিনি মুহাম্মদ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ কি এ সম্পর্কে কোন ওহী প্রেরণ করেছেন?

www.pathagar.com

যদি তাই হয় তাহলে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যদি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয় তাহলে আমাদের এখানে অবস্থান না করে পানির কাছাকাছি যাওয়াই শ্রেয়। প্রয়োজনবোধে সেখানে আমরা একটা গর্ত খুঁড়ে তা পানিতে পূর্ণ করে দেব। শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা নিয়মিতভাবে পানি পাব অথচ শত্রুরা এখানে আসতে পারবে না।" অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী আরও সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সর্বশেষ কূয়াটির ধারে তারা তাঁবু ফেলে। ঘোড়া ও উটের হ্রেষা রব ও গর্জন ধ্বনিতে বাতাস প্রকম্পিত হলো। তাঁবুর পাশে কাঠের আগুন জ্বালানো হলো এবং চুলায় আগুন দিয়ে রুটি ছেঁকার ব্যবস্থা করা হলো। অল্পক্ষণের মধ্যে লাল ও হলুদ বর্ণের অগ্নিশিখা ও বিভিন্ন রং-এর ধোঁয়া মরুভূমির আকাশে প্রতিভাত হলো। হলুদ, লাল ও ধূসর বর্ণের ডোরাকাটা কালো কাপড়ের চিহ্নের মত মাঝে মাঝে নীলাভ বাষ্পের ফিনফি ছুটতে দেখা গেল। সুস্বাদু রুটির ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। গুশতের প্রয়োজন মিটাবার জন্য একটা উটও জবাই করা হলো। ছোট ছোট দলে বসে মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীরা রাতের খাবার খেল।

মহানবী যে দলে ছিলেন সেই দলে সা'দ বিন সু'য়াদ ছিলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী, খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে আপনার জন্য একটা আশ্রয়স্থল তৈরী করি। এটা একটা তাঁবুও হবে এবং আপনার জন্য একটা কামরাও হবে। কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আমরা দুটা দ্রুতগামী ঘোড়া এখানে রেখে যাব। তাদের ওপর আল্লাহ যদি আমাদের বিজয়ী করেন তাহলে ত কোন কথাই নেই। কিন্তু আমরা যদি পরাজিত হই, তাহলে আপনি এবং আপনার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচর এই ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় চলে যেতে পারবেন। আপনাকে নিরাপদে রাখার মত সেখানে অনেক লোক আছে। আপনার প্রতি তাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। পবিত্র যুদ্ধের জন্য তাদের উৎসাহ ও প্রত্যয় আমাদের চেয়ে মোটেই কম নয়।"

মহানবী সমগ্র বাহিনীর সফলতা ও বিজয় এবং তাঁর নিজের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করলেন। একটা প্রশস্ত স্থানে একটি আশ্রয় শিবির তৈরী করা হলো এবং তা পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে থাকলেন আলী, আবু বকর ও সা'দ বিন সু'য়াদ (রাঃ)। এই রাতে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও তাদের নেতার প্রতি ভালবাসায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।



www.pathagar.com

পরদিন শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করল এবং জয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন হলো। পরদিন সকালে মুহাম্মদ (সঃ) নামায পড়লেন। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি দূরে ধূলা উড়া লক্ষ্য করলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরাইশ বাহিনী বদর-এর দিকে এগিয়ে আসছে। এই বাহিনীর সম্মুখে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের পৃথক পৃথক পতাকা ছিল। তারা সবাই ছিল অস্ত্র সজ্জিত। এ ধরনের আটটি উটের বাহিনী অত্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছিল। তাদের আগমন ছিল আড়ম্বরপূর্ণ এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল গর্ভে ভরা ও বাহ্যিকভাবে আক্রোশপূর্ণ। মুসলমানদের মনে ঈমানের জোর যদি ঈস্পাতের চেয়ে কঠিন না হত তাহলে এই বাহিনীর আগমন দৃশ্য তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ফেলত এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তারা পালিয়ে যেত। কিন্তু সেখানে ছিল বিশ্বাস, ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) এবং ছিল সমঝোতা। মুহাম্মদ (সঃ) অগ্রগামী সৈন্য দলকে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে ফেরালেন। তিনি প্রার্থনা করলেনঃ

"হে আল্লাহ্, কুরাইশদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা এখন তাদের সকল অশ্বারোহী নিয়ে গর্ব ও জাঁকজমকের সাথে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা আসছে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য, তোমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং তোমার নবীকে অস্বীকার করার জন্য।

"আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি বিজয় ও সাফল্যের যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছ। হে আল্লাহ্, তুমিই এই কিতাব আমার ওপর অবতীর্ণ করেছ এবং আমাকে দৃঢ় ও স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছ এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, হয় বণিক দল বা কুরাইশ বাহিনীর পতন তুমি মুসলমানদের কাছে ঘটাবে। আমি নিশ্চিত যে, তারা ইতিমধ্যে বণিক দলকে হারিয়ে ফেলেছে এবং আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, কুরাইশ তথা পৌত্তলিক বাহিনীকে পরাজিত করতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে। এটাই তোমার প্রতিজ্ঞা এবং তুমি কখনও তা ভঙ্গ করবে না।

"হে আল্লাহ্, এই লোকগুলির কাছে ফেরাউন হিসেবে পরিচিত আবু জহলকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করো না। জামা'আ, ইসহাক, আবু জামা'আ ও সুহায়েলকে আমাদের হাত থেকে মুক্ত করো না। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, হে আল্লাহ্ এবং তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করো।"

www.pathagar.com

সবাই নীরবে মহানবীর এই প্রার্থনা শুনছিল। তাঁর প্রার্থনার প্রত্যেকটি কথা ছিল গভীর ও বাগ্মিতাপূর্ণ এবং আন্তরিক। সবাই হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর লাঠি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানের খেজুর গাছের দিকে দিক নির্দেশ করে বলছেন, "এখানে আবূ জহলের পতন হবে। এখানে শাইবা। এখানে জামা'আর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকবে। ওখানে উতবাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে এবং এখানেই পৌত্তলিকতা ও মুনাফিকী, অত্যাচার ও শত্রুতাকে চিরতরে কবর দেওয়া হবে।"

www.pathagar.com

# ২১

## চল আমরা যাই এবং তাদেরকে দেখাই

"মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিবিরে আমি যাদের দেখেছি তারা তাদের কাঁধে মৃত্যুকে বহন করছিল!" —উমায়ের

নির্দিষ্ট সময়ে কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিপরীত দিকে বদর প্রান্তরের শেষ দিকের কূয়ার ধারে অবস্থান গ্রহণ করল। কালো একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে একজন অশ্বারোহী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে এলো। তার কপালে ছিল সাদা কাপড়ের উজ্জ্বল চিহ্ন। সে এলো দ্রুতগতিতে এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর এক পাশ ঘুরে অতিক্রম করে গেল। সবাই তাকে তাকিয়ে দেখল।

এই লোকটি সম্পর্কে সবাই নানা ধরনের কথা বলতে শুরু করল। কেউ ঘোড়াটি যেভাবে তার লেজ উঁচু করেছিল তার প্রশংসা করল। অনেকে আবার অশ্বারোহীর প্রশংসা করল। এই লোকটির নাম উমায়ের বিন ওহাব বলে তারা মত প্রকাশ করল। কিন্তু লোকটির আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই চিন্তা করল। ইতিমধ্যে লোকটি অর্ধ বৃত্তাকারে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী অতিক্রম করে কুরাইশদের মাঝে ফিরে গেল।

কুরাইশ প্রধানরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "মুহাম্মদের বাহিনীতে কতজন লোক আছে?"

"তাদের সংখ্যা কম বেশী তিন'শ। আমাকে আর কয়েক মিনিট সময় দাও। আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর চারপাশ একবার ঘুরে আসি। দেখি, তাদের পশ্চাতে অতিরিক্ত কোন সৈন্যদল আছে কিনা।"

উমায়ের আবার ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং দ্রুতগতিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীকে চারদিক থেকে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

ফিরে এসে সে বলল, "তাদের অতিরিক্ত কোন সৈন্যদল নেই। আমি আগে যা বলেছি, তাদের সংখ্যা ঠিক তাই।"

www.pathagar.com

আবু জহল শপথ করে বলল, "তাহলে আজই আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে মুহাম্মদ (সঃ)-কে বন্দী করব।"

উমায়ের তাকে সতর্ক করে বলল, "মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীতে আমি যাদের দেখেছি তারা সবাই বিশ্বস্ত উটের মত এবং তারা নিজের কাঁধে মৃত্যুকে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। য়াছরিবের উট ও ঘোড়াগুলি তাদের পিঠে করে মৃত্যুকে বহন করে এনেছে। সত্যিকার সাহসী লোকেরা সব সময় নীরব থাকে। সাপ যেমন হঠাৎ করে ছোবল মারে, তারাও তেমনি হঠাৎ করে আঘাত হানে। পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার চিন্তা তাদের মাথায় নেই। এই লোকগুলির মনে যেমন অগাধ বিশ্বাস আছে তেমনি আছে প্রতিশোধের স্পৃহা। এই সব লোক তরবারি ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের প্রত্যেকে বেশী না হলেও অন্তত একজন করে আমাদের লোককে হত্যা করবে। তারা যদি তাদের সংখ্যার চেয়ে আমাদের বেশী সংখ্যক লোককে হত্যা করতে নাও পারে, তাহলে তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? তোমরা যা ভাল মনে কর তাই কর। এটা, যুদ্ধক্ষেত্র এবং তোমরা সবাই আছ। আমি যা অনুভব করেছি, শুধুমাত্র সেকথাই তোমাদের কাছে বললাম।"

পূর্বে উল্লিখিত স্বপ্ন ও কুসংস্কারের কারণে কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। উমায়েরের এই কথায় তারা মানসিক দিক থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। হাকিম বিন হিজাম উতবা বিন রাবি'আর দিকে ফিরে বলল: "ওহে ওয়ালিদের পিতা! তুমি কুরাইশদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তাদের নেতা। তোমার কথা সবাই মেনে নেবে। তুমি কি এমন একটি ভাল কাজ করবে যার জন্য লোকে তোমাকে চিরদিন ভাল বলবে?"

উতবা জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি করব?"

"লোকগুলিকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও এবং এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটাও।" আর কোন কথা না বলে উতবা একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল, "ওহে কুরাইশ জনগণ, তোমাদের সম্মুখে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা কি করছ? যুদ্ধে যদি তোমরা তাদের ওপর জয়ী হও তাহলেও তোমরা কিছুই লাভ করতে পারবে না। তোমরা শুধুমাত্র তোমাদের চাচাত, মামাত ভাই ও তোমাদের গোত্রের লোকদেরই হত্যা করবে। অতঃপর তোমরা কোন লোকের মুখে শুধুমাত্র শত্রুতার চিহ্নই দেখতে পাবে। এখনই ফিরে চল এবং আরবের অন্যান্য

www.pathagar.com

গোত্র মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে বুঝাপড়া করুক। তারা যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারে তাহলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু তিনি যদি বিজয়ী হন তাহলেও তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। তোমরা এই কাজই কর। লোকে যদি তোমাদের ঘৃণা করে বা অপমানিত করে, তাহলে আমি তার মোকাবিলা করব। তোমরা তাদেরকে বলবে যে, উতবার বিরোধিতার কারণে তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছ। তোমরা একথা ভাল করেই জান যে, আমি তোমাদের মত দুর্বল নই।"

এই ভাষণ সকলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। তারা সবাই উতবাকে তাদের নেতা হিসাবে গণ্য করে এবং তারা সবাই বুঝতে পারল যে, সে নির্জলা সত্য কথাই বলছে। জনৈক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করে বলল, "কিন্তু আবুল হাকাম এটা সমর্থন করবে না। সে চায় যে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে এবং মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর সঙ্গী ও বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে।"

অপর একজন বলল, "তাহলে চল আবুল হাকামের তাঁবুতে যাই এবং আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে তাকে একমত হওয়ার কথা বলি।" হাকিম, উতবা এবং অন্যান্য সবাই আবুল হাকামের (আবূ জহল) তাঁবুতে গেল। তারা যখন আবূ জহলের তাঁবুতে প্রবেশ করল তখন সে নিজেকে অস্ত্র সজ্জিত করছিল। তাদের আগমনে সে আনন্দ প্রকাশ করল। কিন্তু তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে সে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চীৎকার করে সে বলল, "উতবা একটা দুর্বল লোক। মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি ছোট বাহিনী দেখেই তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়েগেছে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীতে কর্মরত তার পুত্র আবূ হোজায়ফার জন্য সে ভীত হয়ে পড়েছে। না, এটা হতে পারে না। আমরা একটা পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি—যেখানে হয় আমরা ধ্বংস হব আর না হয় মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা ধ্বংস হবে। উতবা যদি তার সন্তানের কথা চিন্তা করে তাহলে তার রক্তমূল্যের জন্য হাদরামির পুত্র আমিরকে নিয়ে এসো।"

হাকিম বলল, "আমি তার রক্তমূল্য প্রদান করব।"

আবূ জহল জিজ্ঞাসা করল, "তার সম্পত্তির মূল্য কত?"

আবূ জহলের কথায় বাধা দিয়ে হাকিম বলল, "এসব সমস্যা সৃষ্টি করো না। তুমি যদি সম্মত হও যে এমন রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা হবে না তাহলে আমি তার সম্পত্তির মূল্যও দিয়ে দেব।"

www.pathagar.com

কেউ কেউ আমিরকে ধরে আনতে গেল। অন্যরা সবাই আলোচনা ও সমালোচনায় লিপ্ত হলো। কেউ এক পক্ষ নিল, কেউ অন্য পক্ষ নিল। লোকজনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভাব লক্ষ্য করে আবূ জহল ভয় পেয়ে গেল। এই ভেদাভেদকে কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় তার সুরাহা করতে পারল না। কিন্তু এটা সে উপলব্ধি করল যে, যুদ্ধের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা যাবে না। আমিরকে আনা হলো। মানুষগুলির উত্তেজিত চেহারা ও একটা ধূমায়িত অসন্তোষ লক্ষ্য করে আমির অস্বস্তি বোধ করল। আবূ জহল তাকে সব ঘটনা বলল। উতবা ও হাকিম এবং তাদের কয়েকজন অনুসারী কিভাবে তার কাছে এসে শেষ মুহূর্তে সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করে মক্কা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে এবং কিভাবে তাদের আওতায় সুস্বাদু খাবার ও ছোট একটা বাহিনীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছে, তা সে খুলে বলল। সে আরও বলল যে, তাদের হাতের মুঠোর এই বাহিনীকে হুবল ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীরা ওখানে আছে। যদি তুমি তোমার ভাইকে ভালবাস এবং আরববাসীর প্রতিশোধ স্পৃহা যদি তোমার অন্তরে এখনও নির্বাপিত না হয়ে থাকে তাহলে গাত্রোত্থান কর এবং অগ্রসর হও। যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। আমরা তোমার সাথে আছি এবং তোমাকেই অনুসরণ করব।"

আমির যা দেখল ও শুনল, তাতে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তার মাথায় যে কাপড় ও রজ্জু ছিল তা সে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। জনতার মাঝে গিয়ে সে চীৎকার করে বলল ঃ

"ওহে কুরাইশ যুবক ও বৃদ্ধ! চল, আমর ও তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি। চল, মুহাম্মদ (স.)-এর ছোট বাহিনীকে আমরা দেখিয়ে দিয়ে আসি যে, তারা আমাদের লোককে হত্যা করতে এবং আমাদের সম্পত্তি লুট করতে পারে না। চল, আমরা এখনই যাই। হুবল আমাদের সাহায্য করবে।"

www.pathagar.com

## ২২

# আস্থা ও সন্দেহের তুলনা

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস দৃঢ় করে নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"

কুরআন ৪৮ঃ ৪

হিজরী দ্বিতীয় বছরের ১৭ই রমযান মাসের (৬২৪ খৃস্টাব্দ) শুক্রবার সন্ধ্যায় ছোট ও বড় এই দুটা বাহিনী পরদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল বহু। তাদের ছিল প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতেও তারা ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু তাদের মনে ছিল ভয়, উদ্বেগ ও বিপদের সংকেত এবং ইতস্ততা ও সন্দেহ।

কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা, অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের তুলনায় মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল অদমনীয় বিশ্বাস এবং পূর্ণ আস্থা। উমায়ের সত্যই বলেছিল, তারা মৃত্যুবহনকারী।

প্রত্যুষে মুহাম্মদ (স.) আগের মতই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জামায়াতে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের এমনভাবে সাজিয়ে দিলেন যেন তারা তিনটা পতাকা বহন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পতাকা হলো হিজরতকারীদের পতাকা। এই পতাকাটি ছিল মুসা'ব-এর হাতে। খযরয গোত্রের পতাকা ছিল খাবাব-এর হাতে এবং আউস গোত্রের পতাকা ছিল সুয়াদ-এর হাতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সম্মুখ সমরে তারা যেন পরস্পরকে চিনতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি শ্লোগান ঠিক করা হয়ঃ হিজরতকারীদের জন্য 'ওহে বনী আবদুর রহমান', খযরয গোত্রের জন্য 'ওহে বনী আবদুল্লাহ' এবং সমগ্র বাহিনীর জন্য 'সে জয়ী হোক'।

* * *

www.pathagar.com

যুদ্ধের জন্য তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে মুহাম্মদ (স.) তাঁর অফিসার ও লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং জোরে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

"হে নবী, মুমিনদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক সহস্র কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।"

(কুরআন ৮ ঃ ৬৫)

কুরাইশরাও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তাদের অস্ত্র, বর্ম, বল্লম ও তরবারি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আধুনিক। মখ্‌জুমি আসোয়াদ বিন আবদুল্লাহ ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং তেজস্বী পুরুষ। সে তাদের দল থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়াল। "আমি খোদার কাছে শপথ করছি যে, আমি একাই গিয়ে শত্রুবাহিনীর ট্যাংক থেকে পানি পান করব এবং তা নষ্ট করে দেব। একাজে যদি ব্যর্থ হই তাহলে সেখানেই মৃত্যুবরণ করব।" একথা বলে সে মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনীর দিকে অশ্ব পরিচালনা করল।

মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনী থেকে হামজা (রা.) তাকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। আসোয়াদ ট্যাংকের দিকে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু হামজা (রা.) তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে তার পায়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে রক্ত ও মাংসের মধ্য থেকে তার পায়ের হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তবু আসোয়াদ তার মিশন পূর্ণ করতে ইতস্তত করে নাই। সে ট্যাংকের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে এবং ট্যাংকের একাংশ নষ্ট করে দিতেও সে সমর্থ হলো। দ্বিতীয়বার হামজা (রা.) কাছ থেকে আঘাত আসলে সে মাটিতে পড়ে গেল। উতবা বিন রাবি'আ, তার পুত্র ওয়ালিদ এবং তার ভাই শাইবা ছিল মূল্যবান ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। তারা সবাই ঘোড়ায় চড়ে কুরাইশ বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনীর যুবক যোদ্ধাদের একক যুদ্ধে আহবান জানাল। মুহাম্মদ (স.)-এর বাহিনী থেকে অনতিবিলম্বে তিনজন যুবক বেরিয়ে এলেন। উতবা তাদের নাম জিজ্ঞাসা করল এবং জানতে পারল যে, তারা সবাই মদীনার অধিবাসী সাহায্যকারী সম্প্রদায়ের সদস্য।

www.pathagar.com

বিদ্রূপ করে উতবা বলল, "আমার সাথে যুদ্ধ করার যোগ্য তোমরা নও।" অতঃপর মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "মুহাম্মদ (স.) আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরই গোত্রের লোকদের পাঠাও—তারাই কেবল আমাদের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্য।"

হিজরতকারী দলের সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) তাদের থামিয়ে দিলেন।

"উবায়দা, হামজা এবং আলী যুদ্ধক্ষেত্রে যাও।"

অতঃপর এই তিনজন শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তারা তাদের নাম ও পরিচয় বললেন। হামজা (রাঃ) শাইবার সাথে, আলী (রাঃ) ওয়ালিদের সাথে এবং উবায়দা (রাঃ) উতবার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এই তিন জোড়ার মধ্যে অবিরাম প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। উভয় পক্ষের সৈন্যরা ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে হামজা (রাঃ) শাইবাকে পরাজিত করলেন এবং আলী (রাঃ) পরাজিত করলেন ওয়ালিদকে। তারা এমন মারাত্মকভাবে আহত হয় যে তারা মাটিতে পড়ে গেল এবং বদর উপত্যকার বাতাসের সাথে তাদের শেষ নিশ্বাস মিলিয়ে গেল। উভয় সৈন্যদলের পক্ষে বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল যে, কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা তার পুত্রসহ এত সহজে নিহত হয়ে গেল।

উবায়দা (রাঃ) ও উতবার যুদ্ধ তখনও অব্যাহত ছিল। তাদের দুইজনই মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু কেউ-ই যুদ্ধ ত্যাগ করল না। শেষে উতবা উবায়দা (রাঃ)-এর পায়ে এমন জোরে আঘাত করল যে তার পা কেটে গেল এবং তিনি আবার মাটিতে পড়ে গেলেন। এ সময় হামজা ও আলী (রাঃ) তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। উতবার সাথে হামজা (রাঃ) যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং আলী (রাঃ) উবায়দাকে ঘাড়ে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় ধরে হামজা (রাঃ) এবং উতবা উভয়ে উভয়কে অব্যাহতভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানতে লাগলেন। কিন্তু অবশেষে উতবা হামজা (রাঃ)-এর এক আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। তার ছোরার আঘাতে উতবা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ফলে কুরাইশদের তৃতীয় বিজয়ী যোদ্ধাও নিহত হলো। এই বিপর্যয় লক্ষ্য করে কুরাইশরা সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দিল। ফলে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী—পদাতিক ও আশ্বারোহী—মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো।

www.pathagar.com

এতক্ষণ ধরে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কাঠের কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দু'পাশে ছিলেন আবূ বকর এবং সা'দ বিন মুয়াজ (রাঃ)। তাঁদের হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি। কুরাইশরা যখন একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করল তখন মুহাম্মদ (স.) তাঁর সামরিক কমাণ্ডারের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। "যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো না, পশ্চাদপসারণ করো না, তোমাদের তীর ব্যবহার কর।" অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ, তোমার এই কয়জন ইবাদতকারী যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।" মহানবী একথা শেষ করতে না করতেই হঠাৎ করে মাটিতে বসে পড়লেন এবং তিনি সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। ঘুম বা মোহাবিষ্টের এই অবস্থা ওহী নাযিল হওয়ার সময় হত। সামান্য কয়েক মিনিট এই অবস্থায় থাকার পর পুনরায় তিনি চোখ খুললেন। তিনি বললেন, "ওহে আবূ বকর, আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র বিজয় এসে গেছে। জিবরাঈল এখানে আছেন। তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন।"

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ এমন করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যেন তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য ত শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হতেই আসে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (কুরআন ৮ঃ৯-১০)

মুহাম্মদ (স.) আর একবার শ্রেণীবদ্ধ বিশ্বাসী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে জোর গলায় বললেন, "যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি যে, আজ যুদ্ধে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সাহসিকতার পরিচয় দেবে এবং যারা পশ্চাতে নয় সামনে আঘাতপ্রাপ্ত হবে, যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে বেহেশতে স্থান পাবে।"

উমায়ের বিন হিশাম একটা জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন। মহানবীর কথা শুনে তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন, "সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, বেহেশতে যাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো শত্রুর হাতে তাকে নিহত হতে হবে।" তিনি তাঁর খেজুর সরিয়ে রাখলেন, তরবারি হাতে নিলেন এবং অত্যন্ত খুশীর সাথে কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি আঘাত করে বেশ কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে দিলেন, কয়েকজনকে

www.pathagar.com

আহত করলেন এবং বেশ কয়েকজনকে নিহত করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই শহীদ হলেন। তিনি যখন মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি মারা যাবেন। তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল। "এখন আমি বেহেশতে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র নবীই এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আউফ বিন হারিছ মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে দৌড়ে এলেন। তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমাকে বলুন, কোন কাজ আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করবে এবং তিনি মৃদু হাসবেন।"

"বর্ম ছাড়া কেউ শুধুমাত্র ঈমানের অস্ত্র নিয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে সাহস ও ঈমানের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে।"

তৎক্ষণাৎ আউফ তাঁর বর্ম খুলে তা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন, এবং তরবারি হাতে নিয়ে অগ্নিশিখার মত শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর হিংস্র আক্রমণে সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেলেও তিনি বেশ কয়েকজন শত্রু সৈন্যকে নিহত করলেন এবং পরে তিনি নিজেও শহীদ হলেন। এ সময় মুহাম্মদ (স.) মাটি থেকে কিছু ধূলি নিয়ে তা কুরাইশ বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল মন্দ ও কালো হোক।" অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যুদ্ধকে বেগবান কর এবং তোমাদেরই জয় হবে।"

সাধারণ এবং হাতাহাতি যুদ্ধ ক্রমেই প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হলো। মুহাম্মদ (স)-এর বাহিনী শুনতে পেয়েছিল যে, বেহেশত থেকে এক হাজার ফেরেশতা তাঁদের সাহায্যে আসছেন। ফলে তারা তাদের চরম সাহস ও ধৈর্য প্রদর্শন করলেন। এই চিন্তায় তাঁরা আরও উৎসাহিত হলেন যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের পাশে থাকবেন ফেরেশতাগণ। পরজগতেও তাঁরা বেহেশতের সব আনন্দোপকরণ ভোগ করবেন। একথা মহানবীই তাঁদেরকে বলেছেন।

যুদ্ধরত দুই বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে একপক্ষের যোদ্ধাদের ছিল ধর্ম ও ঈমান এবং অন্যপক্ষের যোদ্ধাদের ছিল লাভ ও ইহজগতের হিসাব। এই জীবনের জন্যই প্রয়োজন লাভ ও হিসাব। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই এসবের দিকে নজর দেওয়া মূল্যবান হয়ে পড়ে। কিন্তু মুহাম্মদ (স.)-এর লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে, তারা যদি জয়ী হন তাহলে তারা ইহজগতের জীবন উপভোগ করবেন এবং যদি পরাজিত ও নিহত হন তাহলে পরজগতের শাশ্বত জীবনও তাঁদের। ফলে উভয় পক্ষই মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

উমায়েরের পুত্র মুয়াজ (রাঃ) তাঁর সামনে আবূ জহলকে দেখতে পেয়ে তার পায়ে তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ফলে তার পা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। আবূ জহলের পুত্র ইকরামা তার সাহায্যে এগিয়ে এলো। সে মুয়াজের বাম বাহুতে এমন জোরে আঘাত করল যে তাঁর হাতটা শুধু একখণ্ড চামড়া ও মাংসে আঁটকে ঝুলতে থাকল। তবু মুয়াজ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে চললেন। তিনি দেখলেন, তাঁর ঝুলন্ত হাত তাঁকে অসুবিধায় ফেলছে। ফলে তিনি তা নিজেই কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের দিকে তিনি মনোনিবেশ করলেন। কথিত আছে যে, এই লোকটি যুদ্ধের পর থেকে খলিফা উসমানের সময় পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কিসের জন্য বা কাদের সাথে তাঁরা যুদ্ধ করছেন একথা না জেনেও কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সঃ)-এর লোকদের এই ধৈর্য, ঈমান ও আত্মত্যাগ তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করল। কুরাইশরা এমন ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা বাধা দেওয়ার কথা ভুলে গেল; তারা তাদের প্রতিরোধ ব্যূহ ও যুদ্ধ ত্যাগ করল এবং একই সাথে পশ্চাদপসারণ শুরু করল। মুসলমানরা যখন বুঝতে পারল যে, শত্রুরা পলায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে তখন তাদের 'আল্লাহ আকবর' 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উপত্যকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এতে শত্রুরা আরও বেশী ভীত হয়ে পড়ল। অবশেষে কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। সারাটা সময় ধরে মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সাহসিকতাপূর্ণ কথা বলে তাঁর লোকদের উৎসাহিত করছিলেন। তাঁর কথা আবার শোনা গেল ঃ

"ওহে মুসলিম জনগণ, তোমরা আবুল বখতারীকে পেলে তাকে হত্যা করো না।"

সা'দ বিন মুয়াজ (রাঃ) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "মহানবীর প্রতি অনুগত থাক।"

"কা'বা শরীফে কুরাইশদের চুক্তিনামা ছুড়ে ফেলে এই লোকটি তাঁকে যে সাহায্য করেছিল তার পরিবর্তে সে আজ তার জীবন রক্ষা করতে পারছে।"

"তার উদারতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।"

ইত্যবসরে মুসলমানরা কুরাইশ বাহিনীকে পেছন দিক থেকে তাড়া করে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মুজ্জির পরাজিত কুরাইশ বাহিনীর পিছে পিছে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি আবুল বখতারীকে তার উটের পিঠে দেখতে

www.pathagar.com

পেলেন। তার পিছে অন্য একজন লোকও ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে থামতে বললেন। আবুল বখতারীকে তিনি বললেন, "ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে হত্যা করব না। আপনার জীবন রক্ষার জন্য মহানবী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।"

আবুল বখতারী জিজ্ঞেসা করলেন, "আমার সঙ্গীর কি হবে?"

"তাকে ছেড়ে দেওয়ার কোন নির্দেশ নেই।"

আবুল বখতারী বললেন, "তাহলে আমাকেও রেহাই দিও না। কারণ, নিজের নিরাপত্তার জন্য একজন লোক তার সাথীকে ত্যাগ করেছে, মক্কার মহিলারা একথা বলুক, এটা আমি চাইনে।"

তৎপর তিনি মুজ্‌জিরকে আক্রমণ করলেন এই কথা বলেঃ

"সাহসী লোক তার বন্ধুকে আত্মসমর্পণ করায় না। হয় সে তার সাথে নিহত হয় অথবা তাকে রক্ষা করে।"

দুইজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হলো। এক প্রচণ্ড আঘাতে আবুল বখতার ধরাশায়ী ও নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলল।

যুদ্ধের রেশ সারাদিন ধরেই চলল। বেশ কয়েকজন কুরাইশ আত্ম-সমর্পণ করল এবং অনেকে পালিয়ে গেল। আবু জহলসহ বেশ কয়েকজন কুরাইশ প্রধান নিহত হলো। অবশেষে মরুভূমিতে যখন যুদ্ধের অবসান হলো এবং উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল, বদর পর্বতের উপরে বসে থাকা গাফফার গোত্রের একজন পৌত্তলিক তখনও সেখানে বসে রইল। সেখানে বসেই সে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল। সম্ভবত সে মৃত সৈনিকদের মালামাল অপহরণের অপেক্ষায় ছিল। প্রত্যেকে ধারণা করেছিল যে, কুরাইশরা এই যুদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু তাদের চূড়ান্ত পরাজয় লক্ষ্য করে সে তার থেকে একটু দূরে বসে থাকা সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললঃ

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ?"

"কি?"

"যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরে ঝুলে থাকা মেঘ এবং এই মেঘের মধ্য থেকে শ্রুত ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং একজন লোকের 'এগিয়ে যাও' চীৎকার ধ্বনি।"

রাতে মুসলমানরা মহানবীর সম্মুখে যুদ্ধলব্ধ মাল এনে জড়ো করল। এর মধ্যে ছিল এক'শ পনেরটি উট, চৌদ্দটি ঘোড়া, বহু সংখ্যক তাঁবু, কার্পেট, চামড়া এবং অস্ত্র। মহানবী সব কিছুই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে

www.pathagar.com

দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাতে যখন হিজরতকারী ও সাহায্যকারীরা তাদের তাঁবুতে ফিরে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিচ্ছিলেন তখন তাঁরা সেই দিনের স্মৃতি ও তারা যে সব বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁরা সবাই স্বীকার করলেন যে, আল্লাহ বেহেশত থেকে সৈন্য পাঠিয়ে শত্রুদের ওপর তাদের বিজয়ী করেছেন।

হামজা (রাঃ) সত্তরজন যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে মহানবীর সম্মুখে হাযির হলেন। মুহাম্মদ (সঃ) নির্দেশ দিলেনঃ

"সাহাবীদের তাঁবুতে তাদের স্থান করে দাও। তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ-বন্দীদের সম্মান করবে এবং তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করবে।"

www.pathagar.com

## ২৩

# প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার, পরে প্রতিশোধ

"আমরা আমাদের সম্মুখে একদল লোককে দেখলাম। তাদের কাছে আমরা মাথা নত করতে বাধ্য হলাম এবং তাদের অনুমতি দিলাম, তারা ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যা করতে পারে অথবা বন্দী করতে পারে।"

—মুগীরা

প্রতিদিন মক্কার লোকেরা কা'বা শরীফের চত্তরে এসে জমায়েত হত কুরাইশ বাহিনী ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধের খবর জানার জন্য। অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে, অতি শীঘ্র কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদের হাত থেকে আরব বিশ্বকে মুক্ত করে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান, তাদের অগ্রযাত্রা এবং সৈন্যদের উৎসাহ সম্পর্কে তারা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় খবর পেত। আকস্মিকভাবে মক্কায় একটা জোর গুজব রটে গেল। গুজবটা হলো, মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন এবং তার সঙ্গীরা মদীনায় ফিরে গেছে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথায় যারা নব জীবনের সন্ধান পেত সেই সব গরীব, ভৃত্য, ক্রীতদাস ও শোষিত শ্রেণীর লোকের কাছে এই গুজব ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু দু'এক দিন পরেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই মিথ্যা গুজব আবূ লাহাবই প্রচার করেছে।

বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার নবম দিন অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যার দিকে মক্কার লোকেরা কাবা'র চত্তরে এসে জমায়েত হচ্ছিল। হঠাৎ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গোলমাল শুনা গেল। এ সময় হিসমান নামে এক ব্যক্তি খালি মাথায় শহরে প্রবেশ করে। তার মাথা ছিল ধূলামাটিতে পূর্ণ। তার উটের সারা দেহেও ছিল ধূলা ও মাটি। শহরের গলি পথ দিয়ে সে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সে বিষাদমাখা কণ্ঠে একই কথার প্রতিধ্বনি করছিলঃ

"শাইবা নিহত হয়েছে, উতবা নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম নিহত হয়েছে, উমাইয়া নিহত হয়েছে . . . .।"

www.pathagar.com

বিভিন্ন বাড়ি থেকে অসংখ্য লোক পিঁপড়া বা পঙ্গপালের মত বাইরে এসে লোকটিকে ঘিরে ধরল এবং তার সাথে সাথে কা'বার দিকে যাত্রা করল।

লোকটি আবার বলল ঃ "উমাইয়া বিন খালাফ নিহত হয়েছে। সা'দ বিন আসোয়াদ নিহত হয়েছে। নাবিহ ও মুনাব্বিহ নিহত হয়েছে। আবুল বখতারী নিহত হয়েছে।"

লোকটির পশ্চাতে কান্না ও অনুতাপরত মানুষের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কা'বার চত্তর পূর্ণ হয়ে গেল। এক হাজার লোকের সব পরিবারের ছোট বড় সবাই সেখানে জমায়েত হলো। তাদের কান্না ও বিলাপে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। সবাই হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। শহরে যেন আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কি ঘটনা ঘটেছে তা জানার জন্য সবাই হিসমানের কাছে ভিড় জমালো।

তাকে মন্ত্রণা পরিষদের হল ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তার কাছ থেকে আবু লাহাব সব ঘটনা জেনে নিল। তার জবাব স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। ফলে আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তারা আরও বেশী সতর্ক হয়ে গেল।

অন্যান্য রাতের চেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত তারা কা'বায় অবস্থান করল। পরের দিন এবং তার পরের দিন বদর প্রান্তর থেকে বহু লোক এসে উপস্থিত হলো এবং তারা ঘটনার পুরো এবং বিস্তারিত বিবরণ দিল।

আবু লাহাবের কাছে ঘটনার পুরো বিবরণ দিল মুগীরা। এই বিবরণের অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"আমাদের সম্মুখে একদল লোককে দেখতে পেলাম, যাদের কাছে আমরা এমনভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম, যেন তারা ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যা করতে অথবা বন্দী করতে পারে। আমরা আকাশ ও মাটির মধ্যবর্তী স্থানে দুই রকম রং-এর ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় সাদা পোশাক পরিহিত লোককে দেখতে পেয়েছি। তাদেরকে দেখেছি মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীকে সাহায্য করতে এবং আঘাত করে আমাদের মাটিতে ফেলে দিতে।"

প্রথম দিন কান্না ও বিলাপের পর কুরাইশ পরিবারবর্গ সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য আর বিলাপ করবে না। কারণ এই খবর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছালে তাঁরা এর জন্য তাদেরকে নিন্দা ও দোষারোপ করবে। আসোয়াদ বিন মুত্তালিব এই যুদ্ধে তাঁর তিনটি



www.pathagar.com

পুত্রকে হারায়। সবখানেই সে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে। তার চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে অবিরাম অশ্রু। কিন্তু সেও এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কান্না থেকে বিরত রইল। হঠাৎ সে একজনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার কারণে সে তার ভৃত্যকে এই কান্না বৈধ কিনা তা দেখার জন্য বলল। "কান্না যদি বৈধ হয় তাহলে আমি উচ্চস্বরে চিৎকার করে আমার বিষাদময় অনুভূতি প্রকাশ করব। কারণ আমার মধ্যকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা আমাকে পুড়িয়ে মারছে।"

এক কি দুই সপ্তাহ পর আবূ সুফিয়ান বিন হরব্-এর নেতৃত্বে মক্কার বণিক দল প্রচুর মাল-সামগ্রীসহ শহরে প্রবেশ করল। প্রতিটি স্থানেই লোকেরা গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন ছিল। অনেকে বলল যে, সব দোষ আবূ সুফিয়ানের। কুরাইশদের ওপর এই বিপর্যয় আপতিত হওয়ার জন্য নিহত সব কুরাইশের রক্তমূল্য আবূ সুফিয়ানকে দিতে হবে। অনেকে আবার বলল যে, আবূ সুফিয়ানের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ সে ত কুরাইশ বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিল এবং যুদ্ধে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। যুদ্ধের পরিণাম তার জানা ছিল না। আবূ সুফিয়ান কুরাইশ প্রধানদের এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, আপাতত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য তারা মুক্তিপণ প্রদান করবে এবং পরে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা চিন্তা করবে।

www.pathagar.com

## আল্লাহ কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন?

ফলবান বৃক্ষকে কখনও মাটি থেকে উপড়ে ফেলবে না, এবং যতদূর সম্ভব মানুষকে সম্মান করবে। সবচেয়ে উত্তম বিজয়ের চেয়ে মানুষের আত্মা অধিক প্রিয় এবং উত্তম। —মুহাম্মদ (সঃ)

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অনুমতি মহানবী দেন নাই। এমনকি কুরাইশরা যা করেছে তার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি যুদ্ধবন্দীদের দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার অনুমতিও বিশ্বাসীদের দেন নাই।

উমর (রাঃ) ছিলেন কিছুটা উগ্র মেজাজের। তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমাকে সুহায়েল বিন উমরের দাঁত তুলে ফেলার এবং গোড়া থেকে তার জিহবা তুলে ফেলার অনুমতি দিন, যেন সে আর কোন দিন আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "কারও বিরুদ্ধে আমি এ ধরনের কাজ করতে দেব না। কোন লোকের দেহের কোন অংশ কখনই আমি ছিন্ন করব না। কারণ আমি নবী হলেও আল্লাহ্ আমার ওপর অনুরূপ কাজ করবেন।"

প্রত্যেক যুদ্ধের পূর্বে মহানবী সবাইকে এই নির্দেশ দিতেন ঃ

"তোমরা অবশ্যই শিশু, মহিলা, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। ফলবান কোন বৃক্ষকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলবে না এবং মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। সবচেয়ে মূল্যবান বিজয়ের চেয়ে মানুষের আত্মা অধিক প্রিয় এবং উত্তম।"

তিনি আরও নির্দেশ দিতেন যে, যুদ্ধবন্দীদের বিভক্ত করার সময় শিশুদেরকে মায়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না। এ ধরনের নির্দেশ সত্ত্বেও যুদ্ধবন্দীরা সব সময় ভাল ব্যবহার পায় নাই এবং যুদ্ধলব্ধ মালের বণ্টন নিয়েও মহানবীর সঙ্গীদের মধ্যে ঝগড়া ও মতবিরোধ দেখা গেছে। এসব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান অনেক ক্ষেত্রে করা যায় নাই। ফলে

www.pathagar.com

তা পরবর্তী সময়ে সমাধানের জন্য মুলতবী রাখা হয়েছে। সাফরায় যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করা হয়। সব মালের এক-পঞ্চমাংশ গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে মহানবীর জন্য রেখে বাকী সব মাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের অধিকাংশ আয়াতে এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিরিখে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যকার মতবিরোধ নিরসন করতে সমর্থ হন।

মহানবী তিন দিন ও তিন রাত বদর-এ অবস্থান করেন। তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার কাজে। মুসলমানদের ছিল চৌদ্দটি মৃতদেহ এবং কুরাইশদের ছিল সত্তরটি। বদর থেকে বিদায়ের দিন তিনি মৃত ব্যক্তিদের সাধারণ কবর স্থানে যান এবং বিভিন্ন কবরের পাশে উচ্ছ্বাসভরা মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান। "ওহে কবরবাসী, তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, আমি তোমাদের যা বলেছিলাম তা সত্য। কিন্তু মূর্তিগুলি যা প্রতিজ্ঞা করেছিল কাফিররা এখন তা পাচ্ছে না। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুসলমানরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে।"

অতঃপর মহানবী বিজয়ী বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। পূর্বেই তিনি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনার সাহায্যকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও জায়েদ বিন হারিছকে মদীনায় পাঠান।

মদীনায় মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বাহিনীর প্রত্যাগমনের পর মুসলমানদের চেয়েও য়াহুদী ও মুনাফিকদের মনে দোযখ সম্পর্কে ভয় বেড়ে গেল। সেদিনই বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং মসজিদে অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই মক্কা থেকে মদীনায় কুরাইশ প্রতিনিধিরা তাদের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণের প্রস্তাব নিয়ে এলো। সম্পদশালী লোকদের জন্য মুক্তিপণের পরিমাণ ধরা হলো চার হাজার দিরহাম। কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যাদের এই পরিমাণ মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ ছিল না। এ ধরনের লোকের বিষয়টি মহানবীর কাছে বলা হলো।

তিনি বললেন, "তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ কর যে, তারা আর কোন দিন ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলে কোন কিছু করবে না এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিত লোক থাকে তাহলে তাদেরকে মদীনার কমপক্ষে দশজন যুবককে শিক্ষা দিতে হবে এবং অতঃপর তারা মুক্তি পাবে।"

www.pathagar.com

মহানবী জায়েদ বিন ছাবিতকে হিব্রু ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেন যেন তিনি মহানবীর সাথে য়াহুদীদের যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হন।

একদিন মুয়াজ একজন আরববাসীকে নিয়ে মসজিদে মহানবীর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, "এই আরববাসী মক্কা থেকে এসেছে।" অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "তোমার কথা বল।"

আরববাসী লোকটি ভিড়ের মধ্যে চারদিকে তাকাল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে?"

সবাই মহানবীকে দেখিয়ে দিল।

লোকটি বলল, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আপনার কন্যা জয়নাব তার স্বামী আবুল আস-এর মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই তার মুক্তিপণ। এছাড়া তারা আপনার জন্য আরও কিছু আমার কাছে দিয়েছে।"

অতঃপর লোকটি তার পকেট থেকে একটি হার বের করে তা মহানবীর হাতে দিল। হারটি দেখে মহানবী কেঁদে উঠলেন। তাঁর কম্পিত হাতের মধ্যে হারটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি জোরে কেঁদে উঠলেন। এই দৃশ্যে সাহাবীগণও গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। আলী (রাঃ) মুসা'বকে আস্তে আস্তে বললেন, "এই হারটি হলো স্মৃতি-উপহার যা খাদিজা (রাঃ) তাঁর কন্যা জয়নবকে দিয়েছিলেন।"

আবুল আস ছিল খারাসের তত্ত্বাবধানে। আবেগভরা কণ্ঠে মহানবী খারাসকে বললেন, "তুমি কি এই অর্থ নিয়ে আবুল আস্‌কে মুক্তি দিয়ে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে সম্মত আছ?" খারাস সম্মত হলে মহানবী আবুল আসকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পরদিন সকালে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একজন আরববাসীকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন। তাদের সাথে সাথে বহু লোক আসে।

উমর (রা.) বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমি এই বিপজ্জনক ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি। লোকটি এখনই মদীনায় এসেছে। তার ব্যাপারে কি করব নির্দেশ দিন। লোকটির নাম উমায়ের বিন ওহাব।"

মুহাম্মদ (সঃ) তাকে এগিয়ে আসতে বললেন। লোকটি মুহাম্মদ (সঃ)-কে অভিবাদন জানাল—'শুভ সকাল।'

মহানবী উত্তর দিলেন, "অজ্ঞতার যুগে অভিবাদন করার যে পদ্ধতি ছিল আল্লাহ্ তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন আমাদের উপহার দিয়েছেন—'তোমার

www.pathagar.com

ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' অতঃপর তিনি উমায়েরের চোখের দিকে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন যেন উমায়ের বুঝতে পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর দৃষ্টিতে তার সব চিন্তা-ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে।

মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মদীনায় এসেছ কেন?"

উমায়ের উত্তর দিল, "আমি আমার পুত্র ওহাবকে মুক্ত করার জন্য এসেছি।"

মহানবী বললেন, "এটা একটা ওজর ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি যদি সত্য কথা না বল তাহলে আমি সব কথা বলে দেব।"

উমায়েরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে কোন কথাই বলতে পারল না। তাঁদের চারপাশে যে সব সাহাবী ছিলেন তাঁরা কিছু শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

মহানবী বললেন, "তুমি যেহেতু কিছু বলবে না, সেহেতু আমিই বলি। কুরাইশদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তুমি ও সাফওয়ান একসাথে কা'বার চত্তরে আলাপ করেছিলে। তুমি তোমার দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলে যে, এরপর জীবনের কোন অর্থ হয় না। এখন তুমি নিজেই তোমার বাকী কথা বল।"

উমায়ের উত্তর দিল, "আমি জানার কে? আপনি সব কিছুই জানেন, সুতরাং আপনিই সব কিছু বলুন।"

মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "তুমি বলেছিলে যে, 'তারা আমার পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। আমি যদি ঋণে জর্জরিত হয়ে না থাকতাম এবং যদি এই ভয়ে ভীত না থাকতাম যে আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের সদস্যরা ক্ষুধায় মারা যাবে তাহলে আমি আজই মদীনা যেতাম এবং আমার তরফ থেকে এবং তোমাদের সকলের তরফ থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম। আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন শেষ করে দিতাম, আমার বিষাক্ত ছোরা তাঁর দেহে বিদ্ধ করে দিতাম।' তোমার স্মৃতিতে যা আছে এবং সাফওয়ান যা বলেছিল তা হলো, 'আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব এবং আমি তোমার পরিবারের সদস্যদের আমার নিজের পরিবারের সদস্যদের মতই দেখাশুনা করব।' সেদিন থেকেই তুমি এই ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাক। তোমার ছোরা তুমি ধারাল ও বিষাক্ত করেছ এবং তুমি এখানে এসেছ আমাকে হত্যা করার জন্য। তুমি বুঝতে পার নাই যে, তোমার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করেছে।" মুহাম্মদ (সঃ)-এর এই স্পষ্ট ও অভ্রান্ত বক্তব্যের

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে উমায়ের নিজেকে সংবরণ করতে পারছিল না। সে দৌড়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ল এবং ভীতকণ্ঠে বলল ঃ

"এটাই যথেষ্ট। আপনি সব কিছুই জানেন, আপনি আল্লাহ্‌র নবী। স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় আপনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। একথা আর কেউই জানে না। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এসব গোপন কথা জানতে পেরেছেন। আমি এখন আপনার আল্লাহ্‌ ও আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমাকে কুরআন শিখিয়ে দিন।"

তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল, চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল।

"আমাকে কুরআন শিখিয়ে দিন।"

সে তার মাথার কাপড় ও রজ্জু খুলে ফেলল এবং খালি মাথা মুহাম্মদ (সঃ)-এর পায়ের কাছে রাখল। অতঃপর সে বিড় বিড় করে কি যে বলল তার কিছুই বোধগম্য হলো না।

মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদার সাথে তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং তার মাথার এলোমেলো চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ এগিয়ে এসে উমায়েরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের এই ধর্মীয় ভাইকে কুরআন পাঠ করে শুনাও এবং তাঁর ছেলেকে মুক্ত করে দাও।"

o o o o

নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্য ও রহমতের মাস রমযান শেষ হয়ে এলো। সব মুসলমানকে জানানো হলো যে, মহানবী ঈদুল-ফিতর-এর নামায আদায় করবেন। ঈদ-উৎসবের দিন সকালে মহানবী তাঁর সকল সাহাবীকে নিয়ে মসজিদের চত্তর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী ছোট একটা বল্লম হাতে নিয়ে মহানবীর আগে আগে চললেন। এই বল্লমটি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী জুবায়ের বিন আউয়ামকে আবিসিনিয়ার সম্রাট উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক উৎসবের সময় এই বল্লমটি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত করা হত। মুসাল্লার পাশে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে তাঁরা এই বল্লমটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। তিনি নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায শেষ করলেন। ঈদুল ফিতরের এই নামায যেহেতু প্রথম বারের মত পড়া হলো সেইহেতু মুহাম্মদ (স' খুতবা পড়ার জন্য নির্মিত উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্‌র কাছে শুধু রোযা রাখাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঈদুল ফিতরের দিনে তোমরা অবশ্যই ফিতরা দেওয়ার কথা ভুলবে না। প্রত্যেকের ওপর এটা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। প্রত্যেক পরিবারের পিতার দায়িত্ব হলো তার নিজের পক্ষে এবং পরিবারের যুবক, বৃদ্ধ, ক্রীতদাস বা স্বাধীন সদস্যের পক্ষে গরীবদেরকে এক মণ বালি বা কিশমিশ প্রদান করা। এভাবে যাদের সম্পদ আছে তারা তাদের একটি অংশ বিলিয়ে দেবে এবং যাদের সম্পদ নেই তারা অন্যের সম্পদের অংশীদার হবে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে। শক্তিশালী দুর্বলকে, ধনী গরীবকে, পুরুষ মহিলাকে এবং বড় ছোটকে সাহায্য করছে—এটা দেখে আল্লাহ খুশী হন। একইভাবে আমাদের সম্প্রদায় থেকে শত্রুতা, হিংসা, দ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং আমরা একটা একক সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।"

www.pathagar.com

# জয় এবং পরাজয়

আমাদের গলায় মুক্তা আছে, আমাদের চুলে সুগন্ধি ও কস্তুরী আছে,
আর আমাদের হৃদয়ে আছে ভালবাসা ও আনন্দ।
—হিন্দ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী)

বদর যুদ্ধের বিজয় মক্কা ও মদীনার শহরগুলিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। হেযায ও নযদের দূরবর্তী গোত্রগুলির মধ্যেও এই সংবাদ দ্রুত পৌঁছে যায় এবং আরব মরুভূমির সরলমনা ও জ্ঞানী লোকদের ওপর এর প্রভাব পড়ে গভীরভাবে। মক্কার পরিবারগুলিতে বিরাজ করছিল বিষাদময় পরিবেশ। তাদের হৃদয় ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় পূর্ণ। ইসলামের অনুকূলে এবং পৌত্তলিকতা ও প্রাচীন আরবের অন্ধকার যুগের প্রতিকূলে এটা ছিল একটা মৌলিক এবং চূড়ান্ত আঘাত। মদীনার য়াহুদীরাও মক্কার কুরাইশদের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন ও বিপদের মধ্যে ছিল না। তারা পুনরায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করার পরিকল্পনা করতে শুরু করল। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর চারপাশে যা ঘটছিল তা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে ইসলামের অনুকূলে ব্যবহারের সম্ভাব্য সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করছিলেন।

একবার য়াহুদী পাড়ায় একটা ছোট ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল একজন মুসলিম মহিলা। একজন য়াহুদী এই মহিলার পিছনের দিকের কাপড় এমনভাবে পিন দিয়ে আটকে দেয় যেন সে দাঁড়ালে তার দেহের পেছনের অংশ উলঙ্গ হয়ে যায়। এই কাজের প্রতিশোধ হিসেবে মুহাম্মদ (সঃ) কায়নুকা গোত্রের ওপর পনর দিনের অবরোধ আরোপ করেন এবং পরিশেষে তাদের সবাইকে মদীনা থেকে বের করে দেন। তাদের অস্ত্র, সোনা ও সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। ইহজগত ও পরজগতের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত আর কেউ সঠিক ছিল না।

এভাবে বদর যুদ্ধ বিজয়ের পর এক বছর কেটে গেল। এই সময়ে মুসলমানরা কখনও তাদের মহৎ কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখেয়াল ছিল না।

www.pathagar.com

এই সময়ের কয়েকটি ঘটনা মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদের আরও সতর্ক করে দেয়। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল 'ফারফারাতুল ফার্দ', সলিম ও গাতাফান গোত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ এবং কা'ব বিন আশরাফের হত্যা। সলিম ও গাতাফান গোত্রের সাথে কুরাইশদের বন্ধুত্ব ছিল এবং তারা মদীনা আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল।

তৃতীয় হিজরী সালের শাওয়াল মাস (৬২৫ খৃঃ)। মুসলিম সম্প্রদায় ও য়াছরিব শহরের ওপর আর একবার ধূলি ঝড় বয়ে গেল।

একদিন মুহাম্মদ (সঃ) কুবার মসজিদে ছিলেন। তিনি যখন মসজিদের বারান্দা অতিক্রম করছিলেন তখন একজন আরববাসী তাঁর সামনে এসে একখানা পত্র দিল। লোকটি ছিল মহানবীর চাচা আব্বাসের পত্রবাহক। পত্র বিলি করার জন্যই তাকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠানো হয়েছিল। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং তখন তিনি ছিলেন কুরাইশদের প্রাচীন ধর্মের অনুসারী। এতদসত্ত্বেও ভাইপোর জন্য তাঁর অত্যধিক স্নেহ ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) ও মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুরাইশরা নব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মক্কা থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করেছে তখন তিনি মদীনায় এই পত্র-বাহককে পাঠান।

আব্বাসের দেওয়া তথ্য ছিল সঠিক। তিন হাজার যোদ্ধার একটি দল ইতিমধ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই বাহিনীর মধ্যে ছিল দু'শ অশ্বারোহী, পদাতিক দল এবং সাত'শ অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য। সৈন্যদের আরোহণ ও খাবার জন্য ছিল তিন হাজার উট। তাদের সাথে ছিল পনর জন সাহসী মহিলা। এদের মধ্যে দু'জন ছিল আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী। দু'জন স্ত্রীর মধ্যে একজনের নাম হিন্দ। তাদের সাথে তারা কা'বাঘর থেকে একটি মূর্তিও নিয়েছিল। এই মূর্তিটি তাদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। তারা একটা ডুলির মধ্যে এটা রেখে উটের পিঠে রেখে দেয়। প্রত্যেক মহিলার কাছে একটি করে তাম্বুরা ছিল। কুরাইশ যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এটা দিয়ে রণসংগীতের সুর বাজাচ্ছিল। উতবার কন্যা এবং আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের মনে যে দুঃখ ছিল তা কখনও লাঘব হওয়ার নয়। বদর যুদ্ধে তার পিতা, ভাই ও চাচা হামজা, আলী ও উবায়দা (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। তার মনে ছিল অনির্বাণ আগুনের মত প্রতিশোধ স্পৃহা। অন্য আরও অনেকের মত হিন্দ মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিষয়টা চিরতরে নিষ্পত্তির জন্য পুনরায়

www.pathagar.com

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কুরাইশদের উত্তেজিত করে। সে নিজেও এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। সে তার লম্বা নখ ও দাঁত দিয়ে হামজা (রাঃ)-কে টুকরা টুকরা করার বাসনা পোষণ করে। নিষ্ঠুর হিসেবে পরিচিত আবিসিনিয়ার একজন ভৃত্যকেও সে ভাড়া করে। এই ভৃত্যটি কুরাইশ বাহিনীর সাথে ছিল। তার দায়িত্ব ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে হামজা (রাঃ)-র গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সুযোগমত তার বিষাক্ত ছোরা দিয়ে হামজা (রাঃ)-র পেট চিরে ফেলে হিন্দের জন্য কলিজা বের করে আনা। এভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং সমুদ্রোপকূলের পথ অনুসরণ করে।

এই সংবাদ মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। আব্বাসের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর তিনি তাঁর কয়েকজন দক্ষ ঘোড়সওয়ারকে মক্কাগামী পথে পাঠান এবং কুরাইশ বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেন। মক্কাবাসীদের এই অভিযানের কথা বেশী দিন গোপন রইল না। মদীনার লোকজনও তা অবিলম্বে জেনে গেল। তাদের শত্রুদের বিরাট বাহিনীর কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে লাগল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর দুইজন গুপ্তচর আনাস এবং মুনিস ফিরে এসে কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে বিপজ্জনক তথ্য দিলেন। এই বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে আবূ সুফিয়ান। পদাতিক বাহিনীর নেতা হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। পরবর্তী বছরগুলিতে এই খ্যাতনামা জেনারেল ইসলামের জন্য বহু বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সব সঙ্গীদের একসাথে ডাকলেন এবং শহর রক্ষার ব্যাপারে তাঁদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "আমাদের মদীনায় অবস্থান করে দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাতে থেকে শহর রক্ষা করা উচিত। আমাদের মহিলাদের আমরা ছাদ, টাওয়ার ও অট্টালিকার ওপর নির্মিত ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীরের মধ্যে মোতায়েন করব। তারা আক্রমণকারী বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে। যুবক যোদ্ধারা শহর থেকে বাইরের যোগাযোগ রক্ষাকারী ছোট ছোট গলির মুখে অবস্থান করে শত্রুদের প্রতিরোধ করবে।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই বললেন, "এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের কিছুটা আছে। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা শত্রুকে, তারা যত শক্তিশালী হোক না কেন, শহরে প্রবেশ করতে দেই নাই।" কিন্তু অন্যরা পৃথক মত পোষণ করলেন। যুবক যোদ্ধারা বদর যুদ্ধের

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ঘটনা স্মরণ করল এবং তারা অদৃশ্য বাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন করল।

"শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের অবশ্যই বাইরে গিয়ে মরুভূমিতে তাদের মোকাবিলা করা উচিত এবং আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ী করবেন। এই বিশ্বে আমরা বিজয়ী না হলেও পরজগতে আমরা চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারব। আমরা বাইরে যেতে চাই এবং মরুভূমিতে শত্রুর মোকাবিলা করতে চাই।"

বৈঠকে জনৈক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। বদর যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগাড় করার সময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে যুদ্ধে যাবে এই প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সাথে তাঁর পুত্রের ভীষণ ঝগড়া বাঁধে। তারা উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং নিজের পরিবারকে অন্যের তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলে। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে কে যুদ্ধে যাবে তা ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লটারীতে পুত্র যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনোনীত হয়। সে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়। এই শহীদ যোদ্ধার পিতা বৈঠকে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

"মুহাম্মদ (সঃ), আজ রাতেই আমি আমার পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি। সে আমাকে বলল, 'এখন তুমি আমার কাছে আস পিতা এবং আমার সাথে বেহেশ্‌তে অবস্থান কর। আল্লাহ্ যে সব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সব কিছুই আমি বেহেশতে পেয়েছি। আমার একমাত্র ইচ্ছা হলো, তুমিও এখন আস এবং এই অপার্থিব স্থানে আমার সাথে বাস কর।"

"মুহাম্মদ (সঃ), আমি এখন বৃদ্ধ এবং আমার হাড়ও দুর্বল। আমি আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমতে পুনরায় জীবন শুরু করতে চাই। আমি শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য যাব এবং তাদের সাথে মরুভূমিতে যুদ্ধ করব।"

অপর একজন বললেন, "আমরা ঘরের মধ্যে অবস্থান করে, অবনত-মস্তকে মৃত্যুকে গ্রহণ করে সমগ্র আরববাসীর কাছে হাসির পাত্র হতে পারি না। আমাদের অবশ্যই মরুভূমিতে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এর ফলে প্রত্যেকেই আমাদের সাহস ও বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আকাশ, তারা ও সূর্য আমাদের সাহসী লোকদের আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করবে।"

এ ধরনের সাহসিকতাপূর্ণ ও একগুঁয়ে আলোচনায় অনেকে মরুভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করার নীতি সমর্থন করল। মাত্র কয়েকজন লোক আবদুল্লাহ

www.pathagar.com

বিন উবাই-এর উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করে। মহানবী নিজেও মদীনা ত্যাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ। যখন তিনি দেখলেন যে, অধিকাংশ লোক বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী, তখন তিনি যুবক লোকদের আবেগ প্রবণতাকেই গ্রহণ করলেন।

মুহাম্মদ (সঃ) যেদিন বৈঠকে মিলিত হন সেদিন ছিল শুক্রবার। বৈঠক শেষে তিনি মসজিদে খুত্‌বা দেওয়ার জন্য নির্মিত উঁচু স্থানে গিয়ে শুক্রবারের খুত্‌বা দিলেন। তিনি এক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং কুরাইশ বাহিনীর আগমন সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে দিলেন। "তোমরা যদি অন্তর দিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাক এবং তোমরা যদি এই সাহস নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের অবশ্যই বিজয়ী করবেন।"

খুত্‌বা ও নামায শেষে মুসলমানরা যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। পরের দিনের এক সময় তাঁরা মসজিদে ফিরে এলেন অস্ত্র নিয়ে। মুহাম্মদ (সঃ) নিজেও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। তাঁর তরবারি ছিল চামড়ার খাপে ভরা, কাঁধে ছিল বর্ম। তিনি ছিলেন যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত। মহানবীকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দেখে তাঁর সঙ্গীগণ মরুভূমিতে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করে বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি আমাদের জন্য এভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। আমরা এখন আপনার প্রস্তাব মেনে শহরে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "আমার তরবারির ওপর এখন খাপ আছে এবং আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ্‌ তাঁর নবী ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি আমার অস্ত্র ত্যাগ করব না। আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখ, স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের বিজয়ী করবেন।"

অতঃপর তিনি তিনটি বর্শা আনার নির্দেশ দিলেন এবং প্রতিটি বর্শার সাথে একটি করে পতাকা বেঁধে দিলেন। হিজরতকারীদের পতাকা তিনি মুসা'ব-এর হাতে দিলেন। অন্য দুটি পতাকা ছিল মদীনার সাহায্যকারীদের। এর একটা বহন করলেন আউস গোত্রের নেতা এবং অপরটা বহন করলেন খযরয গোত্রের নেতা। মহানবী তাঁর অনুপস্থিতিতে জনগণের প্রয়োজন মিটানো এবং নামাযে ইমামতি করার জন্য অন্ধ আবদুল্লাহ বিন মাখতুমকে

www.pathagar.com

দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে সাহাবী পরিবেষ্টিত অবস্থায় শহর ত্যাগ করলেন।

শহর থেকে সামান্য দূরে শায়খান নামক স্থানে গিয়ে মহানবী তাঁর সৈন্যদলকে পরিদর্শন করলেন। সৈন্যদের মধ্যে একদলকে তিনি চিনতে পারলেন না, তাদেরকে তিনি আগেও দেখেন নাই। তাঁর সাথে যারা যুদ্ধে যেত তাদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা কারা?"

"তারা উবাই-এর পুত্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ য়াহুদী। তারা মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য এসেছে।"

সামান্য চিন্তা করে মুহাম্মদ (সঃ) উত্তর দিলেন। "পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৌত্তলিকদের সাহায্য গ্রহণ করা ঠিক নয়। তাদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।"

য়াহুদীরা এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে মদীনায় ফিরে যায়। ফলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক হাজার সৈন্য সংখ্যার মধ্যে তিন'শ সৈন্য কমে গেল। ফলে তিনি সাত'শ সৈন্য নিয়ে রাতে ওহুদের পথে যাত্রা করলেন।

মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম ওহুদ। পর্বতটি ছিল লালচে রং-এর এবং এর কোন চূড়া ছিল না। ফলে সবুজ ও উর্বর সমতলভূমির চারপাশে একটা বড় দেওয়ালের মতই দেখাত। একখণ্ড ঘূর্ণায়মান প্রসারিত সমতলভূমি ওহুদ পর্বতকে মদীনা শহর থেকে পৃথক করে রেখেছিল। কুরাইশ সৈন্যরা মুসলমানদের সাথে মরুভূমিতে যুদ্ধ করাই সঠিক বলে মনে করেছিল। তাদের নেতারা মনে করেছিল যে, তারা যদি শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং সেখানে যুদ্ধ করে তাহলে তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়বে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফজরের নামাযের সময় মুহাম্মদ (সঃ)-এর সৈন্যরা ওহুদ পর্বতের ঢালুতে অবস্থান করছিল। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সম্মুখে আবূ সুফিয়ানের বিরাট বাহিনীকে দেখলেন। "ওহুদ পর্বত আমাদের ভালবাসে। আমরাও ওহুদকে ভালবাসি। কারণ এর অবস্থান বেহেশ্‌তের একটি দরজার কাছে। এবং এই কারণেই ওহুদ প্রিয় পর্বতগুলির মধ্যে একটি।"

মুহাম্মদ (সঃ) ফজরের নামাযের জন্য বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আযানের ধ্বনি সমতলভূমি ও উপত্যকায়

www.pathagar.com

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর পিছনে মুসলমানরা নামাযে দাঁড়ালে কুরাইশরা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করল। নামাযের পর মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য লাইন করিয়ে দিলেন। উপত্যকায় প্রবেশের মুখে তিনি জুবায়ের-এর নেতৃত্বে দেড়'শ জন তীরন্দাজকে মোতায়েন করলেন। তিনি তাঁদেরকে কোন অবস্থায় বা কোন অজুহাতে স্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দিয়ে সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। শত্রুর পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁরা এমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলল যেন তাঁরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। "আমরা বিজয়ী বা পরাজিত হই, তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না।" ক্রমে সূর্যের আলো প্রতিভাত হলো এবং এর কিরণ ওহুদের উর্বর সমভূমিতে বিস্তৃত হলো। সবেমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া কুরাইশ বাহিনীকে আবূ সুফিয়ান যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিল। তাদের সামনে মহিলারা ড্রাম বাজিয়ে নাচতে থাকলো এবং যুদ্ধের গান গাইল। "আমরা সব ভোরের তারার কন্যা, আমরা দুর্ভাগাদের সন্তান, যারা শত্রুকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে আমরা তাদের সাথে আছি এবং যারা শত্রু ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদের আমরা ঘৃণা করি। সাহসী লোকদের সাথে আমরা ভেলভেটের কার্পেটের ওপর শয়ন করি।"

এখন উভয় বাহিনীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উভয় দলই তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করল। মুহাম্মদ (সঃ) স্মরণ করলেন আল্লাহ্‌র নাম। আবূ সুফিয়ান স্মরণ করল কা'বাঘর থেকে আনা মূর্তি ও মেয়েদের সৌন্দর্যের কথা। একদিকে মহিলারা যুদ্ধরত মানুষের যৌন লালসা ও ইচ্ছার প্রতি আবেদন জানাল এবং অন্যদিকে মুহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদেরকে আত্মোৎসর্গ করার জন্য বললেন, "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান।" এই দুটা বাহিনী ছিল সব সময় পরস্পর-বিরোধী। আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিলাদের শক্তি আগের মত এখনও পরস্পর-বিরোধী। এটাই মানবজাতির অপরিবর্তনীয় ভাগ্য।

মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন, "কে এই তরবারি গ্রহণ করবে এবং একে এর মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে?"

এই তরবারিতে খোদাই করা ছিল, "ভয় এবং কাপুরুষতা কখনও ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় না।"

বেশ কয়েকজন এই তরবারি গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু মহানবী কাউকে তা দিলেন না। আবূ দুজানাও এগিয়ে এলেন। তিনি

www.pathagar.com

বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, এই তরবারির মর্যাদা কি এবং কিভাবে কাজ করলে এর মর্যাদা রক্ষিত হবে ?"

মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "বাঁকা না হওয়া পর্যন্ত এই তরবারি দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে।"

আবূ দুজানা ছিলেন সাহসী লোক। তাঁর মাথায় ছিল লাল রং-এর কাপড়। একে তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর মাথার কাপড়'। যখন তিনি এটা পরিধান করতেন তখন এটা বুঝা যেত যে তিনি এখন যুদ্ধে যাচ্ছেন যেখানে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করবেন। তিনি মহানবীর কাছ থেকে তরবারি গ্রহণ করলেন, মাথায় লাল কাপড় বাঁধলেন এবং গর্বের সাথে শত্রুর সামনে এগিয়ে গেলেন। মহানবী মন্তব্য করলেন, "এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের গর্বিত পদক্ষেপ আল্লাহ্‌র কাছে প্রীতিকর।"

কুরাইশ বাহিনী থেকে যে লোকটি প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এলো তার নাম আবূ আমীর। সে আশা করেছিল যে, আউস গোত্রকে সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারবে। সে উচ্চস্বরে বলল, "ওহে আউস গোত্রের লোক, আমি আবূ আমীর।"

মুসলমানরা উত্তর দিল, "তুমি দুষ্ট লোক। আল্লাহ্ তোমার ওপর বিরক্ত।"

অতঃপর কুরাইশ দলের বিশিষ্ট যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ করল। তাঁর মোকাবিলায় আলী (রাঃ) এগিয়ে গেলেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধে তিনি তালহার মাথার খুলি বিদীর্ণ করে দিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান।" মুসলিম বাহিনীও উত্তেজনার মধ্যে ছিল। তারা চীৎকার করে উঠল, "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান।" অতঃপর তারা শত্রুদের ওপর একযোগে আক্রমণ চালাল। তাদের সামনে ছিলেন আবূ দুজানা। তিনি মহানবীর দেওয়া তরবারি দিয়ে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করলেন। শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। প্রতিরোধ আরও জোরদার করার জন্য উক্ত মহিলা কুরাইশদের উৎসাহিত করছিল। তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে তাকে দু'টুকরা করে ফেলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে মহিলাটি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ তখন তিনি তাঁর তরবারি তুলে নিলেন। তিনি বললেন, "এই তরবারি এমনই পবিত্র যে এই মহিলার ওপর তা ব্যবহার করা ঠিক নয়।"

www.pathagar.com

দুইপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হলো। একপক্ষ যুদ্ধ করছিল প্রতিশোধ গ্রহণ এবং এই পৃথিবীর জন্য এবং অন্যপক্ষ যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্ ও পরজগতের জন্য। এক দলের নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন আনন্দের পূজারী রাজনীতিবিদ। অন্যপক্ষের নেতা মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও বাণীবাহক। আল্লাহ্র জন্য যাঁরা যুদ্ধ করছিলেন তাঁদের কাছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পরই সত্যিকার জীবন ও স্থায়ী সুখ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছিল এই পৃথিবীর জন্য তাদের কাছে মৃত্যু ছিল জীবনের শেষ এবং সেই কারণে মৃত্যুকে তারা প্রত্যক্ষ করেছিল ভীতির প্রতীক হিসেবে।

ক্রমান্বয়ে ইসলামের পতাকা মক্কার বাহিনীর মধ্যখানে গিয়ে পৌঁছাল। মুসলমান সৈন্যদের রণহুংকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মুসলিম তীরন্দাজগণ তাঁদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বেশ কয়েকবার তাঁরা কুরাইশ পতাকা মাটিতে পড়ে যেতে দেখলেন। মুসলমানদের দিক থেকে 'বিজয়' 'বিজয়' ধ্বনি উত্থিত হলো।

হামজা, আলী, সাদ বিন ওয়াক্কাস এবং আবু দুজানা (রাঃ) কুরাইশ বাহিনীর ওপর অগ্নিশিখার মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কুরাইশ বাহিনী আকস্মিকভাবে পিছু হটতে শুরু করল। এই পশ্চাদপসারণ সত্যিকার ছিল, না যুদ্ধের কৌশল ছিল তা গভীরভাবে অনুধাবন না করে মুসলমান তীরন্দাজগণ ধরে নেন যে, শত্রুরা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় তাঁরা পর্বতের খালি স্থানের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন না করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে জমায়েত হলেন। কুরাইশ পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি এবং এই যুদ্ধের কৌশলগত সমর নায়ক হিসেবে পরিচিত খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনতিবিলম্বে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করলেন। হঠাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনী বুঝতে পারল যে তারা চতুর্দিক থেকে শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে। চারদিক থেকে তাদের ওপর তীর, তরবারি ও ছোরার আঘাত চলল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল না যে, পরবর্তী আঘাত কোন দিক থেকে আসবে বা কোন দিকে তারা আক্রমণ চালাবে। কুরাইশরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে খুঁজতে লাগল। মুসলমানদের ওপর কুরাইশ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর চাপ—যাদের সংখ্যা মুসলমান বাহিনীর চেয়ে তিনগুণের বেশী



www.pathagar.com

ছিল—এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছাল যে, উসমানসহ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর বেশ কয়েকজন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় পালিয়ে গেলেন।

মুহাম্মদ (সঃ) তখন ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে। তাঁর সাথে ছিলেন মাত্র বারজন সাহাবী। কা'ব-এর কন্যা মুসলিম মহিলা নাসিরা তাঁর পানির ব্যাগ দূরে নিক্ষেপ করে মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর স্বামী ও পুত্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। কুরাইশ বাহিনীর এক বর্মের আঘাত থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করে পাল্টা আক্রমণ চালালেন। তিনি তের বার জখম হওয়ার পরও আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। তাঁর ছেলেও মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু তিনি তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে পুনরায় তাকে যুদ্ধ করার আহবান জানালেন। হঠাৎ আওয়াজ হলো "মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন, মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন।" ঘটনা হলো মুসা'ব বিন উমায়ের (রাঃ) মহানবীর পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুরা তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে এবং তিনি নিহত হন। তাঁর চেহারার সাথে মুহাম্মদ (সঃ)-এর চেহারার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। কুরাইশরা ধারণা করলো যে, মহানবীই নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।

ফারজা (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে দশবার জখম হন এবং তিনি ছিলেন মৃত্যু পথযাত্রী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মালিক বিন আসোয়ান (রাঃ)-কে পালাতে দেখে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কোথায় পালাচ্ছ? মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হলেও মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্লাহ জীবিত আছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাও এবং আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ কর।"

এই সময় উতবা বিন ওয়াক্কাস তার তরবারি দিয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাথার ওপর এমন জোরে আঘাত করল যে, তাঁর হেলমেটের দুটা অংশ তাঁর মুখের ওপর দিয়ে নীচে পড়ে গেল। একই সময় তাঁর মুখে একটা তীরের আঘাত লাগল। বেশ কয়েকজন তাঁর মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল। তাঁর সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে গেল, নীচের ঠোঁট কেটে গেল এবং তিনি একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। কুরাইশদের মধ্যে আবার আওয়াজ হলো, 'মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন, মুহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন।'

মুহাম্মদ (সঃ)-কে গর্ত থেকে ওপরে তোলার জন্য তালহা (রাঃ) গর্তের মধ্যে নামলেন। যারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে আঘাত করেছিল তাদের সাথে আলী (রাঃ) তখনও যুদ্ধ করছিলেন। তালহা (রাঃ) মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাত

www.pathagar.com

ধরে টেনে কিছুটা উঁচু স্থানে নিয়ে এলেন। আবূ দুজানা (রাঃ) বর্ম দিয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর দেহ ঢেকে রাখলেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর চারপাশ থেকে পরিচালিত কুরাইশদের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করলেন। বেশ কষ্ট করেই তাঁরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে গর্ত থেকে ওপরে টেনে তুললেন।

ইত্যবসরে হামজা (রাঃ) সিংহবিক্রমে আবূ সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধে তাঁর সাহস ও শক্তির কথা সবার মুখে মুখে ফিরছিল। যেখানেই তিনি আক্রমণ চালাচ্ছিলেন সেখানেই তিনি বহু শত্রু সৈন্যকে আহত বা হত্যা করছিলেন। কিন্তু একজন নিষ্ঠুর নিগ্রো যে হিন্দের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এই নিগ্রো লোকটি ছিল বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী। হামজা (রাঃ) জানতেন না যে, এই লোকটি তাঁর প্রতি বিষাক্ত বর্শা নিক্ষেপের সুযোগ খুঁজছে। নিগ্রো ভৃত্যটির মালিক জুবায়ের বিন মুত'ইম-এর চাচা বদর যুদ্ধে হামজা (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। জুবায়ের বিন মুত'ইম তার ভৃত্যকে বললো যে, সে যদি হামজাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে সে মুক্ত করে দেবে। এসব লোভনীয় পুরস্কারের লোভে নিগ্রো ভৃত্যটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হামজা (রাঃ) এসব কথা জানতেন না। অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল। সে দেখল যে, হামজা (রাঃ) কয়েকজন কুরাইশের সাথে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত। সে তাঁর পেছন দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করল। বর্শার আঘাতে হামজা (রাঃ) শহীদ হলেন। মানুষের চীৎকার, মহিলাদের বিলাপ, তীর ও অস্ত্রের ঝন-ঝনানির শব্দ, ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কুরাইশ মহিলাদের অনেকে চীৎকার ও বিলাপ করছিল এবং অনেকে আবৃত্তি করছিলঃ "আবদুল্লাহ্‌র পুত্ররা, তোমাদের ধারাল তরবারি নিয়ে এগিয়ে যাও এবং শত্রুকে ভেড়ার মত কেটে টুকরা টুকরা কর।"

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর দিকে হিন্দ তার কালো চুল এলিয়ে দিয়ে তার ধূসর রং-এর ঘোড়ার পিঠে তরবারি শাণ দিচ্ছিল। ঘোড়াটি যখন সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল এবং পেছনের পা উঁচু করে লাফাচ্ছিল সে তখন যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশ মহিলারা যে গান গেয়েছিল তা আবৃত্তি করলঃ

"আমরা ভোরের তারার কন্যা, আমরা দুর্ভাগাদের সন্তান, যারা শত্রুকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে আমরা তাদের সাথেই আছি।"

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরাইশরা মরিয়া-হয়ে যুদ্ধ করে। তারা বুঝতে পারল যে, বিজয় তাদের হাতে। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলল এবং মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি পরাজিত হলো। কুরাইশ সৈন্যরা লুণ্ঠন করা থেকে বিরত রইল। যুদ্ধক্ষেত্রে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন এবং বহু আহত হন। প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশ মহিলারা মুসলমান শহীদ সৈন্যদের মৃতদেহ বিকৃত করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ হামজা (রাঃ)-র মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথিত আছে যে, সে বহু মুসলমান শহীদের নাক ও কান কেটে তা সুতায় গেঁথে নিজের গলায় পরিধান করে। হঠাৎ সে নিগ্রো ভৃত্যটিকে একটি মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল।

হিন্দ চীৎকার করে উঠল, "এটাই হামজা (রাঃ)-র মৃতদেহ।" ঘোড়া থেকে নেমে সে মৃতদেহের কাছে গেল। সে তার গলার হার ও পায়ের মল খুলে নিগ্রোকে দিল। সে বলল, "তোমার মুক্তি ছাড়াও এটা বাড়তি উপহার।"

সে তখন হামজা (রাঃ)-র মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে বলল, "হামজা, হামজা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি বুঝতে পারছ আমি এখানে? আমি সেই মহিলা যার পিতা ও ভাইকে তুমি হত্যা করেছ। আমাদের প্রিয় খোদা লাত্ আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেছে, আমি তোমার মৃতদেহ দেখছি।"

হিন্দ আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "ওহে হবল, লাত্ ও উজ্জার খোদা, আমি কিভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।" অতঃপর সে কিছুক্ষণ নীরব রইল। "ওহে আমার পিতা, প্রিয় পিতা আমার, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমি এখন এজন্য খুশী যে আমি তোমাদের প্রতিশোধ নিয়েছি। যে তোমাদের নিহত করেছিল তার মৃতদেহ এখন আমার পায়ের কাছে। তুমি এখন আর আমার কথা শুনতে পারছ না। আমার ইচ্ছা তুমি আমার কথা শুন, তুমি আমার পায়ের কাছে কিভাবে শুয়ে আছ তা দেখ এবং অনুভব কর। কিন্তু না, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট নয়। এখনও আমি মনের মাঝে সেই ব্যথা অনুভব করছি। আমি এরচেয়েও বেশী চাই। তোমার মৃতদেহকে টুকরা টুকরা করে আমি আগুন দিয়ে পোড়াতে চাই। তুমি আমার মনে যে ব্যথা দিয়েছ, অনুরূপ আঘাত আমি তোমাকেও দিতে চাই।" সে তার ছোরা দিয়ে হামজা (রাঃ)-র মৃতদেহের একপাশ চিরে ফেলল। প্রবাহিত রক্তে তার হাত ও পা ভিজে গেল। সে তার যকৃত ছিঁড়ে বের করে আনল। এটা সে চোখের সামনে ধরে নানাভাবে গালি দিল এবং মুখের মধ্যে পুরে

www.pathagar.com

দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরাগুলি তাঁর মৃতদেহের ওপর ফেলতে লাগল। সে তখনও ছিল উন্মত্ত অবস্থায়। এমন সময় তার স্বামী আবূ সুফিয়ান সেখানে এসে বল্লম দিয়ে হামজা (রাঃ)-র মুখে আঘাত করল। সে চীৎকার করে বলল, "তুমি তাহলে তোমার পুরস্কার পেয়েছ।"

হিন্দ তখনও ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় উন্মত্ত। মুসলমানদের মৃতদেহগুলি দেখা যায় এমন একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে বলল ঃ "বদর যুদ্ধের ক্ষতির প্রতিশোধ আমরা তোমাদের ওপর নিয়েছি। যুদ্ধের পর যুদ্ধ উন্মত্ততার সমান। উতবা ও আমার ভাইয়ের করুণ মৃত্যুতে আমি আঘাত পেয়েছিলাম, নিগ্রো ভৃত্যের কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। এমন কি কবর থেকেও আমার হাড়গুলি তাকে ধন্যবাদ জানাবে।"

ইতিমধ্যে ওহুদ পর্বতের ঢালু স্থানে আলী (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর সহায়তায় মুহাম্মদ (সঃ) উঠে বসলেন। অন্যরা তাঁর মুখের ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেওয়ার জন্য গাছের পাতা ও পল্লব পুড়িয়ে ছাই করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুবিধাজনক স্থান থেকে তাঁরা বিজয়ী বাহিনীকে দেখলেন। আবূ সুফিয়ান, খালিদ এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতারা একে অপরকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবস্থান দেখিয়ে দিল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি তাদের প্রচণ্ড শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও এবং মৃত্যু তাদের আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও এই সময় তারা কেন প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় তাঁর জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দিল না, সে কথা কেউ জানতে পারল না। কেন তারা পর্বতে আরোহণ করল না, কেন তারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে বন্দী করল না, কেন তারা তাকে হত্যা করল না? এবং কেনই-বা আবূ সুফিয়ান এই বলে চীৎকার করল, "দিনের বদলায় দিন, বদর যুদ্ধের বদলায় ওহুদ, আগামী বছরও আমরা তোমার জন্য আসব।" একথা বলে সে সেদিনই বিজয়ী বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। নির্দেশ মোতাবেক অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মক্কার পথে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। গায়করা বিজয় সংগীত গেয়ে এবং মহিলারা ড্রাম বাজিয়ে তাদের অনুসরণ করল। মানব ইতিহাসে এই ঘটনাটি ব্যাখ্যাতীত এবং হেয়ালিপূর্ণ। আবূ সুফিয়ানের বিজয়ী বাহিনী সেখানে তখনই মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে বুঝাপড়া করল না কেন? এটা কি একটা অলৌকিক ঘটনা বা তাদের পরিণামদর্শিতা অথবা মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সঃ)-এর আত্মার ও তাঁর পাশে যে সব সাহাবী ছিলেন তাদের সাহসের প্রভাব? এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে নাই।

তিন হাজার সৈন্যের এই বাহিনী একটা রাতের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে সোজা মক্কার পথে অগ্রসর হলো। সন্ধ্যার আগমনে দুই বাহিনীর মৃতদেহগুলির ওপর অনন্ত আকাশে যখন তারা ঝিকমিক করে উঠল, মহানবী ও তাঁর কয়েকজন সাহাবী তখন সেই উঁচু স্থানটায় নামাযে দাঁড়ালেন। নামায শেষ হওয়ার পর আবূ বকর (রাঃ) কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা বিজয়ের মুহূর্তে পরাজিত হয়েছি।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "এর কারণ হলো এই যে, তোমরা এক মুহূর্তের জন্য ঈমান ভুলে গিয়েছিলে এবং সম্ভাব্য যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলে। তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে বলেই পরাজিত হয়েছ।"

অপর একজন সাহাবী বললেন, "আমাদের সংখ্যা কম হলেও কুরাইশ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম।"

"তোমরা যখন ঈমান ও ধর্মের অস্ত্রে সজ্জিত ছিলে তখন তোমরা ছিলে শক্তিশালী। কিন্তু যখন তোমরা এই দুনিয়ার মূল্যহীন সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়লে তখন তোমাদের শক্তি আর রইল না। শরৎকালের পাতার মত কুরাইশদের তরবারি তোমাদের কেটে ফেলল।"

সেই রাতে মুহাম্মদ (সঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ যুদ্ধে শহীদদের মৃতদেহের পাশে ঘুরে বেড়ালেন। প্রত্যেকটি মুসলমান মৃতদেহের পাশে তিনি বসলেন, তাঁদের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদের জন্য কাঁদলেন। তিনি যখন তাঁর চাচা হামজা (রাঃ)-র মৃতদেহ দেখলেন, তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

"আমার হৃদয় আর কখনও এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনায় আঘাত পায় নাই।"

অতঃপর তিনি সব মুসলমানের মৃতদেহ হামজা (রাঃ)-র পাশে রাখলেন এবং পালাক্রমে তাদের সবার জন্য দোয়া করলেন। এভাবে তিনি আশি বার হামজা (রাঃ)-র জন্য দোয়া করলেন। এর পর তিনি ওহুদ পর্বতে তাঁর আশ্রয়-স্থলে ফিরে এলেন। কথিত আছে যে, মহানবী সেই রাতের সারাটা সময় নির্জন ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, আর কুরাইশরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মক্কার

www.pathagar.com

পথে যাত্রা করল। বিজয়ী বাহিনীর এই আনন্দে একবার মাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় কুরাইশ প্রধানরা আবূ সুফিয়ানের দিকে ফিরে বলল ঃ

"আমাদের কাছে সত্য কথা বল। আমরা সেখানেই মুহাম্মদ (সঃ)-কে শেষ করে দিলাম না কেন? আমরা ওহুদ পর্বতে তাঁকে এবং তাঁর ইসলামকে চিরতরের জন্য কবর দিয়ে আসতে পারতাম।"

আবূ সুফিয়ান এবং খালিদ ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরের দিকে বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরব রইল।

www.pathagar.com

২৬

## মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্য

"আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে উত্তম সদস্যকে তোমার স্বামী মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে এমন একজনের কাছে সমর্পণ করেছি যাঁর ঈমান সবার চেয়ে বেশী এবং যাঁর কাজ সবার চেয়ে মহান। আল্লাহ্‌র কিতাবের ওপর তাঁর জ্ঞান সব কুরাইশের চেয়ে বেশী এবং চরিত্র ও পরহেযগারীতে সে সকল মুসলমানের মধ্যে উন্নত।"

—মুহাম্মদ (সঃ)

মহানবীর বাম পাশে বসেছিলেন আঠার বছর বয়স্কা ফাতিমা (রাঃ)। তাঁর পরণে ছিল আকাশী রং-এর লম্বা পোশাক।

মহানবীর ডান পাশে বিনীত এবং ভদ্রভাবে বসেছিলেন বাইশ বছর বয়স্ক আলী (রাঃ)। তাঁর পরণে ছিল দৈনন্দিন পরিধানের সাধারণ পোশাক।

যুবক আলী (রাঃ)-র উচ্চতা ছিল মধ্যম, কিছুটা খাটো বলা যায়। সতেজ গমের মত ছিল তাঁর গায়ের রং। বড় কালো দুটা চোখ। দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছিল আকর্ষণীয় এবং ঠোঁট দুটাতে যেন সব সময় মৃদু হাসি লেগেই ছিল। তাঁর, লম্বা ও সরু গলা ছিল রুপার মত সাদা, ঘাড় ছিল চারকোণা ধরনের। সিংহের সামনের পায়ের মত তাঁর বাহুতে ছিল প্রবল শক্তি, বাহু ছিল মসৃণ এবং দৃঢ়। ফলে মাংসপেশী ছিল লুক্কায়িত। তাঁর দৈহিক শক্তি এত বেশী ছিল যে, বলা হত, তিনি কোন আরোহীকে এমনভাবে ঘোড়ার পিঠের ওপর তুলতে পারতেন যেন তিনি একটা ছোট শিশুকে তুলছেন। তাঁর সাহস ও দৃঢ় ঈমান ছিল প্রবাদ বাক্যের মত।

মহানবী উম্মে আয়মান (রাঃ)-কে এক বাটি পানি আনার কথা বললেন। পানি ভর্তি একটা চীনা মাটির বাটি তাঁর সামনে রাখা হলে মহানবী পানির মধ্যে আঙ্গুল ডুবালেন এবং ফাতিমা ও আলীর মুখে পানির ছিটা দিলেন।

তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহ্, তোমার নির্দেশেই এই বিবাহ হলো। এই বিয়ে এদের জন্য মঙ্গলময় কর। তাঁদেরকে তুমি নম্র ও সুখী সন্তান দিও।"

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি ফাতিমা (রাঃ)-র দিকে ফিরে বললেন, "আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে উত্তম সদস্যকে তোমার স্বামী মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে এমন একজনের কাছে সমর্পণ করেছি যাঁর ঈমান সবার চেয়ে বেশী এবং যাঁর কাজ সবার চেয়ে মহান। আল্লাহ্‌র কিতাবের ওপর তাঁর জ্ঞান সব কুরাইশের চেয়ে বেশী এবং চরিত্র ও পরহেযগারীতে সে সকল মুসলমানের মধ্যে উন্নত।"

ফাতিমা (রাঃ)-র মুখমণ্ডল লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। তিনি মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরব রইলেন। তিনি তাঁর পাশের দরজা স্পর্শ করলেন তাঁর সম্মতির চিহ্ন হিসেবে। প্রস্তাবিত বিবাহে তিনি যে সন্তুষ্ট তারও প্রকাশ ঘটালেন। মহানবী তাঁর কন্যাদের বিয়ের পূর্বে প্রথমে তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-র দিকে তাকালেন।

"আল্লাহ্‌র আদেশে আমি তোমাকে আমার কন্যা ফাতিমাকে দিলাম। সে আমার কাছে খাদিজার একটা স্মৃতি এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।" তারপর তিনি বিবাহের বাগদান পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। বিয়েতে তিনি ফাতিমা (রাঃ)-র মোহর নির্ধারণ করলেন আলী (রাঃ)-র বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ।

বদরযুদ্ধে আলী (রাঃ) এই বর্মখানা পেয়েছিলেন। বিয়ের রাতে তিনি চার'শ আশি দিরহামে বর্মখানা বিক্রী করে দেন এবং বিক্রীত অর্থ তিনি তাঁর জামার কাপড়ের কোণায় জড়িয়ে উপহারস্বরূপ মহানবীর নিকট নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় হিজরীতে এবং বদর যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত এই বিয়েতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়। মহানবী তাঁদের দু'জনার বিয়ে খুব জাঁক-জমকের সাথে সম্পন্ন করতে স্থিরসংকল্প ছিলেন। কারণ, আয়শা (রাঃ)-র ভাষায়, "তারা দু'জন ছিল মহানবীর কাছে খুবই প্রিয়।"

আয়শা (রাঃ) সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন নাই। ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে মহানবীর মন্তব্য তিনি শুনেছিলেন। মহানবী বলেছিলেন, "আমার হৃদয়ে ফাতিমার একটি স্থান আছে এবং সে আমার দেহের একটি অংশ বিশেষ। তাকে কেউ কষ্ট দিলে সে আমাকেই কষ্ট দেয়।" মহানবীর এই কথা আয়শা (রাঃ) স্মরণ রেখেছিলেন। আলী (রাঃ) সম্পর্কে মহানবীর মন্তব্য সব সাহাবীর জানা ছিল ঃ "কোন মুনাফিক আলীকে ভালবাসে না, এমন কোন বিশ্বাসী নাই যে আলীকে ভালবাসে না"

www.pathagar.com

মহানবীর এই কথা যখন আমরা স্মরণ করি তখন উহুদের যুদ্ধের দৃশ্য চিন্তা করাও খুব কষ্টকর নয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ (সঃ) দৃশ্যত আনন্দমুখর থাকতেন। মুসলমানদের মধ্যে এ কথা সুবিদিত ছিল যে, মহানবীর দুই শ্বশুর আবূ বকর এবং উমর (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বিয়ে করতে চাইলে তাঁরা উভয়ে একই জওয়াব পান। "আমি এখনও ফাতিমার অদৃষ্ট দেখার অপেক্ষায় আছি।"

নম্র ও ভদ্রজনোচিত এই জওয়াবের মাধ্যমে তাঁদের উভয়ের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর আলী (রাঃ)-কে প্রস্তাব দেওয়া হয় যেন তিনি ফাতিমা (রাঃ)-কে বিয়ে করার কথা বলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহে যান এবং তাঁর মনের কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বাভাবিক লজ্জা ও ভদ্রতার কারণে মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন নাই। মহানবী নিজেই এ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পান।

মহানবী বললেন, "আবূ তালিবের প্রিয় পুত্র, তোমার ইচ্ছা আমাকে বল।"

তবু আলী (রাঃ) লজ্জাবশত কোন কথা বলতে পারলেন না। ফলে মহানবী নিজেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। "সম্ভবত তুমি ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ," আলী (রাঃ) সাধারণভাবে উত্তর দিলেন।

আবূ বকর ও উমর (রাঃ)-কে মহানবী যে জওয়াব দিয়েছিলেন, এ সময় সে রকম জওয়াব দিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন। কারণ তাঁর কাছে আলী (রাঃ) ছিলেন তাঁর নিজের সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। তদুপরি তাঁর একটা নৈতিক দায়িত্বও ছিল। এই দায়িত্ব ছিল আলী (রাঃ)-র পিতা আবূ তালিবের প্রতি। তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবনে ও য়াতীম অবস্থায় আবূ তালিবের কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা ও সব ধরনের সাহায্য লাভ করেন। সম্ভবত তিনি তাঁর অতীত জীবনের প্রিয় স্মৃতির কথা মনে করে এবং আবূ তালিবের বহু সদয় কাজের কথা স্মরণ করে তিনি নিজ কন্যাকে আলী (রাঃ)-র সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে 'আবূ তালিবের পুত্র' বলে সম্বোধন করেন।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর চরিত্রের একটি অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর আনুগত্য। বিভিন্ন ঘটনার বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। তিনি

www.pathagar.com

তাঁর প্রত্যেকটি কথার সত্যতা ও সততা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তিনি আলী (রাঃ)-কে সব আরববাসীর মধ্যে ধার্মিক এবং কুরাইশদের মধ্যে সাহসী বলে বর্ণনা করেন। তাঁর সকল কাজ ও কথায় গরীব ও দুঃস্থদের প্রতি আশ্রয়মূলক অনুভূতি, সবার প্রতি ন্যায়বিচার, সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি ও দয়া এবং অন্যান্য বহু নৈতিক গুণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন কি তাঁর প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতেও আলী (রাঃ) ছিলেন প্রশংসনীয় ও অসামান্য।

উমর (রাঃ) বললেন, "মহানবীর সময় আমরা আলী (রাঃ)-কে এমনভাবে দেখতাম যেন আমরা একটা নক্ষত্রকে দেখছি।"

খিলাফতের সময় বা তার পূর্বে আলী (রাঃ)-র কার্যাবলী এমন ছিল যে তা ন্যায়বিচার ও মানুষের বিবেকের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কথিত আছে যে, একবার একজন লোক উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে আলী (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করে। এই সময় উমর (রাঃ) ছিলেন খলিফা এবং বিশ্বাসীদের নেতা। তিনি উভয়কে তাঁর সামনে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি বললেন, "ওহে হাসানের পিতা, তোমার শত্রুর পাশে দাঁড়াও।" আলী (রাঃ)-র চেহারায় ক্লেশকর অবস্থা ফুটে উঠল এবং উমর (রাঃ) মন্তব্য করলেন, "আলী, তুমি কি তোমার শত্রুর পাশে দাঁড়াতে অপসন্দ কর?"

আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন, "না, ওহে বিশ্বাসীদের নেতা। কিন্তু আমি এই কারণে দুঃখিত যে, আপনি আমার ও তার মধ্যে কোন সমতা রক্ষা করেন নাই। আপনি আমাকে সম্বোধন করেছেন হাসানের পিতা হিসেবে অথচ তাকে এভাবে সম্বোধন করেন নাই। ফলে তার চেয়ে আমাকে আপনি বড় করে দেখেছেন। এর অর্থ হলো আপনি ইতিমধ্যে আমার অনুকূলে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন।"

আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে আলী (রাঃ)-র খিলাফতকালে। একদিন আলী (রাঃ) তাঁর বর্মখানি একজন আরব খৃস্টানের হাতে দেখতে পান। তিনি তাকে কাজী সুরায়-এর কাছে নিয়ে যান। তিনি বললেন, "এই বর্মখানি আমার। আমি এখানা বিক্রী করিনি বা কাউকে দান করিনি।"

সুরায় খৃস্টানের দিকে ফিরে বললেন, "বিশ্বাসীদের নেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার কি বলার আছে?"

www.pathagar.com

খৃস্টান লোকটি উত্তর দিল, "এই বর্মখানি আমার। তবু আমার দৃষ্টিতে বিশ্বাসীদের নেতা মিথ্যাবাদী নন।"

সুরায় বিশ্বাসীদের নেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বর্মখানি যে আপনার এ সম্পর্কে কোন সাক্ষী ও প্রমাণ কি আপনি দিতে পারবেন?"

মৃদু হেসে আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন, "দেখাবার মত আমার কোন প্রমাণ নেই।" সুরায় সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বর্মখানি খৃস্টান লোকটির। লোকটি বর্মখানি নিয়ে এগিয়ে গেল। সে দেখল যে বিশ্বাসীদের নেতা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটি ফিরে এলো।

সে কাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটাই নবীগণের অনুসৃত নীতি। বিশ্বাসীগণের নেতা আমার বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করলেন অথচ আপনি তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহ্ জানেন যে, এটা বিশ্বাসীদের নেতার এবং আমি সত্য বলি নাই।"

পরবর্তীকালে এই লোকটি খারেজীদের বিদ্রোহের সময় আলী (রাঃ)-এর বাহিনীতে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও সত্যবাদী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

আলী বিন রা'ফি আলী (রাঃ)-এর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। "আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আমি সরকারী ট্রেজারীর ট্রেজারার ও কেরানী ছিলাম। বসরা যুদ্ধের সময় অধিকৃত মুক্তার একটি হার এই ট্রেজারীতে ছিল। একদিন আলী (রাঃ)-এর কন্যা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'আমি শুনেছি যে, মুক্তার একটি হার ট্রেজারীতে আছে। আপনি যদি হারটি আমাকে ধার হিসেবে দেন তাহলে আমি তা ঈদুল আযহার উৎসবের দিন পরব।'

"আমি তাঁর কাছে হারটি পাঠিয়ে দেই। কথা ছিল যে, তিনদিনের মধ্যে তিনি হারটি ফেরত পাঠাবেন। উৎসবের পর তিনি বাড়ি ফিরে গেলে বিশ্বাসীদের নেতা তাঁর গলায় হারটি দেখতে পান।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?"

খলিফার মেয়ে উত্তর দিলেন, "আমি উৎসবের দিন পরার জন্য ট্রেজারার আলী বিন রা'ফির কাছ থেকে ধার করে এনেছি। এটা আমি তাকে ফেরত দেব।"

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের নেতা তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি বললেন, "রা'ফির পুত্র আলী, তুমি কি মুসলমানদের প্রতি বিশ্বস্ত নও?"

"আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আমি কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করি নাই।"

"তাহলে তুমি বিশ্বাসীদের নেতার মেয়েকে হারটি ধার দিলে কিভাবে? এটা ছিল মুসলমানদের ট্রেজারীতে এবং তা আমার ও মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া সরানো উচিত হয় নাই।"

আমি বললাম, "তিনি আপনার কন্যা। তিনি আমাকে ধার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং আমি এই শর্তে সম্মত হই যে, তিনি নিরাপদে এবং যথাযথভাবে তা ফেরত দেবেন।"

বিশ্বাসীদের নেতা উত্তর দিলেন, "তাহলে এখনই তা ফেরত নিয়ে এসো। এ ধরনের কাজ আর কখনই করবে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করলে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।"

বিশ্বাসীদের নেতার কন্যা এ কথা শোনার পর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, "ওহে বিশ্বাসীদের নেতা, আমি আপনার কন্যা এবং আপনারই অংশ বিশেষ। এই হার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে কার বেশী অধিকার আছে?"

বিশ্বাসীদের নেতা উত্তর দিলেন, "আবু তালিবের পুত্রের কন্যা, সঠিক পথ ত্যাগ করা তোমার কখনই উচিত নয়। হিজরতকারী ও সাহায্যকারী সব মহিলা কি উৎসবের দিন এভাবে অলংকার-সজ্জিত ছিল?"

"অতঃপর আমি হারটি ফিরিয়ে এনে ট্রেজারীতে জমা করি।"

এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী কোন মানুষের উন্নত চরিত্র ও অসাধারণ দিকটাই প্রকাশ করে। প্রসঙ্গক্রমে ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং সীমাহীন দরদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

একদিন আবু নুয়ারের কাছ থেকে একটা জামা কেনার জন্য আলী (রাঃ) তাঁর ভৃত্যকে সাথে করে নিয়ে যান। তিনি দুটা জামা ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ভৃত্যের দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কোন জামাটি পসন্দ করে। ভৃত্যটি একটি জামা নিলে আলী (রাঃ) অপর জামাটি নিজের জন্য গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানার পূর্বে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করা হলোঃ

"নিজের ছাড়া আর কারও ভৃত্য হয়ো না। কারণ আল্লাহ্ তোমাকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।"

"তুমি যা নিজের জন্য ইচ্ছা কর না, অন্যের জন্যও তা অনুমোদন করো না।"

"আমার দৃষ্টিতে সেই নম্র ব্যক্তি মহান যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য তার প্রাপ্য আমি লাভ করি এবং আমার দৃষ্টিতে সেই মহান ব্যক্তি নম্র যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য লাভ করি।"

www.pathagar.com

## ২৭

## আয়শা (রাঃ)-এর ঘটনা

"যারা এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একদল, এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলস্বরূপ। তাদের প্রত্যেকে স্বীয় পাপের উচিত শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যে যে এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।" কুরআন—২৪ঃ ১১

সময় গড়িয়ে চলল ধীরে ধীরে। বিভিন্ন ঘটনা ঘটল এবং মানুষের চিন্তা ও চেতনা হলো পরিপুষ্ট। বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে লাগল। যুদ্ধ ও শান্তির সময় অমনোযোগী ও অজ্ঞ পৌত্তলিক পরিবারগুলির বিরুদ্ধে এবং ইসলামের সেবায় তারা অতি উৎসাহে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

এ সময়কার একটি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আদল ও কা'রা নামের দুটি গোত্র তাদের লোকজনকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ও ইসলামের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবীর কাছে দশজন লোক চেয়ে পাঠাল। তারা দশ জন লোককে তাদের সাথে নিয়ে গিয়ে পরে কয়েকজনকে হত্যা ও কয়েকজনকে বন্দী করল। শহীদ হওয়ার পূর্বে তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস ও ঈমানের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন।

তাঁদের হত্যা করার দায়িত্বে ছিল নিস্‌তাস নামের এক ব্যক্তি। সে যখন জায়েদ (রাঃ)-কে হত্যার জন্য নিয়ে চলল, আবু সুফ্‌য়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার কাছে সত্য কথা বল। তোমার কি ইচ্ছা হয় না যে, তোমার স্থলে মুহাম্মদ (সঃ) দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমরা তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করছি? আর তুমি নিরাপদে বাড়িতে তোমার পরিবারের সদস্যদের সাথে রয়েছ।"

জায়েদ (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ (স.)-এর পায়ে একটা কাঁটা ফুটুক এটাও আমি চাই না।"

www.pathagar.com

আবু সুফ্য়ান বলল, "শোন জায়েদ, তুমি ও তোমার সঙ্গী খুবায়েবকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্ম ত্যাগ কর তাহলে তোমাদের মুক্ত করা হবে এবং তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।"

জায়েদ (রাঃ) বললেন, "তুমি ভুল করেছ। আমাদের কাছে মৃত্যু অর্থহীন। ঈমান ছাড়া জীবন কোন জীবন নয় এবং ঈমানবিহীন মৃত্যু কোন মৃত্যু নয়।"

"তুমি কি বলছ, তুমি এ কথা কিভাবে জানতে পেরেছ, শাশ্বত জীবন কি?"

"সেটা এমনই একটা বস্তু যা আমাদের আছে, আমাদের ঈমান আমাদের জন্য। চলমান ঘৃণিত এই পৃথিবীর জীবন তোমাদের জন্য। তুমি কি বুঝতে পেরেছ আবু সুফ্য়ান?"

পৌত্তলিকরা এই কথায় উদাসীন হয়ে রইল। জায়েদ (রাঃ)-এর কথা শেষ না হতেই তারা তাঁকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল।

খুবায়েব (রাঃ)-এর পালা যখন এলো, তখন একটা শিশু দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাটুর ওপর বসে পড়ল। শিশুটি দর্শকদের দলে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিল। শিশুটির কাজ দেখে দর্শকরা ভীত হয়ে পড়ল। তারা এই কারণে ভীত হলো যে, খুবায়েব যদি প্রতিশোধ স্বরূপ শিশুটিকে হত্যা করে।

খুবায়েব (রাঃ) বললেন, "তোমরা ভয় করো না। ইসলামে মুনাফিকি নিষিদ্ধ। তদুপরি শিশুদের প্রতি আমাদের সদয় থাকার নির্দেশ আছে।"

তাঁর হত্যার আগে তিনি নামায পড়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি হাজার হাজার দর্শকের সামনে নামাযে দাঁড়ালেন এবং নামায শেষে ঘাতক ও জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি যদি দীর্ঘ নামাযে রত হতাম তাহলে তোমরা হয়ত মনে করতে যে আমি কয়েক মিনিট বেশী বাঁচার জন্য দীর্ঘ নামায পড়ছি। তোমরা এ কথা মনে করবে ভেবেই আমি দীর্ঘ সময় নামায পড়লাম না। এখন আমার দেহ তোমাদের তত্ত্বাবধানে এবং আমার আত্মা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে গমন করবে।"

এ ধরনের অনেক ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কত উৎসাহের সাথে মুসলমানরা ইসলামের অগ্রযাত্রায় শরীক হন। য়াহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁদের আত্মোৎসর্গ, কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাদের সাহস, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের

www.pathagar.com

আক্রমণের প্রচণ্ডতা, চতুর্থ হিজরীতে নাদির গোত্রের অবরোধের প্রেক্ষিতে যুদ্ধ, পঞ্চম হিজরীতে বদর-এ দ্বিতীয়বার আক্রমণ এবং ষষ্ঠ হিজরীতে মুস্‌তালিখ গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাদের সংগ্রামী উৎসাহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

মুস্‌তালিখ গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় একটা ঘটনা ঘটে। মহানবীর জীবদ্দশায় এই ঘটনা বহুলভাবে আলোচিত হয় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর এই ঘটনা বহু পুস্তকের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এই ঘটনাটি হলো আয়শা (রাঃ)-এর ঘটনা। অভিযোগ ছিল যে, মুহাম্মদ (স.)-এর সৈন্যবাহিনীর মদীনা ফেরার সময় আয়শা (রাঃ) যাত্রীদলের সাথে ছিলেন না। পরদিন সকালে তিনি একটা উটে চড়ে মদীনায় ফিরেন। সাফওয়ান নামে একজন যুবক তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

ঘটনাটি হলো এই যে, মহানবীর বাহিনী আকস্মিকভাবে রাতে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আয়শা (রাঃ) উটের ডুলিতে প্রবেশ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, তিনি তাঁর গলার হার কোথায় ফেলে এসেছেন। উট তখনও হামাগুড়ি অবস্থায় ছিল এবং তিনি ঝাঁপ দিয়ে ডুলি থেকে নেমে হার খুঁজতে থাকেন। উট চালক এসব কিছুই জানত না। ফলে উট উঠে দাঁড়ায় এবং যাত্রা শুরু করে। আয়শা (রাঃ) ফিরে এসে দেখেন যে সেখানে উট নেই। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, উটের লোকজন তাঁর অনুপস্থিতির কথা শীঘ্রই জানতে পেরে তাঁর জন্য ফিরে আসবে। এ কারণে তিনি একটি ছোট পাহাড়ের ধারে অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু উটের লোকজন নিশ্চিত ছিল যে, আয়শা (রাঃ) ডুলিতে আছেন এবং সেইজন্য তারা এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই করে নাই। গভীর রাত পর্যন্ত আয়শা (রাঃ) একাকী মরুভূমিতে রইলেন। অবশেষে দূরে তিনি একটা ছায়া দেখতে পেলেন। এই ছায়াটি ছিল সাফওয়ানের। সেও যাত্রীদলের পেছনে পড়ে যায়। সাফওয়ান নিকটবর্তী হলে এবং আয়শা (রাঃ) তাঁর বোরখা ফেলে দেওয়ার আগেই সে তাঁকে এক ঝলক দেখে চিনতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কেন পেছনে রয়েছেন?"

আয়শা (রাঃ) উত্তর দিলেন না। অতঃপর সাফওয়ান তার উটকে হাটু ভাঙ্গা অবস্থায় করলে আয়শা (রাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করেন এবং সে নিজে উটের দড়ি ধরে হাটতে থাকে। এভাবে তাঁরা পরদিন মদীনায় এসে পৌঁছায়। এ ঘটনায় সবাই বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব মতামত

www.pathagar.com

ছিল এবং আয়শা (রাঃ) ও সাফওয়ান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত হতে লাগল। মদীনার প্রতিটি ঘরেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলল এবং মহানবী নিজেও বেশ চিন্তিত হলেন।

আয়শা (রাঃ) বেশ দুঃখ পেয়ে মায়ের গৃহে যান। মহানবী তাঁর কোন খবরই নিলেন না। রাত দিন আয়শা (রাঃ) তাঁর মা ও পিতার কাছে ক্রন্দন করলেন। তাঁর আত্মীয় ও বান্ধবীগণ বিলাপ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহানবী তাঁর ওপর রাগান্বিত ছিলেন এবং তাঁর চারিত্রিক সততা ও নির্দোষিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেন। গুজব ও আলোচনা এত বেশী হলো যে মহানবী শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি নিয়ে আলী (রাঃ)-এর সাথে আলোচনা করতে বাধ্য হলেন।

আলী (রাঃ) বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য বিয়ের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেন নাই। আয়শা (রাঃ)-এর মত মহিলাও পাওয়া যাবে। যেভাবেই হোক, আয়শা (রাঃ)-এর ভৃত্য বারিরার কাছ থেকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।"

আলী (রাঃ)-এর এ ধরনের উত্তর আয়শা (রাঃ)-এর অন্তরে হিংসার বীজ বপন করে যা তাঁর পরবর্তী জীবনে আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। রাতের পর দিন, এবং দিনের পরে রাত, অতিবাহিত হলো, কিন্তু আয়শা (রাঃ) মনে শান্তি পেলেন না।

অনেকে মহানবীকে বললেন, "আয়শা (রাঃ) সুস্থ নয়। তাঁর অশ্রুভরা চোখ সব সময় দরজার কাছেই দেখা যায়, সে আপনাকে দেখার জন্য অপেক্ষায় আছে।"

এ ধরনের কথা আবূ বকর (রাঃ)-এর বন্ধু ও আয়শা (রাঃ)-এর বান্ধবীগণ মহানবীর কাছে বলেন। অবশেষে এক সন্ধ্যায় মহানবী আবূ বকর (রাঃ)-এর গৃহে গেলেন। বারিরা তাঁর আগমন সংবাদ দিলে সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। কেবলমাত্র আয়শা (রাঃ) যন্ত্রণাকাতর ও অশ্রু-ভারাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর কামরায় রইলেন। মহানবী সরাসরি তাঁর কামরায় গেলেন। আয়শা (রাঃ) তাঁর পায়ের ওপর পড়লেন, তাঁর হাত চুম্বন করলেন এবং নিজের অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তাঁর হাত নিয়ে বুলালেন। চোখের পানিতে তাঁর হাতের আঙ্গুল ও হাতের অপর দিক ভিজে গেল। তাঁর বাক রুদ্ধ হলো এবং তিনি কথা বলতে পারলেন না। অবশেষে মুহাম্মদ (স.) নিজ হাত দিয়ে তাঁর মুখ তুলে ধরলেন এবং তাঁকে আদর করলেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "এমন নিদারুণভাবে কেঁদো না। তুমি যদি অপরাধ করে থাক তাহলে তার জন্য অনুশোচনা কর। কারণ আল্লাহ্ তাঁর ভৃত্যদের অনুতাপ গ্রহণ করেন।"

মনে মনে আয়শা (রাঃ)-এর খুব রাগ হলো, তিনি খুব দুঃখও পেলেন। "আল্লাহ্র নামে কসম করছি, এই ঘটনা সত্য নয়।" তিনি তাঁর মায়ের দিকে তাকালেন। বললেন, "আপনার কি কিছুই বলার নেই? আমার বিপদ নিবারণে কি আপনি ইচ্ছুক নন?" তাঁর মা চুপ করে রইলেন। কেবল বিরামহীন চোখের অশ্রুতে মহানবীর কাছে তাঁর অন্তরের অব্যক্ত কথার প্রকাশ ঘটালেন। আয়শা (রাঃ) পুনরায় মুহাম্মদ (স.)-এর দিকে ফিরলেন। তিনি তাঁর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে অঝরে কাঁদলেন।

তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহ্র নবী, আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোন সন্দেহ বা রাগ থাকুক এটা আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমার এমন কোন ক্ষমতা নেই যার মাধ্যমে আমি লোকের কথায় আপনার মনে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তা দূর করতে পারি। কিন্তু আপনি ত আল্লাহ্র নবী। সুতরাং অন্য যে কারও চেয়ে আপনার পক্ষে প্রকৃত ঘটনা ভালভাবে জানার কথা। ওহে আল্লাহ্র নবী, আমি এমনই সামান্য যে, আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হওয়ার বা আমার নাম কুরআনে উল্লেখ হোক এটা আশা করতে পারি না। আমি এর জন্য খুবই সামান্য, ছোট এবং ক্ষমতাহীন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করে দেন। ফলে আপনি জানতে পারবেন আমি কোন অপরাধ করেছি কিনা।"

অতঃপর তিনি তাঁর মুখ আকাশের দিকে ফিরালেন এবং কামরার ছাদের দিকে দুহাত তুললেনঃ "ওহে আল্লাহ্, আপনি প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক ও অন্তরের সব কথাই, সব গোপন কথা ও বিষয় আপনার জানা আছে। ওহে আল্লাহ্, আপনি স্বপ্ন বা ওহীর মাধ্যমে মহানবীর কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দিন। আমার অপরাধ বা নির্দোষিতা যা-ই হোক না কেন তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দিন। আমি আপনার নবীর ক্রোধ আর সহ্য করতে পারছি না।"

মহানবী এই দৃশ্যে গভীরভাবে বিচলিত হলেন। ওহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে সব সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই ধরনের অপ্রতিভ ও মোহাবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘামতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর ঢিলা পোশাক মাথার ওপর ধরলেন এবং গভীরভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। আয়শা (রাঃ)-এর মুখমণ্ডলে তখনও চোখের পানির ফোঁটা হীরার মত জ্বল জ্বল করছিল। তিনি তাঁর মাকে বললেন, "এটা মহানবীর ওহী প্রাপ্তির অবস্থা।" পুনরায় তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "ওহে আল্লাহ্, যে ঘটনা ঘটেছে তা আপনার নবীর কাছে স্পষ্ট করে দিন।"

আয়শা (রাঃ) ও তাঁর মা উভয়ে ক্রন্দন করলেন। আবূ বকর (রাঃ) তাঁর পরিবারের সদস্যদের দিকে এবং মহানবীর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। মহানবী তখনও তাঁর জামার নীচে ওহী প্রাপ্ত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ মুহাম্মদ (সঃ) উঠে বসলেন এবং তাঁর মুখের ওপর থেকে জামা সরিয়ে দিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছিল এবং তিনি তাঁর জামা দিয়ে কয়েকবার মুছলেন। অতঃপর তিনি দৃঢ় ও কম্পিত স্বরে আবৃত্তি করলেঃ

"যারা এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একদল, এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য মঙ্গলস্বরূপ। তাদের প্রত্যেকে স্বীয় পাপের উচিত শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যে যে ঐ কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। যখন তোমরা এটা শুনেছিলে, তখন তোমরা ঈমানদার নর-নারীগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা মনে করলে না এবং বললে না যে, ইহা ত স্পষ্ট অপবাদ? এই মিথ্যাবাদীরা এর জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না কেন? যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট তারাই মিথ্যাবাদী হলো।" (কুরআন ২৪ ঃ ১১-১৩)

আয়শা (রাঃ) ও তাঁর মায়ের চোখে আনন্দের বারতা বয়ে গেল। আয়শা (রাঃ) মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাটুতে চুম্বন দিলেন এবং তার ওপর নিজের চোখ ঘসতে লাগলেন। মুহাম্মদ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন, "তিনজন প্রধান অপরাধীকে বেত্রাঘাত করুন। যারা সচ্চরিত্র মহিলাকে মিথ্যাভাবে দোষারোপ করে তাদের এই শাস্তি হওয়া উচিত। বিশ্বাসীগণকে মসজিদে ডাকুন যেন আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জানিয়ে দিতে পারি কিভাবে মহিলাদের প্রতি আচরণ করতে হয় এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।"

www.pathagar.com

২৮

## বিদ্যুতের ঝলকানিতে দৃষ্ট ছবি

"ওহে মুহাম্মদ, উত্তম সংবাদ, ওহে মুহাম্মদ।"
—আরবদের দলীয় যুদ্ধ সংগীত।

ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আবূ সুফিয়ান মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বক্তব্য রাখে।

"পরবর্তী বছর পর্যন্ত আমাদের সংঘর্ষ মুলতবী রাখা হোক। ঐ সময় আমরা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আবার আসব।" নির্দিষ্ট সময়ে মুহাম্মদ (সঃ) তের'শ লোক নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন, কিন্তু কুরাইশ বাহিনীর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। মনে হলো যে, দুর্ভিক্ষের কারণে পৌত্তলিকরা যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে নাই। ফলে মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ফিরে এলেন এবং পুনরায় য়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। এবার তারা তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। মুহাম্মদ (সঃ) সব সময় ঘরের শত্রু য়াহুদী ও বাইরের শত্রু কুরাইশদের নিয়ে বিব্রত থাকতেন। মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যার জন্য য়াহুদী নাদির গোত্রের লোকেরা যে ষড়যন্ত্র করে তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মদ (স.) সাধারণত যে ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন সেই ঘরের ছাদের ওপর তারা বসে থাকবে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর একটা বড় পাথর নিক্ষেপ করবে। তিনি ওহীর মাধ্যমে বা ষড়যন্ত্রকারীদের একজনের প্রতারণামূলক কাজের ফলে এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। ফলে তিনি যে ঘরের ছাদ থেকে পাথর নিক্ষেপের কথা ছিল সেই ঘর তথা সালাম বিন হাকিকের ঘর এক দিকে রেখে অন্য পথ দিয়ে অতিক্রম করেন।

তিনি তাঁর অনুসারীগণকে বললেন, "তাদের এই পরিকল্পনার কথা আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন।" অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ (সঃ) নাদির গোত্রের লোকদের বাড়ি ও

www.pathagar.com

দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সাহায্য প্রার্থনা করলেও ছয়দিন পর্যন্ত তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসে নাই। অবশেষে তারা শান্তির পথ অনুসরণ করে মহানবীর সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। শান্তির লক্ষ্যে মুহাম্মদ (সঃ) তাদের ওপর একটি মাত্র শর্ত আরোপ করেন। তা হলো, তারা মদীনা ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যাবে। এই শর্ত তাদের জন্য অত্যন্ত কঠোর হলেও এটা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। মদীনা ত্যাগ করার জন্য মহানবী যে সময় সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা অতিক্রান্ত হলে বহু মুসলমান ও অ-মুসলমান তাদের প্রত্যাবর্তন দেখার জন্য নাদির পাড়ায় এসে জমায়েত হয়। তারা তাদের ঘরের সব জিনিসপত্র এমনকি ঘরের জানালা-দরজা খুলে উটের পিঠে তোলে। তারা ঘরের ছাদও ভেঙ্গে ফেলে, যেন তা মুসলমানরা ব্যবহার করতে না পারে। মহানবী তাদের জন্য এমন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেন তারা তাদের ইচ্ছামত সব কিছুই নিয়ে যেতে পারে। ফলে তারা ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে উট বোঝাই করে। শুধুমাত্র একটা জিনিসই তারা সাথে করে নিয়ে যেতে পারে নাই, তা হলো অস্ত্র।

পঞ্চাশটি বর্ম ও তিনশ' চল্লিশটি তরবারি তারা রেখে যায়। উটের বহর যাত্রা শুরু করলে তাদের মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করে। তারা এটা বুঝাতে চাইল যে, তারা দুঃখিত বা অপদস্থ হয় নাই। গৃহগুলি খালি করার সময় সৃষ্ট গোলমাল ও কোলাহলের মধ্যে অবরোধ সৃষ্টিকারী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর মধ্য থেকে একজন কুরআন পাঠকের কণ্ঠ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। লোকটি কি বলছে তা শুনার জন্য য়াহুদী গায়ক ও বাদ্যদল নীরব হয়ে গেল।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র বাহিনী হতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক থেকে আসল যা ছিল তাদের ধারণাতীত। এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। বিশ্বাসীদের নিয়ে তারা নিজেদের বাড়িঘর নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল;

www.pathagar.com

অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'
(কুরআন ৫৯ঃ ১-২)

কুরআন পাঠকের কণ্ঠ থেমে গেলেও কোন শব্দ শুনা গেল না। গায়ক ও বাদ্যদলও নীরব রইল। য়াহুদীদের উটের বহর যাত্রা শুরু করল। ঘরগুলি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলে মহানবী মুসলমান হিজরতকারীদের দিকে ফিরে বললেন, "য়াহুদীদের জমি গ্রহণ কর এবং তাতে চাষাবাদ কর। কিন্তু উৎপাদিত শস্যের একটি অংশ গরীব ও দুঃস্থদের প্রদান করবে।"

নাদির গোত্রের য়াহুদীরা মদীনা ত্যাগ করার সময় ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা চুপ করে বসে থাকল না। তারা মক্কায় তাদের নেতৃবর্গকে পাঠাল। তারা সেখানে আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে বলল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে। এখনই যদি তারা একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠনে তৎপর না হয় তাহলে মুহাম্মদ (সঃ) শীঘ্রই সব স্থানের এবং সকলের প্রভু হয়ে যাবে। ফলে আবূ সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ য়াহুদীদের উপস্থিতি এবং তাদের প্রভূত সম্পদের সুযোগ নিয়ে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে তৎপর হলো। নির্দিষ্ট সময়ে মক্কার অধিবাসীরা এমন একটা বৃহৎ শক্তিশালী বাহিনীকে মক্কা ত্যাগ করতে দেখল যা আরবরা পূর্বে কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই। বিভিন্ন গোত্র থেকে দশ হাজার লোক বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হলো এবং তারা অগ্রাভিযানের জন্য প্রস্তুত হলো। শহরের বাইরে তারা তাঁবু খাটাল এবং নিজেরাই সেখানে একটা শহর বানালো। নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সময়ে আবূ সুফিয়ানের অনুপস্থিতির কারণ দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন কারণও নয়। এর কারণ ছিল একটা বড় বাহিনী গড়ে তোলা যার উদ্দেশ্য ছিল, আবূ সুফিয়ানের কথায়, 'ইসলাম ও মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশেষে যুদ্ধ' পরিচালনা করা। যাহুদী ও আরবের অন্যান্য গোত্রের একটা সামরিক জোট গড়ে তুলতেও সে সক্ষম হয়। একদিকে সে য়াহুদীদের সাথে চুক্তি করে যে তারা প্রয়োজনীয় খরচ ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করবে এবং অন্যদিকে সে বদর প্রান্তরের আশে পাশের উপজাতি ও গোত্রগুলিকে তাদের যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। আশ্‌জা ও মুরা গোত্রদ্বয় চারশ' যোদ্ধাকে পাঠায়। ফারাজা গোত্র এক হাজার উটসহ একটা বাহিনী প্রেরণ করে। সুলাইম গোত্র পাঠায় সাতশ' লোক এবং সা'দ ও আসাদ উপজাতি তাদের

www.pathagar.com

সাধ্যমত লোক প্রেরণ করে। কুরাইশরা সজ্জিত করে চার হাজার যোদ্ধা, তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পাঁচশ' উটের এক বাহিনী। এ ভাবে কুরাইশ ও তাদের মৈত্রী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে। এ ধরনের সর্ব বৃহৎ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী হেযায পূর্বে আর প্রত্যক্ষ করে নাই।

আবূ সুফিয়ান নিজেই এই বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক। মোট বাহিনীকে সে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে হিজরী সালের পঞ্চদশ বছরের শাউয়াল মাসে য়াছরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া এড়ানোর জন্য সে স্থির করে যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন পালাক্রমে বিভিন্ন গোত্র নেতৃত্ব দেবে। খুজ'আ গোত্রের একজন লোক এই বিরাট বাহিনীর আগমন সম্পর্কে মুহাম্মদ (সঃ)-কে অবহিত করে। তিনি অবিলম্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-গণের এক বৈঠক আহবান করেন এবং তাঁদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের চেয়ে কয়েক গুণ বড় একটা বাহিনীকে বাইরে গিয়ে মরুভূমিতে বাধা দেওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা এবার শহরে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নেতৃত্বে গঠিত সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করে নাই। মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিশ্বস্ত বন্ধু সালমান ফারসী (রাঃ)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবটি ছিল শহরের চারপাশে পাঁচ ফুট গভীর এবং দশ ফুট চওড়া পরিখা খননের। পরিখার ধার বরাবর সামান্য দূরত্বে একাধিক পাহারাদার দল নিয়োগ করা হবে। ফলে কোন একটি স্থানে শত্রুরা আক্রমণ করলে তাদেরকে পাকড়াও করা যাবে। সালমান (রাঃ)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিনই তিন হাজার মুসলিম সৈন্য একযোগে শহরের চার ধারে পরিখা খননের কাজ শুরু করল।

এ সময় শহরটির অবস্থান ছিল নিম্নরূপঃ শহরের তিন দিক ছিল খেজুর বাগান এবং একদিক ছিল খোলা। মুসলমানরা শহরের পরিধিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি দশজন লোককে চল্লিশ মিটার দূরত্ব স্থানের পরিখা খননের ভার দেয়। পরিখা শুরু হয় বাথা-র বন্যাপ্লাবিত এলাকার পশ্চিম পাশ থেকে এবং তা পূর্বাংশে মুসাল্লা-আল-ঈদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সেখান থেকে বিজয় মসজিদ এবং অতঃপর পূর্বাংশের বন্যাপ্লাবিত এলাকায় অবস্থিত ছোট দুটা পাহাড় পর্যন্ত পরিখা সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

হয়। সূর্য তখনও উঠে নাই। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস আরববাসীর হাত ও আঙ্গুলে এসে লাগছে। মুখে উৎসাহের গান এবং অন্তরে উষ্ণ ও প্রগাঢ় ঈমান নিয়ে তিন হাজার মুসলমান সৈন্য কাজে লেগে গেল। প্রত্যেক দলেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। কেউ কেউ কোদাল দিয়ে মাটি খনন করছে, কেউ তা ঝুঁড়িতে ভরছে এবং কেউ তা দূরে ফেলে দিয়ে আসছে। মহানবীর গায়ে ছিল একটা ছিন্ন জামা। এর মধ্য দিয়ে তাঁর বুকের সাদা লোম দেখা যাচ্ছিল। পরিখা থেকে যারা মাটি দূরে নিয়ে ফেলছিল তাদের কয়েক জনের সাথে তিনি কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর কাঁধে করে মাটির ঝুঁড়ি বহন করছিলেন। সূর্য ওঠার আগে থেকে সূর্য ডোবার পর পর্যন্ত কর্তব্যে কঠোর এই লোকগুলি একটানা কাজ করে যাচ্ছিল। পরিখা চার ফুট গভীর হলেও সালমান (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে তা অবশ্যই পাঁচ ফুট গভীর হতে হবে। সালমান (রাঃ) একটা কোদাল হাতে মহানবীর পাশেই কাজ করছিলেন। হিজরতকারী ও সাহায্যকারীরা প্রত্যেকেই সালমান (রাঃ)-কে আহবান করে তাদের সাথে কাজ করার জন্য। কিন্তু মহানবী তাঁকে তাঁর পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "সালমান আমাদের এবং আমাদের পরিবারেরই একজন।"

পরিখা খননকারী একজন আরববাসী তার কোদাল দিয়ে একটা বড় সাদা পাথরের ওপর আঘাত করে। পাথরের কতটুকু অংশ সে ভেঙ্গে ফেলেছে এবং কিছু অংশে ফাটল ধরিয়েছে। কিন্তু সে তা ওপরে তুলতে পারছিল না। লোকটি মহানবীর কাছে গিয়ে বলল যে, তারা একটা বড় সাদা পাথরের সন্ধান পেয়েছে এবং শত চেষ্টা করেও তারা তা উঠাতে পারছে না। মহানবী ও সালমান পাথরখানা দেখতে গেলেন। মহানবী সালমানের কোদাল নিয়ে 'আল্লাহ মহান' বলে পাথরের ওপর প্রথম আঘাত করলেন। পাথর ও লোহার আঘাতের ঝনঝনানি শব্দ শুনা গেল এবং আগুনের ফুলকি ঝরল। আরও দুবার আঘাত করার পর পাথরখানা ভেঙ্গে গেল। 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান' শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো। সালমান (রাঃ) মহানবীর কানে কানে কিছু বললে তিনি হেসে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সালমান যা দেখেছে, তোমরা কি তা দেখেছ? আমি যখন প্রথম আঘাত করি তখন এর থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে এবং আমি হিরা ও তেসিফোনের রাজপ্রাসাদের ছবি দেখতে পাই। এর ওপর ফাঁকবিশিষ্ট বুরুজগুলি দেখা যাচ্ছিল গুলি চালাবার জন্য অট্টালিকার

www.pathagar.com

ওপর নির্মিত ফোকরা বিশিষ্ট পাথরের প্রাচীরের মত। এভাবেই জিবরাঈল আমাকে শুভ সংবাদ দেয় যে, আমার লোকজন তাদের ওপর জয়ী হবে। আমি যখন দ্বিতীয়বার আঘাত করি, তখন আগুনের ফুলকির মধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপলের লাল রাজপ্রাসাদ দেখতে পাই। তৃতীয় আঘাতের সময় দেখতে পাই ইয়েমেনের মা'না শহর। এভাবে জিবরাঈল আমাকে শুভ সংবাদ দেয় যে, আমার লোকজন তাদের সবার ওপর জয়ী হবে।"

মুহাম্মদ (সঃ)-র কাছ থেকে একথা শুনার পর সব লোক একযোগে পুনরায় পরিখা খননের কাজে যোগ দেয় এবং একসংগে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেঃ

"ওহে মুহাম্মদ শুভ সংবাদ, ওহে মুহাম্মদ (সঃ)।"

www.pathagar.com

## ২৯

## অদৃশ্য সৈন্যদল

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।"

—কুরআন ৩৩ঃ ৯

কুরাইশ ও তাদের মিত্র শক্তির দশ হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী মদীনার প্রায় তিন মাইল দূরে এসে উপস্থিত হলো। তারা সীমাহীন বিরাট পরিখা দেখে থমকে দাঁড়াল। তারা পরিখার ধারে তাদের তাঁবু খাটাতে বাধ্য হলো। মুহাম্মদ (সঃ)-এর লোকজন সালা' পাহাড়ের বিপরীত দিকে ঢালু স্থানে তাঁবু খাটাল। বিরাট এই বাহিনীর তুলনায় তাঁদেরকে অত্যন্ত নগণ্য মনে হলো। কিন্তু তাদের কাছে পরিখা ছিল সমগ্র বিশ্বের শক্তির সমান। এই প্রথমবারের মত আরবরা এই ধরনের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করল। এর গভীরতা ছিল পাঁচ ফুট এবং এর পেছনে বাঁধ ছিল ঠিক খাড়া হয়ে। প্রতি কয়েক শ ফুট পর পর ছিল দক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীর পাহারা যেন কেউ পরিখা অতিক্রম করতে না পারে।

পরিখা থেকে বেশ দূরে কুরাইশ বাহিনী বেশ কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করল। কিন্তু পদাতিক বা অশ্বারোহী কোন দলই পরিখা অতিক্রম করতে পারল না। অবশেষে আমর বিন আবদুদ এই বাধা অতিক্রম করতে মনস্থ করল। হেযায ও নযদ্ এলাকার দ্রুতগামী ও সাহসী ঘোড়ার গোত্রের একটি কালো ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সে পরিখা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিল। আবূ সুফিয়ানের কাছে একথা বলার পর দিন সে ঘোড়ায় আরোহণ করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হলো। পুরো বাহিনীর সৈন্যরা তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রথমে আস্তে আস্তে এবং পরে বেশ দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটল পরিখার দিকে। আমর মাথা নীচু করে ঘোড়ার ঘাড়ের সাথে মিশিয়ে রাখল।

www.pathagar.com

পরিখার কাছে আসার পর আমর তার পায়ের গোঁড়ালী দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করল এবং জোরে চীৎকার করে উঠল। পাখীর মত ঘোড়াটি বাতাসে ভর করে পরিখা অতিক্রম করে গেল। পরিখার অপর পারে অবতরণ করার পর ঘোড়াটি লাফাতে লাগল এবং আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদের মধ্য থেকে বিজয় ধ্বনি উচ্চারিত হলো। অতঃপর আমর ঘোড়ায় চড়ে সরাসরি মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর নিকবর্তী হলে সবাই চীৎকার করে উঠল, "এর নাম আমর, আরববাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি।"

মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আমর উচ্চস্বরে বলল, "আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত আছে?"

কিছুক্ষণের জন্য মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীতে নীরবতা বিরাজ করল। অতঃপর আলী (রাঃ) কয়েক কদম এগিয়ে এসে মহানবীকে বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আমি তার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "একটু অপেক্ষা কর। এর নাম আমর বিন আবদুদ।"

আমর তার ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে দম্ভ প্রকাশ করল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহবান জানাল। আলী (রাঃ) মহানবীকে পুনরায় অনুরোধ জানালেন। অবশেষে তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত পেলেন। মহানবী আলী (রাঃ)-কে নিজের বর্ম দ্বারা সজ্জিত করে দিলেন। তিনি তাঁর নিজের তরবারি 'জুলফিকার' তাঁকে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখ এবং যাও।"

আলী (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পর মহানবী আকাশের দিকে দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন, "ওহে আল্লাহ, বদর যুদ্ধের দিন তুমি আমার কাছ থেকে উবায়দা (রাঃ)-কে নিয়ে গেছ, ওহুদ যুদ্ধের সময় তুমি আমার কাছ থেকে হামজা (রাঃ)-কে নিয়ে গেছ। এখন আমার দীনী ভাই ও চাচাত ভাই তোমার ধর্মের মহত্ব ও শক্তিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে। তাকে তুমি আমার কাছ থেকে নিও না, তাকে তুমি একা ছেড়ে দিও না।"

আল্লাহ মহানবীর প্রার্থনার জবাব দিলেন। আলী (রাঃ) এই সাহসী শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাজিত করলেন। এরপর বিরাট এই বাহিনী বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়তে লাগল। গাতাফান গোত্র ও কুরাইশদের মধ্যে নুয়াইম শত্রুতা বাধিয়ে দিল, আবূ সুফিয়ানের বাহিনীতে ক্লান্তি ও হতাশা দেখা দিল, হঠাৎ ঝড় ও ধূলি ঝড়ে বাতাস ধূলায় পূর্ণ হলো এবং প্রবল জোরে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হলো। সর্বোপরি কুরাইশ

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্র বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মনে ভয়, হতাশা, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠল।

সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশই মক্কা ফিরে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন সকালে আবূ সুফিয়ান তার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কমাণ্ডারদের স্বীয় তাঁবুতে' ডেকে পাঠাল। তাদের উদ্দেশ্যে সে বলল, "আমরা আর বেশী কিছু সহ্য করতে পারছি না। এই স্থানে আর বেশী দিন অবস্থান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ঘোড়া ও মানুষগুলি অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। য়াহুদীরা আমাদের সাথে প্রতারণা করে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করেছে। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, অব্যাহত বৃষ্টি বন্যার সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের আগুন নিবে গেছে। প্রচণ্ড বায়ুতে আমাদের তাঁবু ছিঁড়ে গেছে। সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিবাদ জোরদার হয়েছে। সব কিছু গুটিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।"

পরদিন সকালেই আবূ সুফিয়ানের বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

বিরাট কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদপসারণের এটা ছিল বাহ্যিক দিক। অপার্থিব বিষয়গুলিও উভয় বাহিনীর মনোবলের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়গুলি মানুষের চিন্তা, আশা-আকাংখা প্রজ্ঞা বা মূর্খতার ওপর গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং উভয় বাহিনীর সৈন্যদের মনেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানুষের দৈহিক অবস্থানের পশ্চাতে স্বপ্ন, চিন্তা, বিশ্বাস, আশা-নিরাশা মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে তা বুঝার চেষ্টা করলে এই ঘটনার প্রেক্ষিত অনুধাবন করা সহজতর হবে।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাহিনীতে যে সব লোক ছিল তাদের কিয়ামত ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল অনমনীয়। তারা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত। তারা দিনরাত কাজ করেছে, যুদ্ধ করেছে। রাতে যখন তারা ঘুমিয়েছে তখন তারা কিয়ামত, বেহেশত এবং চূড়ান্ত পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় স্বপ্নে দেখেছে। তারা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী ছিল যে, তারা যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, আল্লাহ তখন তাদেরকে পরজগতে সাদরে গ্রহণ করবেন। পরজগতে আল্লাহ হবেন তাদের মেজবান এবং তাঁরা বেহেশতের সুন্দর প্রাসাদে স্থায়ীভাবে বাস করবে। এই বেহেশতের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে আছে এবং মহানবীও তাদেরকে বলেছেন।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ)-এর অন্তরঙ্গ সাহাবীগণও সুশোভিত বেহেশতের বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন যে, এই বেহেশত ও অভ্যর্থনারত মেজবান তাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ানের বাহিনী এবং হেযায ও নযদ্-এর বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যদের আশা-আকাংখা কেন্দ্রীভূত ছিল এই দুনিয়ার লাভ ও ক্ষতি। কি ধরনের লাভ বা ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ধ্যান ধারণা ছিল। কিন্তু তারা শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর শুধু দৃশ্যমান বাহিনী নয়, বায়ূ ও ঝঞ্ঝার মত অদৃশ্য বাহিনীও তাঁর আছে এবং তারা মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে। তাদের আশা-আকাংখা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে বলে তারা বুঝতে পারে। তারা যত শীঘ্র সম্ভব মরুভূমির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বায়ূ ও ঝড় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে।

ফলে আবূ সুফিয়ানের বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। কুরাইশ ও মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের এই মনোভাব বুঝতে পেরে আবূ সুফিয়ান তার বাহিনীকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে।

www.pathagar.com

## আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছ থেকে পারস্যের সম্রাটের কাছে

"ন্যায় পথের অনুসারীকে অভিনন্দন।"

—মুহাম্মদ (স.)

পরিখা যুদ্ধ থেকে বিরাট বাহিনীর মক্কায় প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী পর্যায়ে মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের দলত্যাগ মদীনা ও মক্কায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা বর্ণনার অতীত। মদীনার জনগণ ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে ওঠে। অপরদিকে মক্কার জনগণ তাদের নিজেদের শাসনকর্তাদের নৈতিক ও বাহ্যিক দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হয়। প্রত্যেকে নিশ্চিত হয় যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কুরাইশরা আর কখনও এমন বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে না।

মদীনায় ফিরে আসার পর মুসলমানরা তাঁদের অবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আরও পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। পরিখা যুদ্ধের ফল তাদের অনুকূলে যায়। মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ কুরাইজা গোত্রের য়াহুদীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সামরিক বাহিনীর সাফল্যজনিত সুযোগকে মহানবী আরব সম্প্রদায়কে সুসংহত করার এবং বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে পরিবারভিত্তিক সম্প্রদায়ের কাঠামো প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করেন।

এসব বিষয় সম্পর্কে আরবে প্রথা ও আইন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) একটা স্পষ্ট ও সুষ্ঠু এবং ধর্মীয় নীতির আলোকে এসব বিষয়কে ভিত্তিশীল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তিনি সব ধরনের বাড়াবাড়ি বা চরম পন্থা পরিহার করতে চান। ইসলাম-পূর্ব মূর্খতার যুগে পুরুষ ও মহিলা, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সম্পর্কের ভিত্তি ছিল যৌনমূলক

www.pathagar.com

এবং এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাধুর্যপূর্ণ নৈতিক ও অপার্থিব বিষয় সংযুক্ত ছিল না। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধের দিনে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ শত্রুকে মোকাবিলাকারী সৈন্যদের আরব মহিলাদের সাথে আলিঙ্গনের অঙ্গীকার করেছিল এবং এভাবে তারা পুরস্কৃতও হয়েছিল। কতিপয় গোত্রের দৃষ্টিতে ব্যাভিচারকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হত না। কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা তাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করত। ফলে সন্তানের মা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী লোকদের কাছে যেত এবং সন্তানের চেহারার সাথে সাদৃশ্য আছে এমন লোকই তার পিতা বলে ধরে নিত। কোন লোক তার গৃহে কতজন মহিলা ও মহিলা ভৃত্য রাখবে তার কোন সীমা ছিল না এবং এসব স্ত্রী ও মহিলা ভৃত্যের আচরণের ওপর বাধা-নিষেধ ছিল না। একথা সুবিদিত যে, অন্যান্য পুরুষের সাথে হিন্দের সব ধরনের সম্পর্ক ছিল।

মহানবী প্রথমেই পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটান। অতঃপর বহুবিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। একজন লোক সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে। শুধু তাই নয়, বহুবিবাহের ক্ষেত্রে তিনি আরও একটি শর্ত আরোপ করেন। নীতি হলো যে, প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে। এমন শর্ত বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব নয়। "তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার, আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।" (কুরআন ৪ঃ৩) এভাবে মহানবী মহিলাদের মর্যাদা উন্নত করার এবং তাদের মৌলিক ও স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

হিজরী সালের ষষ্ঠ বছরে হজ্জের সময় উপস্থিত হলো।

মহানবী বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুসারীরা মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করতে খুবই আগ্রহী। তিনি তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এবং মসজিদে মুসলমানদের এক জমায়েতে তিনি তাঁর এক স্বপ্নের কথা তাঁদেরকে বললেন।

"অতি শীঘ্র মুসলমানরা পবিত্র কা'বা ঘরে নিরাপদে প্রবেশ করবে।"

অনতিবিলম্বে মদীনা শহরের চারপাশে একজন ঘোষক পাঠানো হলো। যে সব মুসলমান মক্কায় হজ্জ করার জন্য যেতে আগ্রহী তাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানানো হলো। মহানবী নিজেও তাঁদের সঙ্গী হলেন।

www.pathagar.com

তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অন্যান্য গোত্রকেও অনুরোধ জানানো হলো। এভাবে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো চৌদ্দশ'। কুরবানী করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সত্তরটি উট সাথে করে নিলেন এবং ক্ষুদ্রতর হজ্জ সম্পন্ন করার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই বিশেষ পোশাক পরিধান করলেন। ফলে কুরাইশরা যেন বুঝতে পারে যে, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হজ্জ করা এবং তাঁদের কোন আক্রমণাত্মক বা শত্রুতামূলক ইচ্ছা নেই। অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ)-এর উটের বহর মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করল জাকজমকের সাথে। যুল হুলায়ফায় এসে তাঁরা থামলেন এবং হজ্জের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করলেন। কুরাইশরা যখন জানতে পারল যে, মহানবী ও তাঁর অনুসারীরা হজ্জ করার জন্য আসছে তখন তারা ধরে নিল যে, মক্কায় অনুপ্রবেশের জন্য এটা তাঁর একটা কৌশল। ফলে তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দু'শ অশ্বারোহীর একটা দল মুহাম্মদ (সঃ)-কে বাঁধা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিল। এই বাহিনী ঝুটায়ী নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করল। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কণ্টকর ও অগম্য পথ ধরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছালেন। এই স্থানে মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরাইশদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে। মাঝে মাঝে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে যায় এবং মাঝে মাঝে তারা সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। অবশেষে হুদায়বিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা এ বছর মক্কায় প্রবেশ করবে না এবং পরবর্তী বছর হজ্জের সময় তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। একমাত্র তরবারি ছাড়া তাঁরা অন্য কোন অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। এই চুক্তি অনুযায়ী দুই বা দশ বছরের জন্য শান্তি নিশ্চিত করা হয়। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটা বড় বিজয়।

অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে আসার পর ইসলাম প্রচারে তিনি আরও বেশী মনোযোগী হলেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ধর্মপ্রচারক দল প্রেরণ করা হলো। রোমের সম্রাট, পারস্যের সম্রাট, মিসরের শাসনকর্তা, আবিসিনিয়ার রাজা, ইনান গোত্রের হারিছ, হীরার গাসানীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা এবং ইয়ামনের গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রতিনিধি পাঠানো হলো।

প্রত্যেক প্রতিনিধিই মহানবীর একটা পত্র বহন করে নিয়ে গেলেন। পারস্যের সম্রাটের কাছে লিখিত পত্র ছিল নিম্নরূপঃ

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছ থেকে পারস্যের মহান সম্রাটের নিকট। যারা ন্যায়পথের অনুসারী,

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নবী ও দাস, তাদেরকে অভিনন্দন। আমি আপনাকে এই স্বর্গীয় আহবান পৌঁছিয়ে দিলাম। আমি আল্লাহ্র নবী। জীবিত লোকদের জন্য আমি ভয় ও আশার বাণী বহন করে এনেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন এবং নিজেকে বাঁচান। আপনি যদি আল্লাহ্র আহবান প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আপনার পিতার পাপও আপনার মাথায় পড়বে।"

পারস্যের রাজপ্রাসাদে এই পত্র বহন করে নিয়ে যান আবদুল্লাহ বিন হুজায়ফা (রাঃ)। সম্রাটের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে তিনি তাঁর হাতে এই পত্র হস্তান্তর করেন। পত্রের প্রথম বাক্যটি সম্রাটকে অনুবাদ করে শুনানো হলে তিনি এজন্য বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, তাঁর নামের পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রোধে চীৎকার করে তিনি পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলেন এবং পত্রের বাকী অংশ শুনতেও অস্বীকার করেন। পত্রবাহককে অবিলম্বে বের করে দেওয়া হয় এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মহানবীর কাছে তিনি যখন সব কথা খুলে বলেন তখন মুহাম্মদ (সঃ) আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বললেন, "ওহে আল্লাহ্, সে আমার পত্র ছিঁড়ে ফেলেছে, তুমি তার সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।" মহানবী আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন বলে কথিত আছে যে, সম্রাট তার নিজের পুত্রের হাতেই মৃত্যুবরণ করবে।

মহানবী ও তাঁর অনুসারীদের এই অব্যাহত তৎপরতা খায়বর যুদ্ধে চরম সফলতা বয়ে আনে। তাদের বিজয়ের মূলে ছিল আলী (রাঃ)-এর অসীম সাহস। ফদক-এর য়াহুদীরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যুদ্ধ ছাড়াই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। হুদায়বিয়া চুক্তির পর একটি বছর কেটে গেল। এই চুক্তির ফলেই মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীগণের মক্কায় আসার সুযোগ হয় এবং তাঁরা হজ্জ করেন।

হজ্জ করার জন্য মুসলমানরা প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। হিজরতকারী মুসলমানরা তাঁদের শহরকে দেখার জন্যও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। গত সাত বছর ধরে তাঁরা এই শহরকে দেখতে পারেন নাই। এ সময় মুহাম্মদ (সঃ) দুই হাজার লোক নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাঁর আগমনের দিন কুরাইশ প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা মক্কার চারপাশের পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নিল এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে তারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর উটের বহরকে শহরে প্রবেশ করতে দেখল। মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সঃ)-এর উট পরিচালনা করছিলেন আবদুল্লাহ বিন রুয়াহা (রাঃ) এবং তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর প্রধান সাহাবীগণ। তাঁরা সবাই উচ্চারণ করলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।" অতঃপর তাঁরা কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তওয়াফ করলেন। মহানবী তিনি দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করলেন। আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ইবাদতের মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ঘোষণা করলেন।

মক্কা থেকে হিজরতকারীরা পুনরায় তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আনন্দিত হলেন। মদীনার সাহায্যকারী বন্ধুদের নিয়ে তাঁরা মক্কার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে গেলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই তিন দিন মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা শহরের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। শহরে কি ঘটছে তা তারা নিকটবর্তী পাহাড়ের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করে। দুই বছর পর এই শহরে কি ঘটবে তা কেউ কল্পনা করতে পারল না। মুহাম্মদ (সঃ)-এর মক্কায় তিন দিন অবস্থানের সময় বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কুরাইশদের খ্যাতনামা সামরিক কমাণ্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ।

মক্কায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের দিন থেকে এই লোকটি পাহাড়ের ওপর থেকে মুসলমানদের উটের বহরের প্রত্যেকটি কাজ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিলেন। তাদের অবস্থান কালে তিনি বেশ কয়েকবার মুসলমান যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হন। নির্দিষ্ট দিনে মুসলমানরা শহর ত্যাগ করেন। কুরাইশরাও তাদের গৃহে ফিরে আসে। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল গত তিন দিনে তাদের লোকদের ইসলাম গ্রহণ, মুসলমানদের আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম, ইবাদত, আযান এবং ইসলাম ধর্মের অন্যান্য মৌলিক নীতি।

খালিদ (রাঃ) তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বললেন, "কোন বিবেকবান লোকের কাছে এটা স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (সঃ) যাদুকর বা কবি নন। তাঁর কথাগুলি স্পষ্টই আল্লাহ্‌র কথা এবং যে-কোন জ্ঞানী লোকই তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য।"

অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এ ধরনের ছোট বড় অনেক ঘটনা, তা সে ভাগ্যের ব্যাপার বা মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হোক না কেন, মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে চূড়ান্ত বিজয়ের চাবি এনে দেয়। কারণ দু বছর পর দশ হাজার মুসলমান বাহিনীর হাতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

৩১

## তোমার ওপর কে প্রভুত্ব করবে ?

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য, সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যার পরহেযগারী ও সংযম সবচেয়ে বেশী।"

—মুহাম্মদ (সঃ)

অবশেষে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার সময় এলো। কুরাইশদের বিধি-ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটত পৌত্তলিক চিন্তা-ধারার মাধ্যমে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর পতাকা মাথায় করে দশ হাজার মুসলমানের একটি শক্তি-শালী বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইসলামের এই বিরাট বাহিনীকে সব বাধা-বিপত্তি জয় করতে হয়, আল্লাহ্‌র শহরকে এবং আল্লাহ্‌র ঘরকে পৌত্তলিকদের হাত থেকে মুক্ত করতে হয়। হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে যা ইসলামের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, খালিদ-বিন-ওয়ালিদ(রাঃ)-এর মত বিভিন্ন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ, সারা আরবে ইসলাম ধর্মের প্রসার, হুদায়বিয়া চুক্তি লংঘন, মহানবীর কাছে খুজা'আ গোত্রের আবেদন এবং এ ধরনের অন্যান্য ঘটনায় পৌত্তলিকদের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, খলিদ-বিন-ওয়ালিদ (রাঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত কমাণ্ডার। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে পারস্য ও রোমান বাহিনীর পতন ঘটে।

ঘটনার অগ্রগতিতে কুরাইশ প্রধানরা ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়ল। শেষে উপায় হিসেবে তারা মক্কা সম্পর্কে মুহাম্মদ( সঃ)-এর অভিপ্রায় জানার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায়। মদীনায় আবু সুফিয়ান সরাসরি তার কন্যা উম্মে হাবিবা(রাঃ)-এর গৃহে যায়। উম্মে হাবিবা (রাঃ) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং এখন তিনি মহানবীর স্ত্রী। উম্মে হাবিবা (রাঃ) তাঁর পিতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

কামরার মাঝখানে আবু সুফিয়ান একটা বসার আসন দেখতে পেয়ে তার ওপর বসতে গেলে উম্মে হাবিবা (রাঃ) তাকে নিষেধ করলেন।

আবু সুফিয়ান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "আমার কন্যা, এর ওপর তুমি আমাকে বসার অনুমতি দিলে না কেন? আসনখানি কি আমার চেয়ে মূল্যবান, না আমি আসনখানির চেয়ে মূল্যবান?"

তার কন্যা উত্তর দিলেন, "এই আসনখানি আল্লাহ্‌র নবীর। একজন পৌত্তলিক হিসেবে আপনাকে আমি এর ওপর বসার অনুমতি দিতে পারি না।"

পরদিন আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেল। বেশ কিছু সময় ধরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে কথা বলেও মক্কা সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা সে উদ্ধার করতে পারল না। মুহাম্মদ (সঃ) তার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর কাছ থেকে অসহায় ও হতাশ হয়ে বিদায় নিল। কিন্তু বাধা-বিপত্তির মুখে উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ হওয়ার মানুষ সে নয়। তাই সে আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে মহানবীর সাথে কথা বলার অনুরোধ জানাল। আবু বকর (রাঃ) তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, এ কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আবু সুফিয়ান উমর (রাঃ)-এর কাছে গেলেও তিনি একই ধরনের উত্তর দেন। তিনি বললেন, "তুমি এটা আশা করতে পার না যে, তোমার জন্য আমি মহানবীর কাছে সুপারিশ করব। আমার যদি উপায় ও সুযোগ থাকত তাহলে আমি তোমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম, এটাই আমার একমাত্র আশা।"

উমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে এই জবাব শুনে আবু সুফিয়ান একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আলী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আলী (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে সে দেখতে পায় যে, সেখানে মহানবীর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁদের শিশু পুত্র হাসান (রাঃ)-ও রয়েছেন।

আবু সুফিয়ান বলল, "আলী (রাঃ), অতীতে আপনি আমার প্রতি আমার লোকদের চেয়েও বেশী সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। আপনার কাছে এখন এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে। আমি আশা করি যে, হতাশ হয়ে ফিরে যাব না। আমি চাই আপনি আমার হয়ে আল্লাহ্‌র নবীর কাছে সুপারিশ করুন।"

উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, "মহানবী যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

www.pathagar.com

অতঃপর আবূ সুফিয়ান ফাতিমা (রাঃ)-এর দিকে ফিরে বলল, "মুহাম্মদ (সঃ)-এর কন্যা, আপনি আপনার পুত্রকে নির্দেশ দিন আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। এ কাজ করলে আপনার পুত্র আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবেন।"

ফাতিমা (রাঃ) উত্তর দিলেন, "আমার পুত্রের আশ্রয় দেওয়ার মত বয়স হয় নাই। তাছাড়া আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে কোন লোক কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"

আবূ সুফিয়ান সব দিক থেকে হতাশ হলো। কিছুক্ষণ ধরে সে মাথা নীচু করে রাখল। অতঃপর সে মাথা তুলে আলী (রাঃ)-কে বলল, "হাসান (রাঃ)-এর পিতা, আমি দেখছি ভাগ্য আমার বিরুদ্ধে এবং আমার এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। আমি কি করব সে ব্যাপারে আপনার উপদেশ ও পরামর্শ কামনা করছি।"

উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার জন্য কোন সমাধান দেখছি না। কিনানা গোত্রের লোকদের মধ্যে আপনার অবস্থান দৃঢ়। আপনার উচিত তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদের আশ্রয় কামনা করা। অতঃপর আপনি আপনার নিজের শহরে ফিরে যাবেন।"

এই প্রস্তাব আবূ সুফিয়ানের পক্ষে অনুকূল মনে হলো। সে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, "ওহে কিনানা গোত্রের লোক, আমি তোমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

তাদের আশ্রয় লাভ করে আবূ সুফিয়ান তার উটের পিঠে আরোহণ করে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। আবূ সুফিয়ানের যাত্রার কিছু পরে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অনুসারীগণকে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র নবীর নির্দেশ পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। মহানবীর নেতৃত্বে ইসলামের বিরাট বাহিনী মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করল। যাত্রার পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে মুনাজাত করলেন, "ওহে আল্লাহ্, কুরাইশদের চোখ ও কান বন্ধ করে দাও যেন তারা আমাদের মক্কায় প্রবেশ প্রত্যক্ষ করতে না পারে।" অতঃপর মহানবী বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে বহু লোক এই বাহিনীর সাথে যোগ দিতে লাগল। মক্কা থেকে একদিনের পথ মাররাজ-জাহরান-এ এসে উপনীত হওয়ার পর বাহিনীর সৈনাসংখ্যা দাঁড়াল দশ হাজার। এক দিন ও এক রাত এখানেই তাঁরা অবস্থান করলেন।

www.pathagar.com

রাতের নিস্তব্ধতা, মানুষের চীৎকার, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও উটের গর্জন ধ্বনিতে ভঙ্গ হলো। রাতের অন্ধকার ভেদ করে আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল। প্রতিটি তাঁবুর সামনে রুটি ছেকার জন্য যে উনুন তৈরী করা হয়েছিল, সেখান থেকেই আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল।

আবূ সুফিয়ান ও কয়েকজন কুরাইশ নেতা মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মদীনাগামী রাস্তায় যাত্রা করেছিল। দূর থেকে তারা মুসলিম বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করল। আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গী বাদিল বিন ওয়ারকার দিকে ফিরে বলল, "আমি মরুভূমিতে এত বেশী অগ্নিশিখা দেখি নাই। ইসলামের এই বাহিনীর মত বড় বাহিনীও দেখি নাই।"

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করল যে তারা পরাজিত হবে। তারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছ থেকে নিরাপদ আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে লাগল। আবূ সুফিয়ান প্রথমে আবুল ফযল নামক এক ব্যক্তিকে তার পক্ষে মহানবীর কাছে পাঠিয়ে তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হলো। মহানবীর সাথে তার সাক্ষাত অনুমোদন করা হলো। আবূ সুফিয়ানের প্রতি মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রথম কথা ছিল, "আপনার জন্য দুঃখ হয় আবূ সুফিয়ান! সময় কি এখনও আসে নাই যখন আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং স্বীকার করবেন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই?"

এই সেই শক্তিশালী আবূ সুফিয়ান যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মিশন শুরু হওয়ার পর থেকে তাঁকে সবদিক থেকে বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তার বয়সের অন্যান্য সবারমত সেও প্রতিপক্ষের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তির কাছে নিজেকে নম্র ও দুর্বল হিসেবে প্রকাশ করল।

সে বলল, "আমার পিতা-মাতা আপনার নামে উৎসর্গীত হোক, আপনি আপনার লোকদের প্রতি কতটা ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং উদার! আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কোন আল্লাহ্ থাকত তাহলে তিনি আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিতেন।"

মহানবী বললেন, "আবূ সুফিয়ান, আমাকে আল্লাহ্র নবী হিসেবে স্বীকার করার সময় কি আপনার এখনও আসেনি?"

আবূ সুফিয়ান উত্তর দিল, "আমার পিতা-মাতা আপনার নামে উৎসর্গীত হোক, আপনি আপনার লোকদের প্রতি কতটা ধৈর্যশীল, দয়ালু

www.pathagar.com

এবং উদ্ধার। কিন্তু, আল্লাহ্‌র কসম এই ব্যাপারে আমার মনে এখনও সন্দেহ আছে।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর মহানবীর চাচা আব্বাস (রাঃ) মহানবীকে একান্তে বললেন, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, আবু সুফিয়ান তার মুখ রক্ষা করতে চায়। এটা উত্তম হয় যদি আপনি তাকে কিছু সুবিধা দেন।"

মহানবী উত্তর দিলেন, "ভাল কথা, মক্কায় যারা আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর গৃহে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা তাদের গৃহে তালা লাগাবে তারা নিরাপদ এবং যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ।"

এতদসত্ত্বেও মহানবী নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র বাহিনীর প্রস্থান লক্ষ্য করার জন্য আবু সুফিয়ানকে পর্বতের ধারে নিয়ে যাওয়া হোক। মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি দল অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে সবুজ পোশাক পরিহিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি দল উপস্থিত হলো। এই দলটি ছিল মহানবীর বিশেষ দেহরক্ষী দল। এই দল গঠিত হয় হিজরতকারী ও মদীনার সাহায্যকারী দলের মধ্য থেকে। পরদিন এই বাহিনী ধুতায়ী নামক স্থানে এসে পৌঁছায়। এখান থেকে মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা শহরকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে থামালেন। ইয়ামনী লাল জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি উটের পিঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি এমনভাবে সিজদা দিলেন যে তাঁর দাড়ি ও থুথনি তাঁর উটের জিনের উঁচু অংশ স্পর্শ করল।

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বাহিনীকে চারটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন যেন তাঁরা শহরের চারটি গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, বাধাপ্রাপ্ত না হলে কেউ যেন শক্তি প্রয়োগ না করে। রক্তপাত ও হাঙ্গামা পরিহার করার জন্যই তিনি নির্দেশ দিলেন। চারটি গেট দিয়ে সৈন্যরা নিরাপদে শহরে প্রবেশ করল। কেবলমাত্র খালিদ-বিন-ওয়ালিদ (রাঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর কাছ থেকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হন। অতি শীঘ্রই তাদের পরাভূত করা হয়।

মহানবী নিজে হিন্দ পর্বতের ঢালুতে অবস্থান করে শহরকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেখানে আবু তালিব (রাঃ) ও খাদিজা (রাঃ)-এর কবরের পাশে মহানবীর জন্য একটা তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এই দু'জনের সাথে তাঁর জীবনের প্রিয় ও স্থায়ী স্মৃতি জড়িত আছে —এই দুটা স্মৃতি ভাগ্য ও

www.pathagar.com

অদৃশ্যের প্রতিনিধি হিসেবে বিরাজ করছে যা এখন আল্লাহ্‌র বাহিনীর আক্রমণ পরিগ্রহ করেছে। প্রকাশিত এই রূপ প্রবেশ করেছে শহর ও আল্লাহ্‌র ঘরে। মহানবী এখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যার দিকে তিনি ওযু ও নামায পড়ার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বহু স্মৃতি বিজড়িত মক্কা শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল স্মৃতিই তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠল এবং তিনি পুনরায় এইজন্য আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তিনি তাঁকে সফল করেছেন এবং সত্য ও ইবাদতের পতাকা সমুন্নত করার তৌফিক তাঁকে দিয়েছেন। পরদিন মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রথম কথা ছিল, "ওহে কুরাইশ জনগণ, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব সে সম্পর্কে তোমরা কি চিন্তা করেছ?"

তারা উত্তর দিল, "ওহে আল্লাহ্‌র নবী, দয়া ও উদারতাপূর্ণ নয় এমন কাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি আমাদের উত্তম ভাই ও আমাদের উত্তম ভাইপো।"

মহানবী সদয়ভাবে উত্তর দিলেন, "তাহলে যাও, তোমরা মুক্ত এবং কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না।"

অতীতে তারা তাঁর সাথে সব ধরনের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি কুরাইশদের ও মক্কার লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গী ও কয়েক হাজার মুসলমানসহ কা'বায় গেলেন। পবিত্র কা'বা শরীফের প্রশস্ত স্থানে তিল ধারনের মত খালি স্থান দেখা গেল না। কা'বার দেওয়ালে খোদাই করা ফেরেশতা ও নবীদের মূর্তি তিনি একবার তাকিয়ে দেখলেন। তিনি দেখলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর মূর্তি —ভাগ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত পবিত্র তীর তাঁর হাতে ধরা। এর পাশেই রয়েছে কাঠের তৈরী একটা ময়ূর। ফেরেশতাদের রূপায়িত করা হয়েছে মহিলার বেশে। অট্টালিকার প্রত্যেক কোণায় মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মাঝে রয়েছে বড় আকীক পাথরের খোদা হুবল। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর লাঠি উঠিয়ে ময়ূরকে আঘাত করলে তা মাটিতে পড়ে গেল।

তিনি বললেন, "সত্য সমাগত এবং মিথ্যা তিরোহিত হয়েছে। মিথ্যা অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি মূর্তিগুলি দূরে নিক্ষেপ করার

www.pathagar.com

ও ভেঙ্গে ফেলার এবং দেওয়ালে খোদাই করা মূর্তি মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এভাবে কুড়ি বছর পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ) যে মিশন শুরু করেন, একদিনের কর্মতৎপরতায় তিনি তা পূর্ণ করেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই তিনি আল্লাহ্‌র ঘর থেকে পৌত্তলিকতার শিকড় উপড়ে ফেলেন। অতীতের কোন সময় মক্কার উন্মত্ত জনতা এসব মূর্তির ওপর একটা আঙ্গুল রাখারও অনুমতি দিত না। অথচ আজ তারা তাদের চোখের সামনেই মূর্তিগুলিকে পড়ে যেতে এবং পদদলিত হতে দেখল। অথচ তারা একটা কথাও বলল না। কিন্তু মূর্তি ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আক্রমণ শুধুমাত্র কা'বার মূর্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সব ধরনের লোকদের মন ও চিন্তা থেকে পৌত্তলিকতার ধারণা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। প্রবঞ্চক নেতৃবর্গ এই ধারণাকে পুঁজি করে শক্তি প্রয়োগ বা উৎকোচের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছিল। কমাণ্ডার, গভর্নর বা সাধারণ লোক—কাউকে কোন সুবিধা দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য সব ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতির পরিবর্তে এই একক নীতিই কার্যকর হয় এবং এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই সরকার গঠিত হয়। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি উত্তম যার পরহেযগারী ও সংযম বেশী।"

অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) সাফা পর্বতে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করলেন। কা'বা শরীফের ওপর উঠে আযান দেওয়ার জন্য তিনি বেলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক হাজার মুসলমানকে নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

একদিন আগে বা ঐদিনই সকালে খুজা'আ গোত্রের একজন লোক হুদাইল গোত্রের একজন পৌত্তলিককে আক্রমণ করলে সে মারা যায়। মহানবী তাঁর ভাষণে এই নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করলেন। "আল্লাহ্‌ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে মক্কাকে তিনি নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্‌ ও পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন ব্যক্তিই এই শহরে রক্তপাত ঘটাতে পারবে না। সে কোন গাছ কাটতে পারবে না বা কোন মানুষকেও হত্যা করতে পারবে না। এ ধরনের কাজ আমার সময়ের পূর্বেও অনুমোদিত ছিল না, আমার পরেও অনুমোদনযোগ্য

www.pathagar.com

হবে না। শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে এবং এই সময় আল্লাহ্‌র অভিশাপের কারণে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তা বৈধ। অতঃপর মক্কা পুনরায় মুক্তি লাভ করবে। যারা উপস্থিত আছ তারা অবশ্যই অনুপস্থিত লোকদের সাবধান করে দেবে যেন তারা রক্তপাত করা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এখন যেহেতু তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছ, সেইহেতু আমি তার রক্তের মূল্য প্রদান করব। এরপর থেকে কোন লোককে হত্যা করা হলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে অথবা তার পরিবর্তে রক্তের মূল্য প্রদান করতে হবে।"

অতঃপর খুজা'আ গোত্রের লোক কর্তৃক নিহত লোকের রক্তের মূল্য প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। এই ঘটনায় মক্কার লোকেরা খুবই খুশী হয় এবং তারা আগের চেয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বেশী আকর্ষিত হয়। পনের দিন পর মহানবী মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনার সাহায্যকারীদের জন্য এটা ছিল আনন্দের দিন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নিজের শহরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিনা এ ব্যাপারে তারা বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু আকাবায় সাহায্যকারীদের আনুগত্য প্রকাশের সময় মহানবী যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। এই বিরাট বিশ্বে যখন আলো ও আলোক সজ্জা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, শহরসমূহের মাতা মক্কায় যখন আল্লাহ্‌র একত্বের আলোর উজ্জ্বলতা প্রখর হয়ে উঠল তখনই তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

৩২

# বিদায়ের বছর

"ওহে জনগণ, তোমরা সতর্ক থেকো যেন কারও ওপর দস্যুতা ও রক্তপাত না ঘটে।" —মুহাম্মদ (স.)

মক্কা বিজয় ও দশম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপের গোত্র ও লোকজনের কাছে ইসলামের বিজয় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। ইতিহাসে দশম হিজরী প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিদায়ের বছর বলে পরিচিত। এই কথা মনে করে তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষিতে এই বছরই নাযিল হয় সূরা 'নাসর'।

"যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি ত ক্ষমাপরবশ।" (কুরআন ১১০ঃ১-৩)

এই দুই বছরে তায়েফ, হুনায়েন এবং তাবুক-এ তিনটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই মুসলমান বাহিনী বিজয়ী হয়। এসব যুদ্ধে বহু ধন-সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয় এবং তা মহানবী তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। যে সব ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দেয় সেসব ক্ষেত্রে মহানবী তাঁর নিজের অংশ ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছুক পক্ষের ইচ্ছা পূরণ করেন। মহানবীর নেতৃত্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় তাবুক যুদ্ধে।

এই যুদ্ধের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধি, গোত্রপতি ও উপজাতীয় নেতারা এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। একই সাথে তারা অবশ্য দরকষাকষি করতে লাগল এবং কতিপয় শর্ত আরোপ করল। একজন ইচ্ছা প্রকাশ করল যে তাকে নামায পড়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। অনেকে যাকাত প্রদান বা রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি পাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করল।

www.pathagar.com

ছাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিরা মহানবীর কাছে প্রার্থনা জানাল যে, তাদের প্রিয় ও সুন্দর মূর্তিগুলিকে তাদের নিজ হাতে ভেঙে ফেলার জন্য যেন তাদের বাধ্য করা না হয়। কিন্তু মহানবী তাদের একটা অনুরোধও গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের বড় মূর্তি লাত্‌কে ধ্বংস করার জন্য তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আবু সুফিয়ান ও মুগীরা (রাঃ)-কে পাঠালেন। লাত-এর অবস্থান ছিল ছাকিফ গোত্রের বাসভূমির ঠিক মাঝখানে। মুগীরা (রাঃ) যখন এই মূর্তিকে ভেঙে ফেলেন তখন জামায়েত হওয়া বিরাট জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। মুগীরা (রাঃ) এই মূর্তির সম্পত্তি ও অলংকার বিক্রী করেন এবং মহানবীর নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রীত অর্থ দিয়ে উরওয়া ও আসোয়াদের দেনা পরিশোধ করেন।

ক'বা শরীফ, অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন গোত্রের কাছে রক্ষিত সব মূর্তি নষ্ট করার পর মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে নাযিল হয় সূরা 'তওবা'। এই সূরায় পৌত্তলিকদের হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এই সূরা নাযিল হওয়ার পূর্বে মহানবী আবু বকর (রাঃ)-কে হজ্জের নেতা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে তিনশ' মুসলমানসহ মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। মহানবী সিদ্ধান্ত নেন যে, সূরা তওবায় যে সব নির্দেশ রয়েছে তা মক্কার পৌত্তলিকদের কাছে ঘোষণা করা উচিত এবং তাদের হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কয়েকজন সাহাবী প্রস্তাব করেন যে, এই ঘোষণা আবু বকর (রাঃ)-ই করবেন। কিন্তু মহানবী এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পরিবারের একজন সদস্য তাঁর পক্ষে এই ঘোষণা দেবেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেন।

"মক্কায় যাও এবং কুরবানী করার দিন হজ্জযাত্রীরা যখন মীনায় জামায়েত হন তখন তাঁদের কাছে ঘোষণা কর যে, কাফিররা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং পৌত্তলিকরা হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র নবীর সাথে যদি কারও কোন চুক্তি থাকে তাহলে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তা মেনে চলতে হবে।"

অতঃপর আলী (রাঃ) মহানবীর উটে আরোহণ করে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর উটের বহরের সাক্ষাত পান। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে খোশ-আমদেদ জানিয়ে বললেন, "আপনি কি এখন হজ্জযাত্রী দলের নেতা, না আপনার বিশেষ কোন মিশন আছে?"

www.pathagar.com

"আমার বিশেষ একটা মিশন আছে," আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন।

মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন। কুরবানীর দিন আলী (রাঃ) হজ্জযাত্রীদের কাছে আল্লাহ্ ও মহানবীর নির্দেশ ঘোষণা করলেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বাসী ও কাফিরদের মধ্যে সম্পাদিত সকল চুক্তি অবৈধ। তবে যেসব চুক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য সম্পাদন করা হয়েছে সেসব চুক্তি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অতঃপর আলী (রাঃ) মীনা উপত্যকার একটা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে সূরা তওবার সমগ্র অংশ পড়ে শুনালেন। এই সূরায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে পৌত্তলিকরা তাদের চুক্তি লংঘন করেছে এবং এর ফলে তাদের প্রতি মুসলমানদের কোন দায়িত্ব নেই। আলী (রাঃ) মদীনায় ফিরে এলে মহানবী ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী বছরে তিনি নিজেই মক্কা যাবেন। এই সংবাদ দূর দূরান্তের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট সময়ে আরবের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে তাঁরা মদীনায় এসে জামায়েত হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবীর নেতৃত্বে আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করা। দশম হিজরীর যিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যে সব মুসলমান মদীনায় বাস করতেন এবং মদীনায় আগত বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মুসলমানরা মহানবীর সঙ্গী হলেন। কথিত আছে যে, শিশু ও মহিলা সহ এই যাত্রী দলের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। অবশ্য অনেকে এই সংখ্যা এক লাখ চৌদ্দ হাজার বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বিরাট এই মরুযাত্রী দল যাত্রা শুরু করল। রাতে তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানকার আকাশ অগ্নিশিখার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। ঘোড়ার হ্রেষা রব, উটের গর্জন ধ্বনি, মানুষের ডাকাডাকির শব্দ, তাঁবুর খুঁটি পোতার জন্য হাতুড়ির শব্দ—সব কিছু মিলে নীরব উপত্যকা কোলাহল মুখর হয়েছে।

প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় এই বিরাট যাত্রীদল মহানবীর ইমামতিতে নামায আদায় করেছেন। তৎপর জোরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে আনন্দ প্রকাশ করেছে যে, সে মহানবীর সাথে আল্লাহ্র ঘরে হজ্জ করতে যাচ্ছে। রাতের জন্য এই যাত্রীদল যুল হুলায়ফায় থামে। পরদিন সকালে মহানবী হজ্জের পোশাক পরিধান করেন এবং সবাই তাঁকে অনুসরণ করে। হজ্জের পোশাক

www.pathagar.com

পরিহিত অবস্থায় হাজার হাজার লোককে দেখাচ্ছিল ফেরেশতার মত বা মৃতবৎ অবস্থা থেকে নতুন করে উত্থিত মানুষের মত। এই পোশাকেই তারা মহানবীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। আকস্মিকভাবে সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর আওয়ায শুনতে পান। "প্রশংসা তোমার, প্রশংসা তোমার, ওহে আল্লাহ্ প্রশংসা তোমার, তোমার কোন অংশীদার নেই। প্রশংসা তোমার, প্রশংসা, ইবাদত ও ধন্যবাদ তোমার, প্রশংসা তোমার, প্রশংসা তোমার, তোমার কোন অংশীদার নেই, প্রশংসা তোমার জন্য।"

মহানবীর মুখ থেকে কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সত্তর হাজার লোক তা উচ্চারণ করে। তাদের সম্মিলিত ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হলো। অবস্থা এমন মনে হলো যে, পুনরুত্থান ও শেষবিচারের দিন উপস্থিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের এমন মোহগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তারা মনে করতে লাগল, তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আছে। বিনয়ের সাথে তারা বলে উঠল, "প্রশংসা তোমার, প্রশংসা তোমার জন্য।"

যাত্রীদল সারাফ-এ উপস্থিত হলে মহানবী তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যারা কুরবানীর পশু সাথে করে আনে নাই তারা উমরা হজ্জ করবে এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা পুরো হজ্জ করবে।"

যিল হজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে হজ্জ যাত্রীদল মক্কা উপস্থিত হয়। মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ সরাসরি কা'বা শরীফে গেলেন। কৃষ্ণ পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ (সঃ) তার ওপর চুম্বন করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সাতবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা সহ হজ্জের সাথে জড়িত অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাও পালন করলেন। মাকামে ইবরাহীমে প্রার্থনা করলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণ পাথর চুম্বন করলেন। হাজার হাজার লোকের আগমন শহরের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলল। সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর মহানবী যারা তাদের সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে আসে নাই তাদের হজ্জের পোশাক বর্জনের নির্দেশ দিলেন।

হজ্জ পর্ব শেষ হওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে আলী (রাঃ) এসে উপস্থিত হন। তিনি ইয়ামন গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি জানতে পারেন যে মহানবী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছেন। তিনি তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মহানবীর কাছে আসেন হজ্জের পোশাক পরিহিত অবস্থায়। মহানবী তাঁকে বলেন যে, সে যদি কুরবানী না

www.pathagar.com

করে থাকে তাহলে তাঁর হজ্জের পোশাক খুলে ফেলা উচিত। আলী (রাঃ) উত্তর দেন যে, মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় তিনি যখন হজ্জের পোশাক পরিধান করেন তখন তিনি মহানবীর নিয়তকে অনুসরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। মহানবী যখন বুঝতে পারেন যে, আলী (রাঃ) সাথে করে কুরবানীর পশু নিয়ে আসে নাই তখন তিনি তাঁর নিজের কুরবানীতে আলী (রাঃ)-কে অংশীদার করে নেন। ফলে তিনি হজ্জের পোশাকে থাকার এবং পূর্ণ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের অনুমতি লাভ করেন।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে মহানবী মীনায় যান। তিনি সেখানে তাঁর নিজস্ব তাঁবুতে রাত কাটান এবং ফজরের নামাযের পর উটে আরোহণ করে তিনি আরাফাত পর্বতে যান। বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে, "প্রশংসা আল্লাহ্‌র" এবং "আল্লাহ মহান"।

মহানবী আরাফাত পর্বতের পূর্ব পাশের চালু স্থানে তাঁর জন্য একটা তাঁবু নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রায় দুপুরের দিকে তিনি উটে আরোহণ করে সেখানে যান। উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় তিনি হাজার হাজার লোকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি এই ভাষণে তাঁর নিজের ইন্তিকালের আভাস দেন। প্রতিটি বাক্য শেষ করে তিনি থামছিলেন এবং উমাইয়ার পুত্র রাবি'আ (রাঃ) তা জোরে এবং সুললিতকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন। মক্কায় এটাই মহানবীর শেষ ভাষণ। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করে মহানবী তাঁর ভাষণ শুরু করলেন ঃ

"ওহে আমার জনগণ, তোমরা জেনে রাখ দস্যুতা এবং রক্তপাত কারও জন্যই উপযুক্ত নয়। তোমরা শীঘ্রই আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে এবং তিনি তোমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কোন ব্যক্তির কাছে কেউ কোন জিনিস জিম্মায় রাখলে, তা অবশ্যই তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। চিরকালের জন্য তোমাদের চুরি-ডাকাতি ত্যাগ করতে হবে। আমার জনগণ, এরপর থেকে তোমাদের দেশে শয়তান পূজিত হবে, এমন আশা সে আর করতে পারবে না। তোমাদের ধর্মের জন্যই তার বিরুদ্ধে সাবধান হয়ে যাও। এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে গোলাকার এবং সৃষ্টির দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আকার ও বিন্যাস যেমন ছিল, সেইভাবেই তা ফিরে যাবে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা বার—এর মধ্যে চারটি মাস অতি পবিত্র। এসব মাসে যুদ্ধ করা যাবে না। আমার জনগণ, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার আছে এবং স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর

www.pathagar.com

অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর এটা বাধ্যতামূলক যে, তারা তাদের দাম্পত্য বিশ্বাসকে লংঘন করবে না বা কোন মন্দ কাজের অপরাধেও অপরাধী হবে না। তারা যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের বহিষ্কার করার অনুমতি আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো, কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের হাতে বন্দী করেছেন এবং তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে জিম্মা হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র কথা দ্বারা তোমরা তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করেছ। ওহে আমার জনগণ, আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলব তা উপলব্ধি করার জন্য তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ কর। আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা সব সময় তোমাদের পথ প্রদর্শন করবে যদি তোমরা তার আশ্রয় গ্রহণ কর। তা হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী। আমার জনগণ, আমার কথা শুন ও তা গভীরভাবে চিন্তা কর। তোমরা জানবে যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই এবং সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। কোন সম্পত্তিই তার ভাইয়ের জন্য বৈধ নয় যদি না তাকে স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়। সুতরাং তোমরা নিজের প্রতি অবিচার করো না। ওহে আল্লাহ্, আমি কি তোমার নির্দেশ যথার্থভাবে ঘোষণা করেছি?"

জনতার মধ্য থেকে আওয়ায উঠল, "হ্যাঁ, ওহে আল্লাহ্র নবী, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্র নির্দেশ ঘোষণা করেছেন।"

অতঃপর মহানবী আকাশের দিকে তাকালেন। "ওহে আল্লাহ্, তুমি নিজেই আমাদের জন্য এই দিনের সাক্ষী থাক।"

হজ্জের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং মক্কায় এক নব জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের বিষয় নিষ্পত্তি করে মহানবী মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনা শহরে উপস্থিত হওয়ার পর সত্তর হাজার লোকের সাথে আরও অনেকে উল্লসিত হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

৩৩

# যে আলো কোন দিন নির্বাপিত হবে না

"আমার জন্য কলম ও কালি নিয়ে এসো যেন আমি আমার ইচ্ছাপত্র লিখতে পারি এবং লিখিত বিবৃতি রেখে যেতে পারি। ফলে তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না।" —মুহাম্মদ (সঃ)

এভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর তেত্রিশ বছরের মিশন-এর পরিসমাপ্তি ঘটল। এর মধ্যে দশ বছর নির্বাসন এবং তের বছর তিনি মক্কায় কাটান। ইসলাম ধর্মের যে বিরাট কাঠামো এখনও টিকে আছে তা সেই সময়ই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও আমরা এই গৌরবময় কাঠামোর তথা ইসলামের শক্তিশালী পদ্ধতির আইন-কানুন পালন করি।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের স্বল্পতম সময়ের শিক্ষার আলো প্রত্যেকটি যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষের মন ও বোধশক্তিকে আলোকিত করেছে। এই আলো এখনও মানুষের মন ও হৃদয়কে আলোকিত করছে। এই আলোর শিখা কোন দিন নির্বাপিত হবে না। কারণ এই শিখার নীচে রয়েছে সত্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে স্বাধীনতা, পরহেযগারী ও ন্যায়বিচার—যে সত্য মানব জাতি কখনই ত্যাগ করতে পারবে না। এক'শ চৌদ্দটি সূরা বিশিষ্ট মহাগ্রন্থ কুরআন ঐশী গ্রন্থের মধ্যে সর্বোত্তম এবং চূড়ান্ত। পঁচিশ বছরের নবী জীবনে তিনি যা লাভ করেছেন তা আমরাই পেয়েছি। এর মধ্যে নব্বইটি সূরা নাযিল হয়েছে মহানবীর মক্কায় তের বছরের মিশন-এর সময় এবং বাকী চব্বিশটি সূরা নাযিল হয়েছে মদীনায় তাঁর নির্বাসনের সময়। এই দশ বছরের মধ্যে শেষ দু'বছরে সাতটি এবং পূর্ববর্তী আট বছরে সতেরটি সূরা নাযিল হয়। এসব সূরায় ধর্মের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়ে আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। সর্বশেষ হজ্জের পর মহানবী মাত্র কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। এই কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রোমান সাম্রাজ্যের বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সিরিয়ায় একটা বিরাট

www.pathagar.com

বাহিনী প্রেরণ। এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আবু বকর (রাঃ) ও উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মত বহু প্রসিদ্ধ হিজরতকারী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এই বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন উসামা (রাঃ) নামে বিশ বছরের এক যুবক। এ সম্পর্কে একটা কাহিনী আছে। বলা হয়ে থাকে যে, সিরিয়া সীমান্তে প্রথম আক্রমণে মূতা'র যুদ্ধে এই যুবকের পিতা নিহত হন। যুদ্ধে তাঁর সেবার পরিবর্তে তাঁর পুত্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। অনেকে বলেন যে, যুবক লোকদের উৎসাহিত করার জন্য এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য এ কাজ করা হয়। এই বিরাট বাহিনী যখন দীর্ঘ আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং জার্ফ-এ তাঁবু নির্মাণ করে ঠিক তখনই মহানবী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মহানবী দৈহিকভাবে খুবই অসুস্থ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, জীবনে তিনি মাত্র দু'বার অসুস্থ হন। হিজরী ষষ্ঠ বছরে একবার তাঁর ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং খুজব রটে যে য়াহুদীরা তাঁকে যাদু করেছে। হিজরী সপ্তম বছরে আর একবার একজন য়াহুদী তাঁর জন্য বিষাক্ত শুশত খাওয়ালে তিনি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বমি করে রোগমুক্ত হতে হয়। এই দুইটি ঘটনা ছাড়া তিনি পূর্বে আর কখনও অসুস্থ হন নাই। তিনি তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ সমাপন করার চার মাস পর রবিউল আউয়াল মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ার প্রথম দিকে তিনি যখন অনিদ্রায় ভুগছিলেন তখন হঠাৎ এক রাতে তিনি তাঁর এক ভৃত্যকে নিয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে যান। সময়টা ছিল মধ্যরাতের পরে। সমগ্র কবরস্থানে বিরাজ করছিল ভয়ানক নীরবতা—এই নীরবতা যেন মৃত ব্যক্তিদের কণ্ঠে মুখরিত ছিল। হাজার হাজার কণ্ঠের বিলাপ, কান্না এবং হাসি কবর থেকে ভেসে আসছিল বলে তাঁর মনে হয়। ভৃত্যকে সাথে নিয়ে তিনি কবরস্থানের বিভিন্ন দিকে হাঁটছিলেন। রহস্যময় এই স্থানের বিনম্র ও চুপি চুপি কথা সম্ভবত তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন। তিনি তাদের সাথে হৃদয়ের ভাষা দিয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি থামলেন এবং জোরে বললেন, "ওহে কবরের বাসিন্দা, তোমাদের প্রতি অভিনন্দন। মানব জাতির অবস্থা থেকে তোমরা যা অর্জন করেছ তা অনেক ভাল এবং এজন্য তোমরা অভিনন্দনযোগ্য। মানব জাতির অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছেন। মেঘের মত একের ওপর

www.pathagar.com

অন্যের লোভ অন্ধকার রাতকে মেঘাচ্ছন্ন করেছে এবং প্রথম মন্দ কাজের চেয়ে শেষ মন্দ কাজ অধিকতর মন্দ।"

পরদিন তাঁর জ্বর আরও প্রচণ্ড হয়। যখনই জ্বর কমে যাচ্ছিল তখনই তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ছিলেন। কিন্তু কথা বলা বা ওয়াজ করার শক্তি তাঁর ছিল না। একদিন তাঁর জ্বর প্রচণ্ডতর হয়। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক তিনি মসজিদে যাওয়ার এবং তাঁর বিশ্বস্ত মুসলমানদের সাথে কথা বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি সাতটি কূয়া থেকে সাত বাটি পানি তাঁর শরীরে ঢালার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি পোশাক পরলেন, এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় জড়ালেন এবং মসজিদে গিয়ে খুতবা দেওয়ার স্থানে বসলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধের সঙ্গীদের অভিনন্দন জানালেন এবং তাঁদের সহানুভূতিপূর্ণ বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"ওহে আমার জনগণ, উসামা ( রাঃ )-এর বাহিনীর অভিযানে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত সাহায্য কর। তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কে যা বলেছ, তার সম্পর্কেও সেই কথা বলেছ। সে তার পিতার মতই নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য।"

মহানবী কিছুক্ষণ থামলেন। তাঁর কপালে জ্বরজনিত রক্তিমাভা দেখা গেল। "আল্লাহ্ তাঁর একজন বান্দাকে ইহজগত ও পরজগতের মধ্যে যে কোন একটি পসন্দ করার অধিকার দিয়েছেন এবং তিনি (বান্দা) আল্লাহ্র সান্নিধ্যে থাকতে পসন্দ করেছেন।"

পুনরায় তিনি নীরব হলেন। মসজিদের বারান্দায় লোকে ভিড় জমালো। মহানবীর সামনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে পরে আসা লোকেরা মহানবীর বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পাছে মহানবীর কোন কথা শুনতে না পাওয়া যায় এই আশংকায় তারা নীরব ও চুপ হয়ে রইল। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। তিনি খুতবার স্থান ত্যাগ করে গৃহের দিকে রওনা দিলেন। লোকেরা তাঁর চার পাশে ভিড় জমালো। তিনি তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, "ওহে হিজরতকারী জনগণ, মদীনার সাহায্যকারীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। মুসলমানের সংখ্যা অনেক হবে, কিন্তু সাহায্যকারীদের সংখ্যা যা ছিল তা-ই থাকবে। তাঁরা আমার সমর্থক ও আমার বিশ্বস্ত লোক এবং তাঁদের কাছেই

www.pathagar.com

আমি আশ্রয় লাভ করি। সুতরাং তাঁদের মধ্যকার ধার্মিক লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং যারা খারাপ কাজ করে তাদের একা থাকতে দাও।"

মহানবী আয়শা (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন এবং তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হচ্ছিল। অব্যাহতভাবে তাঁর সক্রিয়তা ও ধর্মোপদেশ, উসামা (রাঃ)-এর ভবিষ্যত অভিযান সম্পর্কে তাঁর চিন্তা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগে তিনি আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরদিন তিনি মসজিদে যেতে পারলেন না। ঐদিন আবু বকর (রাঃ) নামাযে ইমামতি করলেন। তারপর দিন ইমামতি করলেন উমর (রাঃ)। কিন্তু নামাযে উমর (রাঃ) সবল কণ্ঠ শুনে মহানবী আপত্তি জানালেন।

"আবু বকর (রাঃ) কোথায়, আল্লাহ্ ও মুসলমানরা এটা কখনই গ্রহণ করবে না।"

দিন দিন মহানবীর অবস্থার অবনতি ঘটল। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে প্রতিদিনই দেখতে আসতেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন। ফাতিমা (রাঃ) যখনই আসতেন তখনই তিনি উঠে বসতেন এবং তাঁকে আদর করতেন। তিনি তাঁকে নিজের পাশে এবং অনেক সময় নিজের স্থানেও বসাতেন। তিনি বলতেন, "আমার সাথে কথা বল ফাতিমা।"

মহানবীর অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। ফাতিমা (রাঃ) খুব দ্রুত তাঁর পিতার কাছে এলেন। তিনি পাশে রক্ষিত পানির বাটিতে আঙ্গুল ভিজিয়ে তাঁর পিতার কপালে হাত রাখলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, জ্বরের উত্তাপে তাঁর সারা শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। মহানবী যখন তাঁর সাথে কথা বললেন তখন তিনি চোখের পানি সম্বরণ করতে পারলেন না। কিন্তু মহানবী পুনরায় কথা বললে তিনি মৃদু হাসলেন।

স্বীয় কন্যার প্রতি গভীর স্নেহের জন্য আয়শা (রাঃ) কিছুটা বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, "তোমার এই কান্না ও হাসির কারণ কি?" পরে তিনি ফাতিমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন "মহানবী তোমাকে কি বলেছিলেন?"

ফাতিমা (রাঃ) উত্তরে বললেন, "আমি আপনার কাছে মহানবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনে।" কিন্তু মহানবীর ইন্তিকালের পর তিনি প্রকাশ করেন—তিনি তাঁকে কি বলেছিলেন যা তাঁর কান্না ও হাসির কারণ ছিল।

www.pathagar.com

"প্রথমে আমার পিতা আমাকে বললেন যে তিনি এই অসুখে ইন্তিকাল করবেন। ফলে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। তারপর তিনি বললেন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমিই তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এ কথা শুনে আমি আনন্দে হেসে উঠি।"

অসুস্থ হওয়ার শেষ দিকে বেশ কয়েকজন সাহাবী মহানবীকে দেখতে আসেন। মহানবী তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার জন্য কলম ও কালি নিয়ে এসো, যেন আমি আমার ইচ্ছাপত্র লিখতে পারি এবং লিখিত বিবৃতি রেখে যেতে পারি। ফলে তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না।"

সাহাবীগণ একে অন্যের দিকে তাকালেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহানবীর অনুরোধ রক্ষায় তৎপর হলেন। কিন্তু উমর (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে তাঁকে বাধা দিলেন।

"অসুস্থতা তাঁকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। কলম ও কালির কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট।"

এ কথার পর সাহাবীগণের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল। কেউ কেউ কলম ও কালি আনার পক্ষে মত দিলেন আবার কেউ কেউ বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেন। তাঁদের তর্ক-বিতর্ক শুনে মহানবী বললেন, "এখান থেকে চলে যাও। আমার উপস্থিতিতে তোমাদের বিবাদ করা ঠিক নয়।"

পরবর্তীকালে অনেক মুসলমানই মত প্রকাশ করেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিবাদ এবং কলম ও কালি আনার ব্যর্থতার কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি লিখিত নির্দেশনামা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর অসুস্থতার শেষ দিনগুলিতে একদিন মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডার উসামা (রাঃ) মদীনায় আসেন এবং তিনি মহানবীকে দেখতে যান। মুহাম্মদ (সঃ) তখন কথা বলতে পারছিলেন না। এই যুবকের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি ও স্নেহ ছিল তা তিনি প্রকাশ করলেন। তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুললেন এবং অতঃপর দু'খানি হাত উসামা (রাঃ)-এর মাথার ওপর রেখে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। রাতে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হলো। তিনি তাঁর সব সম্পত্তি—সর্বমোট সাত দিনার—গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরদিন তিনি গরীবদের মধ্যে দিনারগুলি বিতরণ করা

www.pathagar.com